





## পঞ্চদশবার্ষিক কার্যবিবরণ

বর্তমান ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষট্চক্রারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত পঞ্চদশবার্ষিক বর্ষের কার্যবিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

### বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর অগ্রতম বান্ধব-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ইহার বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ শ্রীমুক্ত ষোণীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাবিরাজ শ্রীমুক্ত বিজয়চন্দ্র মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীমুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

### সদস্য

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

	বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৮
(খ) আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	২	...	২
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	৮২৫	...	২১৫
(চ) সহায়ক-সদস্য	১৬	...	১২
	<u>৮৭২</u>		<u>২৫৮</u>

(ক) আলোচ্য বর্ষে শ্রী ব্রজেননাথ শীল, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং শ্রী ব্রজেননাথ সরকার বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত শ্রী ব্রজেননাথ

শীল এবং পুরাতন বিশিষ্ট-সদস্য রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং রায় জলধর সেন বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইহার বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীযুক্ত প্রমুখচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। শ্রীযুক্ত জর্জ এ. গ্রায়সন, ৫। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত বীনেশচন্দ্র সেন, ৭। শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার এবং ৮। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং শ্রীশ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন আজীবন-সদস্য নির্ধারিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে দ্বিহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি খোব, ১১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহার অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীযুক্ত পদমান তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যাতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কনিদ্বন্দ্ব তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাহূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীদাস তর্কচৌধুরী।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ধারিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৫ ছিল। বসমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ১০১ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯১৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৬ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই বায়িক অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত ৩ জনের স্থিতি-কাল ফুরাইয়াছে। এই ভুক্ত এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা এখন ১২ জন।

## পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, ৩। রায় জলধর সেন বাহাদুর।

আজীবন-সদস্য—রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

সাধারণ-সদস্য—১। অপূর্বচন্দ্র দত্ত, ২। আশুতোষ ঘোষ, ৩। গিরিশচন্দ্র বসু, ৪। চাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। কল্লানিল আচার্য চৌধুরী, ৬। ননীগোপাল মজুমদার, ৭। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ৯। বীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ১০। শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, ১১। অম্বিনীকুমার চক্রবর্তী।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের অধিকাংশেরই নিকট পরিষদ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। অপূর্বচন্দ্র দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র বসু যথাক্রমে ‘জ্যোতিষ-দর্পণ’ এবং ‘উদ্ভিদজ্ঞান’ নামক পরিষদগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। চাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যনিকাহক-সমিতির সভাপতি এবং রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরিষদের ও রমেশ-ভবনের কোষাধ্যক্ষরূপে এবং নানা ভাবে অর্থসাহায্য দ্বারা পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ননীগোপাল মজুমদার পরিষদ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রাদি দান করিয়া পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি পরিষদ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন পুঁথি দান করিয়া পরিষদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন।

## পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বহুমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

১। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, ২। দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৩। ললিতমোহন ঘোষাল, ৪। দ্বারীচন্দ্র, ৫। উষ্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, ৬। মধুসূদন জ্ঞানী, ৭। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৮। রাজা তরু মঙ্গলনাথ রায় চৌধুরী, ৯। রাধাক্ষরণ চক্রবর্তী, ১০। শিবরতন মিত্র, ১১। শরৎচন্দ্র মিত্র।

ইহাদের মধ্যে ৪, ৬, ৮ এবং ৯ সংখ্যায় উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ পরিষদ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

## অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) চতুশ্চাষাট্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) চতুশ্চাষাট্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১৫ জুলাই, শনিবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর, ঝাড়গ্রামরাজ কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে পরিষদের ‘বাহুব’ নির্বাচন এবং (১) ৬শ্রুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর এবং



( ৩ ) শ্রীমদ্বীনাথ সরকারের বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচন বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুচ্ছত্রিংশ বার্ষিক কাব্যবিবরণ গৃহীত, পঞ্চচত্রিংশ বর্ষের আত্মমায়িক আয়বায়-বিবরণ পঠিত, পঞ্চচত্রিংশ বর্ষের কাব্যনির্বাহক-সমিতির সভা নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং কৰ্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়। এই অধিবেশনে ( ক ) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত ৮কীরোরপ্ৰসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এবং ( খ ) শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত ৮ছারকানাথ বিজ্ঞাক্ষণের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

( গ ) মাসিক অধিবেশন—১। ১৭ই ভাদ্র—( ক ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ‘রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ’ এবং ( খ ) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তি-লিখিত ‘পরমানন্দমত-সংগ্রহ’ নামক প্রবন্ধঘর পঠিত হয়।

২। ১৮ই অগ্রহায়ণ।—( ক ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত “ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা” এবং শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত “ভারতচন্দ্রের একখানি পুঁথি” নামক প্রবন্ধঘর পঠিত হয়।

৩। ২২এ চৈত্র। প্রবন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তি-লিখিত “চোরের পাঁচালি” পঠিত হয়।

( গ ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা—(১) আলোচ্য বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, ভাস্কর আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আচাৰ্য্য রামেন্দ্রহৃদয়ের জীবদৌর স্মৃতিপূজা অমুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীজ্যোতিচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দাস ও শ্রীকেশবমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা—১৭ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমালা অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্নে পরিষদ মন্দিরে শ্রীতীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীবিষ্ণুভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলোচনা রায় গান করেন এবং শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, কবির রচনা আবৃত্তি করেন। মৌলবী রেজাউল কবিম, শ্রীবিক্রমচন্দ্র সেন, শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী এবং শ্রীপ্রিয়লাল দাস বক্তৃতা করেন।

বর্তমান বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচাৰ্য্য রামেন্দ্রহৃদয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা অমুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচ্যারচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিরূপে এবং শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা ১৭ই আষাঢ় সম্পন্ন হয়। ঐ দিন প্রাতে শ্রীমদ্বীনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমালা অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্নে পরিষদ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীললিতীকান্ত সরকার এবং শ্রীবিষ্ণুভূষণ মুখোপাধ্যায় গান করেন। শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ও শ্রীরাজকুমার মল্লিক আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর শ্রীবিক্রমচন্দ্র সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীমদ্বীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

(৪) শোকসভা—(১) ৮রা জলধর সেন বাহাদুরের জন্ম শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন, ৩০এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমলতা ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন এবং ডক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শোকপ্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) ৮রা সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের জন্ম শোক-প্রকাশ—৩১এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীময়ধর্মোচন বসু এবং শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীকুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন ও কুমার শ্রীশরদ্দিন্দুনারায়ণ রায়-লিখিত ‘নগেন্দ্রস্তোত্র’ পঠিত হয়। শোক-প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) ৮জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জন্ম শোক-প্রকাশ—২রা আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীপার্বলাল দাস বক্তৃতা করেন। শ্রীপুন্সবাগী দাস ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৮জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের প্রদত্ত ৮জ্ঞানেন্দ্রবাবুর চিত্র প্রদর্শিত ও শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) ৮ রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জন্ম শোক প্রকাশ করা হয়—৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগণপতি সরকার, ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীময়ধর্মোচন বসু বক্তৃতা করেন এবং শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৮দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়—২০এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোলবী রেজাউল করিম বক্তৃতা করেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায় পরিষদ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গান গাহিয়া, পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও চারুগণ কবির রচিত কয়েকটি গান গাহেন।

(৬) বিশেষ অধিবেশন—(১) শ্রীসজনীকান্ত দাস ৪ঠা বৈশাখ “বাংলা ভাষার প্রথম যুগ” বিষয়ে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার অন্তর্গত দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি বাহাদুর ২৭এ ভাদ্র “বৈদিক ঋগ্বেদ কাল-নির্ণয়” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (৩) ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অধিবেশনে শ্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “রামনারায়ণ তর্করত্ন” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৪) ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার “বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া মনঃসমীক্ষণের আলোচনা” নামক প্রবন্ধ বর্তমান বর্ষের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পাঠ করেন।

## (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে এশিভায়েন্সোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানান বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী ‘তরল ও কঠিন বায়ু’ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এই ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ডাটাচার্যের নাম এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিয়ে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ৫ই মাঘ (১২এ জ্যৈষ্ঠয়ারি) বুধবার, ডক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী “তরল ও কঠিন বায়ু” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(২) ১৭ই মাঘ (৩১এ জ্যৈষ্ঠয়ারি) মঙ্গলবার—অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ “প্রাচীন ও আধুনিক বসায়ন” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৩) ২৮এ মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারি) শনিবার—ডক্টর শ্রীজ্যোতির্ষ্ময় ঘোষ “আকাশের কথা” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৪) ৭ই ফাল্গুন (১২এ ফেব্রুয়ারি) রবিবার—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অক্সিমিটার’ বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৫) ১২এ ফাল্গুন (৩রা মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীবল্লভকুমার বাগচী “মহুগা-মণ্ডিকে তড়িৎস্পন্দন” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৬) ৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার “বোম্বরশ্মি” (Cosmic Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৭) ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) শনিবার—ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “রঞ্জন-রশ্মি” (X Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৮) ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬), ৩০ এপ্রিল, রবিবার—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় “সুগন্ধি ও তজ্জাতীয় গন্ধদ্রব্য” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৯) ২২এ বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবার—শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু “সুড়ঙ্গ রেলপথ” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১০) ২২এ আষাঢ় (৭ই জুলাই) শুক্রবার—ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন “দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণ” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১১) ৫ই জ্যৈষ্ঠ (২১এ জুলাই) শুক্রবার—ডক্টর ডে. পি. গোগরি “মাংসালী উদ্ভিদ” বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

## শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শতবার্ষিক জন্মোৎসব অহুষ্ঠিত হইয়াছিল,—

১। **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—৪ঠা বৈশাখ, বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি রায় শ্রীগঙ্গেনাথ মিত্র বাহাদুর। সভাপতি মহাশয়, শ্রীপাশালাল দে, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীমদ্বনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীস্বধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী আবৃত্তি করেন।

২। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—(ক) ১০ই আষাঢ় সেনেট হলে বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রামবাজার নিউ ক্লাবের সভাগণ রু রিবন অর্কেষ্ট্রা পাটিয়া সহযোগে “বন্দে মাতরম্” সঙ্গীত গাহিলে পব মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ মহাশয় মঞ্চলারণ এবং শ্রীজামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা; কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীহুভাষচন্দ্র বসু, পি. ই. এন-এর পক্ষে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রীমদ্বনাথ ঝা, ঝাঁসির শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, কর্ণাটক বিদ্যাবর্দ্ধক সভা, বাণহট্ট ভারতীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রর হাদান সারওয়াধি, মি: ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, কলিকাতার মেয়র, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ও প্রতিষ্ঠানের বাণী ও পত্র পঠিত হইলে শ্রীসরলা দেবী, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজা শ্রীক্ষিতোজ্জদেব রায়, রেজাউল করিম, শ্রীগুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীহুনাথ সরকার ‘বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ’ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়—Bankim Chandra, the Prophet of Bengal—মি: কে. এন. কেলকার, Bankim Chandra's Influence on Tamil Literature—দেওয়ান বাহাদুর কে. এন্. রামস্বামী শাস্ত্রী, Bankim Chandra in Kerala—টি. কে. কৃষ্ণ মেনন।

পরদিন প্রাতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে উক্ত ‘বন্দে মাতরম্’ গায়ক-সম্প্রদায়ের সহিত বহু সদস্য ও সাহিত্যসেবী কীঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে গমন করেন। তথায় একটি সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীমদ্বনাথমোহন বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর রমেশ-ভবনে বঙ্কিম-প্রদর্শনীর য়ারোদ্ঘাটন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক, ব্যবহৃত দ্রব্য, লেখা পত্র ও পাতুলিপি প্রভৃতি প্রদর্শনের পর সন্ধ্যা সম্মিলন হয়। শ্রীহীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট, শ্রীসত্যনীকান্ত দাস, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্বনাথমোহন বসু ও শ্রীচামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের

রচনা চেষ্টাতে আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে 'বারবেলা সমিতি'র সভাগণ 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' অভিনয় করেন। এই দিন জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীশান্তি বসু, শ্রীললিতাকান্ত সরকার গান করেন এবং শ্রীশিখিরকুমার ভাট্টা আবৃত্তি করেন।

৩। **ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্র সেন**—১০ই অগ্রহায়ণ। ঐ দিন প্রাতে ৩৪, রামকমল সেন লেনে কেশবচন্দ্রের স্মরণার্থে পরিষদের সভাপতি প্রভৃতি সদস্যগণ ও বহু সাহিত্যসেবী সমবেত হন এবং যে স্থানে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিদর্শন করেন। তৎপরে তথায় সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে এক অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয়, শ্রীমদ্বিপ্রদত্ত সর্কার, শ্রীমদ্বিপ্রদত্ত বসু, এবং শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন এবং কেশবচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়। মহারাণী শ্রীযুক্তা স্বচাক দেবী, ডাক্তার বি. সি. ঘোষ, শ্রীমোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীমদ্বিপ্রদত্ত বসু কেশবচন্দ্রের 'বর্গ' আবৃত্তি করেন এবং শ্রীসাবিত্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

মহারাণী শ্রীযুক্তা স্বচাক দেবী, শ্রীসত্যীকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কমল-কুটারের" কর্তৃপক্ষগণ, শ্রীসত্যানন্দ রায়, মিসেস মহলানবীশ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক, শ্রীমদ্বিপ্রদত্ত দেবী, এন. সি. দাস প্রভৃতি প্রদর্শনীর দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

## উৎসব ও সংবর্ধনা

১। প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষের ৮ই আশ্বিন পরিষদের ষট্চত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব, সভাপতি শ্রীমোগেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন মুদ্রি, পুথি, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও চিত্র উপহার পাওয়া যায়। উপহারদাতৃগণকে পত্রবাদ জ্ঞাপনের পর শ্রীবিপ্লবকৃষ্ণ ভট্ট 'আনন্দবাজার' হইতে আবৃত্তি করেন। কুমারী অমিতা সেন ও শ্রীহরিন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গান করেন। এই উপলক্ষে জলযোগের আয়োজন করা হয়। বর্তমান বর্ষের ৮ই আশ্বিন সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবও শ্রীবিপ্লবকৃষ্ণ দত্তের নেতৃত্বে অগুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ডক্টর শ্রীপকান নিয়োগী মহাশয় "তুফান" নামক স্বরচিত গ্রন্থ হইতে 'ডাকঘরের আত্মকাহিনী' আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুরের নেতৃত্বে বাগীচীঠের ছাত্রীগণের গান, শ্রীশ্যামলাল দে ও কুমারী রমা ঘোষের গান, শ্রীললিতাকান্ত সরকার ও শ্রীসারদা গুপ্তের হাসির গান এবং শ্রীঅরুণকুমার সিংহের কীর্তনের পর জলযোগের দ্বারা নিমন্ত্রিতগণকে সন্ধ্যাক্ষণ করা হয়। বক্তৃতাচন্দ্রের

কাঠালপাড়ার বাড়ী সংস্কারের জন্ত সভাপতি মহাশয় আবেদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণদত্ত দত্ত, কুমার শ্রীশরৎচন্দ্রনাথ রায়, শ্রীগণপতি সরকার ও শ্রীলালবিহারী দত্ত প্রত্যেকে ১০০০ হিসাবে এই উদ্দেশ্যে সাহায্যের প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করেন এবং দুইজন বন্ধু নগদ ৭০ দান করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা, পুস্তক, পুথি, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয় এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২। ৩১এ ভাদ্র শ্রীহীরেজনাথ দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের অন্ততম বার্ষিক ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্ত এক সাক্ষাৎ সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে কুমার বাহাদুরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ তর্কবাগীশ-লিখিত “আলৌকিক” ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস-লিখিত অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টের আবৃত্তি ও শ্রীসমরেশ চৌধুরীর গানের পর জলযোগান্তে অস্থগ্নান সমাপ্ত হয়।

## রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা

বিগত বর্ষে রমেশ-ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হইলেও উহার প্রতিষ্ঠার অস্থগ্নান এ পর্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষের ২৫এ ফাল্গুন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়চন্দ্র মহোদয় বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভবন-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। মিসেস জ্ঞানাক্ষর দে, মিস্ দে, শ্রীমুক্তা সাধনা বসু ও শ্রীমধু বসু তোত্র গান করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী পঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচার্যচন্দ্র বিশ্বাস রমেশভবন কমিটির কার্যবিবরণ ও ভবন নির্মাণে সাহায্যকারিগণের নাম পাঠ করেন। এই ভবনের ভিত্তি নির্মাণের জন্ত লেডী প্রতিমা মিসের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টার কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। গবর্নমেন্টের সাহায্য প্রাপ্তিতে কন্ট্রাক্টরের দেনা শোধ হইলেও ইহার নানাবিধ আসবাব প্রভৃতির জন্ত আরও চারি হাজার টাকার অভাবের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলের সহায়ত্ব ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে সভাপতি মহাশয় শ্রুতিফলকের আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের মূর্তি ও রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীঅরুণা সেনের সহস্রোত্তর অঙ্কিত ও তাঁহার প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের তৈলচিত্র উন্মোচনপূর্বক রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত ও শ্রীহীরেজনাথ দত্ত ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবনের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক বরোদার মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) রায় বতীজনাথ চৌধুরী, (৩) রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও (৪) কুমিদাতা মহারাজা শ্রীমদ্রাজেন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে

রমেশ-ভবনের এই চারি জন গ্রাস-রক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় রমেশ-ভবন কমিটির অধিবেশনে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠা-সভার অধ্যমোদনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীচাক্রক্স বিশ্বাস ও মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী গ্রাসরক্ষক নিৰ্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহারা এক্ষণে রমেশ-ভবনের গ্রাসরক্ষক রহিলেন,—

( ১ ) মহারাজ স্তর শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ( ২ ) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ( ৩ ) কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ( ৪ ) মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং ( ৫ ) মাননীয় বিচারপতি শ্রীচাক্রক্স বিশ্বাস।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্তমান বর্ষে চিত্রশালার জ্ঞাত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—বঙ্কিমচন্দ্রের পোশাক ও ব্যবহৃত দ্রব্য, দীনবন্ধু মিত্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিশ্বেজ্ঞনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অম্বিনীকুমার দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি মনবিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি। রমেশ-ভবন নির্মাণের জ্ঞাত চিত্রশালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্যে কতকগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। উপযুক্ত আধারের অভাবে সকল ত্রিনিয় স্ত্রীতিমত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বঙ্গীয় রাষ্ট্রসংসদকে এই বিষয় জানাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিশ্বভারতীর চিত্র ও শিল্পসম্পদ রমেশ-ভবনের হলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে গত ১৬ই মাঘ রমেশ-ভবন ও উক্ত প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। চিত্রশালার জ্ঞাত একজন ফরাশ আলোচ্য বর্ষে নিম্নুক্ত করা হইয়াছে এবং চাকরদের আগারাদির জ্ঞাত একটি সাময়িক টিনের চালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে একতলা ঘর ও তত্পরি বিক্রেয় গ্রন্থাবলী রাখিবার জ্ঞাত গুদাম প্রস্তুত করা সম্ভব আবশ্যক। তদভাবে বহু মূল্যবান পুস্তক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে The Calcutta Electrical Mfg. Co., Ltd. তাঁহাদের ৩ থানি Orient fan রমেশ-ভবনে তিন মাসের জ্ঞাত ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। পরিষৎ ইহার জ্ঞাত উক্ত কোম্পানীর নিকট কৃতজ্ঞ।

## বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমের নানা স্থানে ও বঙ্কিমের বাহিরের নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাবস্থার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিবার জ্ঞাত পরিষৎ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,—

(১) বছর পরীতে পরীতে, নগরে নগরে এবং বছর বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্ত পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের প্রেরিত অমুরোধপত্রের ফলে বছর প্রায় সর্বত্রই নূন পক্ষে দুই সহস্রাধিক উৎসব অমুষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ জন্মদিন স্বরণে বর্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় উৎসবাত্মক হইয়াছে। পরিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব করিবার সঙ্কল্প পূর্ববৎসরেই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ঐ দিবসত্রয় সমারোহে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে— যেখানে বসিয়া তিনি কিছুকাল সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ঋ অংশের মালিক কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত হিত্তার্থার্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্র তিনি জন দোহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। বিগত বৎস শ্রীত্রৈলোক্যেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রসূত হইয়া তাহার অংশ পরিষৎকে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাহাদের সকল স্ব স্ব পরিষৎকে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দানপত্রও আলোচ্য বৎসে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। এই জীর্ণ বৈঠকখানাটির সংস্কার সাধনে আনুমানিক ২৫০০ বায় হইবে। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সংগৃহীত হইয়াছে এবং বৈঠকখানার সীমানার প্রাচীর নির্মাণের কাৰ্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। নৈহাটীর শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্যের উপর সংস্কার কাৰ্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাচীর নির্মাণের সমস্ত বায় (১২০০) নিজে বহন করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীগৌরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে ১০০, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীএন. সি. চ্যাটার্জি প্রত্যেকে ২৫ এবং শ্রীবসন্তলাল শেঠ ২০, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ৫, শ্রীদত্তকুমার জৈন ৫, শ্রীকিরণচন্দ্র বসু ২০ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র ২ দান করিয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালার এই পুণ্যার্থী সংস্কার করিবার জন্ত মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা পরিষৎ সাগ্রেহ আশা করেন।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের সম্বলিত জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সংস্করণে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী প্রবন্ধাদি এবং চিঠিপত্র মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন—শ্রীত্রৈলোক্যেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস। ইতিমধ্যেই আটখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অগ্র দুইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও ৩৪ খানি মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলির বিবরণ ‘গ্রন্থপ্রকাশ’ শিরোনামে হইয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্বের ঋ অংশ শ্রীত্রৈলোক্যেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খরিদ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশকাৰ্য্যে আনুযায়িক কপিরাইট এক্ট অমুরোধী বিজ্ঞাপনাদি এবং



এছাড়া প্রচারকল্পে কয়েক বার বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ এবং ‘হিন্দুস্থান ট্যাগার্ড’ পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্ত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ও উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়।

## কার্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কৰ্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সভাকারী সভাপতিগণ—শ্রী যতীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইনি পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রী চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীমুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ইনি পরলোকগমন করায় রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রী যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রী ফণিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীমত্তমোহন বসু; সভাকারী সম্পাদকগণ—শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ পাঠ্য, শ্রী অনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রী গণেশচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রী সজনীকান্ত দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রী কীরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

## কার্যানির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্যানির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত—

- ১। ডক্টর শ্রীপদমান নিয়োগী, ২। শ্রী দেবপ্রসাদ ঘোষ, ৩। ডক্টর শ্রী নীহাররঞ্জন রায়,
- ৪। শ্রী অমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রী যুগলকান্তি ঘোষ ডক্টর, ৬। শ্রী কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায়,
- ৭। শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার, ৮। শ্রী পুলিনবিহারী সেন, ৯। রেভারেন্ড এ. দৌতেন,
- ১০। শ্রী অনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রী হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রী অনন্তমোহন সাহা,
- ১৩। শ্রী জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রী ত্রিদিবনাথ রায়, ১৫। শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত,
- ১৬। শ্রী নলিনীকান্ত সরকার, ১৭। শ্রী হরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। শ্রী অনাথবন্ধু দত্ত,
- ১৯। শ্রী যতীন্দ্রমোহন দত্ত, ২০। শ্রী ভ্রূপানন্দ রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত—

- ২১। শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রী সত্যকৃষ্ণ সেন, ২৩। শ্রী ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রী কিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্ৰীহৃদয়চন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্ৰীগিৰিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কাছানিকাংক-সমিতির ১১টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সাকুলার দ্বারা পাঁচ বার সভাগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কাছা বাতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কাছাগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) ভূবনমোহিনী পদক সমিতিতে শ্ৰীসজ্জনীকান্ত দাস, (খ) কমলা-লেকচারার নিকাচন-সমিতিতে শ্ৰীমন্তমোহন বসু, (গ) গিৰিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নিকাচন-সমিতিতে শ্ৰীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এবং (ঘ) জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্ৰীত্ৰিদিবনাথ রায় পরিষদের প্রতিনিধি নিকাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদন্তগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভা নিকাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্ৰীমুগালকান্তি ঘোষ, (২) শ্ৰীঅনাথনাথ ঘোষ, (৩) শ্ৰীঅনাথবন্ধু দত্ত, (৪) শ্ৰীকিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্ৰীজ্যোতিচন্দ্র ঘোষ।

৩। নিম্নলিখিত অষ্টমানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) জ্যোতিষ পরিষদে, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনে, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে, (ঘ) বালী সাধারণ পাঠাগারের বন্ধিম উৎসবে, (ঙ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায়।

৪। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রিট ও গুলু ওস্তাগর লেনের মধ্যে অবস্থিত পার্ক-এর 'সাধক রামপ্রসাদ সেন পার্ক' নামকরণ করিতে কলিকাতা করপোরেশনে প্রস্তাব করা হয়।

৫। (ক) বালী সাধারণ পাঠাগারে ও চন্দ্রনগর পাঠাগারে বন্ধিম উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (খ) কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, (গ) রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) হেতমপুরে নিখিলবন্ধ শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুস্তকালয়, ও পুথিশালা হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ঐতিহাস-শাখা, (গ) দর্শনশাখা, (ঘ) বিজ্ঞানশাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী সংস্কার সমিতি, (ঞ) কেশব-চন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (ট) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সমিতি, (ঠ) কাঠালপাড়া বন্ধিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কার সমিতি, (ড) দেনা মিটাইবার স্তম্ভ সমিতি, (ঢ) রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ণ) কাছ্যালয়ের ছুটি নির্ধারণ সমিতি, (ত) কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (থ) শুকদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র-নিকাচন সমিতি এবং (দ) বার্ষিক কাৰ্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৭। ইংরেজি ১২৪০ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অমুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ঐ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী প্রকাশিত হইবে।

৮। ই. আই. রেলওয়ের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের ‘সপ্তগ্রাম’ নামকরণের প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেন্ট ও রেলওয়ে অফিসে করা হইয়াছে।

৯। গুরিয়েটাল কনফারেন্সের প্রস্তাবিত Indian Academy of Arts and Letters স্থাপন বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জানান হইয়াছে।

১০। বিশ্বভারতীর সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১১। রমেশ-ভবনে বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১২। ৮সদ্যু ফরাসের মাসিক ৫ পেন্সন ও তৎপরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে এককালীন ২০০ সাহায্য করা হইয়াছিল।

১৩। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীমুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়ার প্রস্তাবিত দানের (৩০০০ টাকার) সঠাদি আলোচিত হইতেছে।

১৪। বুদ্ধদেবের উদ্ভাদনে সাধারণ ছুটির প্রবর্তন করিবার জ্ঞা গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা যথানির্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। কালীনাথ তর্কপঞ্চানন—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কৃষ্ণকীর্তনের স্থর ও তাল—রায় শ্রীগণেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ঐ আলোচনা—শ্রীবসন্তকমল বায়, ৪। ঐ প্রত্যুত্তর—রায় শ্রীগণেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। গোপাল ভট্ট—ডক্টর শ্রীকৃষ্ণকুমার দে, ৬। বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—শ্রীগণেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৭। মালিক দত্ত ও মুহম্মদরাম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৮। রামচন্দ্র বিজ্ঞাবাগীশ—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। রামনারায়ণ তর্করত্ন—ঐ।

(খ) প্রাচীন পুথির বিবরণ—১। চোরের পাচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ২। পবমানন্দমতসংগ্রহ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ৩। ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি—ডক্টর শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আধুনিক সাহিত্য—১। প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—ঐ, ৩। বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব—ঐ।

(ঘ) ইতিহাস—১। বাংলা গণের প্রথম যুগ (১-৪)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫। বাংলা ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

—ঐত্বেজুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। “কলিকাতা” নামের উৎপত্তি—ডক্টর শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়—ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কান্তনগো, ৯। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ১০। ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ১১। মূল ভারতের ইতিবৃত্ত—শ্রী শ্রীহীনীতিকুমার সরকার ১২। মুসলমান যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ—ঐ।

বিজ্ঞান—১। ভারতের মানব ও মানবসমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ২। সচইকলা রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন যন্ত্র—শ্রীনিখিলকুমার বসু।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য পত্রিকাধক্ষ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার কলেবর বৃদ্ধি, প্রবন্ধসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুর চিত্র সম্মিলিত হইয়াছে এবং সকলোপরি ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সদস্ত ও পাঠকগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

## গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল,—

১। বঙ্গীয় নাট্যালাল ইতিহাস ( দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ )—সম্পাদক শ্রীত্বেজুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় কাশ্যানিরাহক-সমিতির নির্দেশমত ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পুঙ্কের দ্বারা সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহার স্বত্ব তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকপানি চিত্র সম্মিলিত হইয়াছে এবং পরিষদে অনেক নূতন জাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটি বাধাইয়া প্রকাশ করা হইল। ২৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

২। পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীত্বেজুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি গত ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পরিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় জাতব্য তথ্যে ইহা পূর্ণ। ২০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত বহুমুদ্রার গ্রন্থ।

( ক ) কপালকুণ্ডলা—	১০৮ পৃঃ
( খ ) ভূগোলিনী—	১৫৩ পৃঃ
( গ ) দুর্গেশনন্দিনী—	১৭২ পৃঃ
( ঘ ) আনন্দমঠ—	১৭২ পৃঃ
( ঙ ) কমলাকান্ত—	১৪৬ পৃঃ

( চ )	সামা—	৫০ পৃঃ
( ছ )	বিজ্ঞানরহস্য	৬১ পৃঃ
( জ )	বিবিধ প্রবন্ধ ( ১ম ও ২য় ভাগ )	৪১৬ পৃঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস বিপুল পরিশ্রম সহকারে এই বন্ধিম-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি ও শ্রীঐযত্নাথ সরকার ঐতিহাসিক উপজ্ঞাসের ভূমিকা লিপিতেছেন। ঝাড়গ্রাম-রাজের দানের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ এষ্ট বিপুল বায়সাদ্য গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দান ব্যতীত কেয়েক জন সদাশয় বন্ধুও ৫০৮ হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল দাতৃগণকে গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ উপহার দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থের জ্ঞাত কয়েক জন গাঠকশ্রেণী দৃষ্ট হইয়াছেন।

সঙ্কলিত অগ্ৰাণ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। জায়দর্শন ( ২য় সংস্করণ ) প্রথম ভাগের মুদ্রণ শেষ হইয়া আসিল—৪৩২ পৃষ্ঠা ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা মুদ্রিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণিভূষণ তর্কবাগীশ।

২। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ মুদ্রণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এ পর্যন্ত ৪৮ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

৩। রিকার্ডের 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কাজ এ বৎসর কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

৪। বন্ধিম-জীবনী রসড়া—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস। এই গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

## পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় সর্বসমেত ৭২ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি এবং সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে মণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল ( অসম্পূর্ণ ) ৩ খানি এবং জগন্মীবনের মনসামঙ্গল ( অসম্পূর্ণ ) একখানি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত পুথির মধ্যে কালীনাথ-কৃত শিববিলাস কাব্য, পূর্ণানন্দ-কৃত ষট্চক্রবিবরণের কয়েকখানি নূতন টীকা ও রঘুনন্দনের জ্যোতিষতত্ত্বের ১৫৪৪ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের হিতৈষী যে সকল ভ্রমহোদয়ের প্রদত্ত পুথির মোড়ক হইতে উপরিলিখিত পুথিগুলি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহাদের নাম ও বাছাই-করা পুথির সংখ্যা এইরূপ,—  
শ্রীআত্মপদ মুখোপাধ্যায় ( ৪২ খানি ), শ্রীত্রিনিবাস দেবশর্মা ( ১৭ খানি ), শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ( ৫ খানি ), শ্রীবনমালী ঘোষ ( ৪ খানি ), শ্রীযুগাকনাথ রায় ( ২ খানি ), শ্রীকৃপাশরণ

হালদার (২ খানি)। এই পুথিগুলি তালিকাকৃত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—	৩১৯৮
সংস্কৃত "	—	২২৩০
তিব্বতী "	—	২৪৪
ফার্সী "	—	১৩
অসমিয়া "	—	৩
ওড়িয়া "	—	৪
হিন্দী "	—	২

মোট ৫৬২৪খানি

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষৎপুথিশালায় পুথি কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যাউবে।

(দার)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২খানি এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে ১খানি দার দেওয়া হইয়াছে।

(প্রদর্শনী)—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে কয়েকখানি পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল। জার্মানী হইতে প্রকাশিত 'মহানাতক' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'রুম্বকর্ণামৃত'ের সংস্করণে পরিষদের ব্যবহৃত পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে।

(আলোচনা)—হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নড়াইল ডিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে পুথিশালায় বসিয়া বহু পুথি আলোচনা করিয়াছেন।

(নকল)—শ্রীহরেকৃষ্ণকুমার চক্রবর্তী সংস্কৃত 'চৈতন্য ভাগবত'ের (১৬২৭) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পুথিশালার তালিকা নকল করিয়া লইয়াছেন।

পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের ৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য পরিষদের পুথিশালায় সমুদ্রপ্রাপ্ত মালিক দত্তের চণ্ডীমন্ডলের পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় ( ৪৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ) প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ১৭৪২ শকে মুদ্রিত ভাগবতের পুথির পাটার উপরে অঙ্কিত কুমলীলাবিষয়ক চারিখানি চিত্র 'প্রবর্তক' পত্রিকায় ( ভাদ্র, ১৩৭৫ ) প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১০০ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তের নিকট পরিষদের 'চৈতন্যচরিতামৃত'ের ( ২৫১ ও ২৫৭ সংখ্যক পুথি ) শেষ কয়েকটি কবিতার নকল পাঠান হইয়াছে। ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে 'সর্বসার' নামক অজ্ঞাতপূর্ব সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের বিষয়ে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীনরায়ণচন্দ্র মৈত্র একখানি প্রাচীন পুথিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি বাস্র এবং পুথিশালার ব্যবহারার্থ একটি কাষ্ঠাধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা একান্ত তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

## গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে ৪১৭২২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫০১ খানি নতুন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫৮ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১০৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে সর্বসমেত পুস্তকসংখ্যা ৫০২২৩ হইয়াছে। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

### প্রদাতা ও পুস্তকাদির নাম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। উদ্ভিদ্ধ বিজ্ঞা—১২৬৬, ২। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত—১২৭৪, ৩। বঙ্গপরিচয়—১৮৫২, ৪। মনঃকলিত ইতিহাস, ১ম ভাগ—শকাঃ ১৭৮৩, ৫। বুদ্ধিমালা, ১ম ভাগ—১৮৬১, ৬। জিওগ্রাফি—১২৬৩, ৭। অক্ষরূপ হত্যার ইতিহাস, সংবৎ ১২১৪, ৮। দ্রাববাদী—১২৮১, ৯। পুরাবৃত্তসার, ১ম খণ্ড—১২৬৭, ১০। পগোল-বিবরণ—১৮৫২, ১১। ডেক মুষিকের যুদ্ধ—১৮৫৮, ১২। ধন-বিধান—১৮৬২, ১৩। কুবুত্রাস্ত, ২য় ভাগ—১২৭৮, ১৪। চিত্তশিক্ষা, ২য় ভাগ, ১২৮১, ১৫। অবোদপদক (মাসিক পত্রিকা) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, চৈত্র, ১২৭৩ সাল।

কৌত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। সত্যীদাস (আবেদন) ১৮২০, দ্বিত্যোপদেশ—রামকমল সেন-প্রণীত, ১৮২০, ৩। কৌশলনিষয়—রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত, ১ম সং, ১২২৪, ৪। কবিতাসংগ্রহ (বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষিক) সহ—ঊষ্যচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত, ৫। প্রত্নকম্মনন্দিনী—(The Hindu Commentator) দ্বিত্য পত্রিকা, Oct 1867, June 1868, Sept. 1870, ৬। বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্রিকা) ১২৭২ হইতে ১২৯০।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Supdt. Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A., ৪। Director, Geological Survey of India, ৫। Registrar, Calcutta University, ৬। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৭। Librarian, Bengal Library, ৮। School of Oriental Studies, London, ৯। Supdt. Archaeological Survey of India, ১০। Supdt. Government Museum, Egmore, Madras, ১১। Secretary, Royal Asiatic Society, North China Branch, ১২। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩। Kokusai Bunka, Japan, ১৪। Director of Industries, Bengal, ১৫। রজন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীঅমলাচরণ বিজ্ঞানকৃষ্ণ ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে তাহাদের সম্পাদিত 'মহাকোষ' ও 'লক্ষকোষ' পরিষদ-গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

যে সকল সঙ্ঘদ্য বাক্তি ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে, পরিষদ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, প্রেনীভেদে তাহার সংখ্যা নিয়ে দেওয়া হইল,—দৈনিক ৫, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৬৪, ত্রৈমাসিক ২, জ্যৈষ্ঠমাসিক ১০।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ক পূর্ক বৎসরের জায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি জয় কব্রিবার জন্ত এ বৎসরও ৬০০ টাকা সাহায্য কব্রিযাছেন। করপোরেশনের সর্ভাভুযাযী গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়বিবরণ ও মুদ্রিত কায্যবিবরণ করপোরেশনে প্রেরণ করা হইযাছে।

করপোরেশনের সাহায্য ব্যতীত আলোচা বর্ষে—পরিসদের পুরাতন কন্মী ত্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুস্তক খব্রিদের জন্ত ৫০০ পাচ শত টাকা দান কব্রিযা পরিসংকে বিশেষ সাহায্য কব্রিযাছেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে চুস্ত্রাপা পুস্তক ও মাসিক পত্র প্রদর্শনের জন্ত প্রেরিত হইযাছিল,—১। বন্ধিমচন্দ্র শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী—বালি সাধারণ পাঠাগার, বালি, হুগলী, ২। বন্ধিমচন্দ্র শত-বার্ষিকী—চন্দননগর সাধারণ পাঠাগার, চন্দননগর, হুগলী, ৩। কেশবচন্দ্র সেন শত-বার্ষিক জন্মোৎসব প্রদর্শনী—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, ৪। নিখিলবন্ধ শিক্ষক-সন্মিলন—হেতমপুর, বীরভূম, ৫। বিজ্ঞানাগর প্রদর্শনী—বিজ্ঞানাগর কলেজ, কলিকাতা।

## বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিসদের সাহায্যার্থ ২৫০০০ পচিশ হাজার টাকা দান করাতে পরিসং সবিশেষ উপকৃত হইযাছেন।

আলোচ্য বর্ষেও পরিসদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিসদের উন্নতিকল্পে ৫০০০ দানের বাজেট মঞ্জুর কব্রিযাছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সঙ্গদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল দানের জন্ত পরিসং বিশেষভাবে রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন কব্রিতেছেন।

## সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাট বোশী হইযাছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইযাছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১টি অধিবেশন হইযাছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নিরূচিত হইযাছিল। দর্শন-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর ত্রীহনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্ত্রর ত্রীযত্ননাথ সরকার এবং ডক্টর ত্রীপকানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং ত্রীশৈলেন্দ্র-কৃক লাহা, ত্রীনোরজন গুপ্ত, ত্রীজিতেন্দ্রনাথ বহু এবং ত্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এই শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।



আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্বে কয়েকটি লোকশিক্ষক ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এপিডায়োস্কোপ খরিদ করার সাহায্যে এই সকল বক্তৃতাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির চিত্র প্রদর্শনের সুবিধা হইয়াছে। বক্তৃতার বিবরণ ‘অধিবেশন’ অংশে দ্রষ্টব্য।

## কলিকাতা করপোরেশন

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জগৎ পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০০ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেন্ডার হেভাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষদ এই জগৎ বিশেষ জগৎ। গত পূর্ববৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নিশ্চাণাদির জগৎ ৬০০০ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বহুটুকু করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষদ আশা করেন যে, বর্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বহুটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের শু ট্যাঙ্ক রেহাই দিবার অন্ততম সন্তানসারে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কাহানিকাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভা আছেন।

## দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে এবং একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ ৬ পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার হুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জগৎ অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জগৎ প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

## পরিষদ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ মন্দিরের সংস্কার কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। বর্তমান বর্ষে কয়েক জন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে মন্দির সংস্কারের এন্টিমেট প্রস্তুত হইয়াছে। সম্বন্ধই কাধ্য আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কার্যের সুবিধার জন্য আলোচ্য বর্ষে পরিষদ মন্দিরে টেলিফোন বসান হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ যে সকল চিত্র প্রদর্শনের আবশ্যক হয়, তৎক্ষণাৎ একটি এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে পরিষদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিষদ মন্দিরের নীচের তলায় রক্ষিত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের আলমারীগুলি রমেশ-ভবনের দ্বিতলে ও নিম্নতলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং সুসংস্কৃত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষদ মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যে একটি শৌচাগার নিৰ্মাণের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

## পদক ও পুরস্কার

(ক) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে কাহ্যানীকীহক-সমিতি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কান্তনগোকে বঙ্গভাষায় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত “বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান” বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সত্যী ঘোষকে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসতীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

## স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এই ভাবে করা হইয়াছে,—

১। কীরোদপ্রসাদ বিজাবিনোদ—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

২। ষারকানাথ বিজ্ঞানভূষণ—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৪। রমেশচন্দ্র দত্ত—শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত প্যারিস্ প্রাষ্টারে নিৰ্মিত এক আবক্ষ মূর্তি।

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত—রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীমুক্তা অরুণা সেন মহাশয়ার অঙ্কিত এবং তাঁহারই প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৬। কেশবচন্দ্র সেন—ব্রোমাইড চিত্র ; ডাক্তার শ্রীসত্যানন্দ রায়-প্রদত্ত।

৭। শশীকুমোহন সেন—ব্রোমাইড চিত্র ; কস্তা শ্রীমুক্তা সুখমা দাশগুপ্তা মহাশয়া-প্রদত্ত।

৮। বনওয়ারিলাল চৌধুরী—মিসেস্ বি. এল. চৌধুরী মহাশয়ার প্রদত্ত ব্রোমাইড চিত্র।

- ৯। প্রিয়নাথ সেন—ডক্টর প্রিন্সের প্রিন্স নাথ লাহা—প্রদত্ত তৈলচিত্র। উহা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইল।  
 ১০। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—ব্রোমাইড চিত্র; তাঁহার পরিবারবর্গের প্রদত্ত।  
 ১১। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু—ইহার কল্পা ত্রিভুজা সরস্বালী ঘোষ মহাশয়ার প্রদত্ত চিত্র অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১২। রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাটিকেল মধুসূদন দত্তের পত্নী হেনরিয়েটার সমাধি বর্তমান বর্ষে নিশ্চিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রিন্সের নারায়ণ চন্দ্র ৩৬০০ দান করায় সমাধির উপর মন্দিরসুজ্ঞাদি নিশ্চিত হইয়াছে। এই সমাধি-বেষ্টনীর জগৎ পৃথক্ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।

গাভারা চিত্রাদি দান করিয়া ও এই উদ্দেশ্যে অর্থাতি সাহায্য করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

## শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশের সূচনা হইয়াছে। মেদিনীপুরে যে বিরাট বিজ্ঞানাগার-স্মৃতিভবন বিপুল অর্থব্যয়ে নিৰ্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে শাখার স্থায়ী কাৰ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহনিৰ্ম্মাণের জগৎ এই শাখার সংগৃহীত অর্থ উক্ত স্মৃতিভবন-সমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। মফস্বলের পক্ষে শাখার একরূপ সূদৃশ ও বৃহৎ কাৰ্যালয় নিৰ্ম্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষে ও বর্তমান বর্ষে শাখা নানা অধিবেশন ব্যতীত বীরসিংহ গ্রামে বিজ্ঞানাগার-স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ও বর্তমান বর্ষে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শ্রীকৃষ্ণনাথ সরকার এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং মূল-পরিষৎ হইতেও উভয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। রত্নপুর শাখা-পরিষৎ দিব্যাস্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মূল-পরিষদের সভাপতি ও প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভাগলপুরে তত্রত্য শাখার একটি সূদৃশ নিৰ্ম্মাণ পুত্র নিশ্চিত হইয়াছে। ত্রিপুরা-শাখা এই বৎসর কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষাণ্মিংশ অধিবেশন আয়োজন করিয়াছিলেন এবং গোহাটি-শাখা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন আয়োজন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকল শাখাই বঙ্কিম-উৎসব ব্যতীত নানারূপ সাহিত্যালোচনার আয়োজন এবং স্মৃতি-সভার অধিবেশন আয়োজন করিয়াছিলেন। কোন নুতন শাখা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা-শাখার আয়োজনে কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষাণ্মিংশ অধিবেশন গত ২৫এ ও ২৬এ চৈত্র অঙ্কটিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দর্শন-শাখায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী, ইতিহাস-শাখায় ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-শাখায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওহুদ এবং সঙ্গীত-শাখায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভাপতি ছিলেন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে নিয়মামুসারে পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলন ও বীরভূমবাসীর পক্ষে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আহুত হইয়াছে।

## বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট টাকা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আধিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

- ১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
- ২। ঐ (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
- ৩। ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
- ৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
- ৫। স্বামী তহবিলে দান
- ৬। সাধারণ তহবিলে দান
- ৭। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দান
- ৮। পুস্তক ক্রয়ের জন্য দান
- ৯। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
- ১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্ধনার জন্য দান
- ১১। বঙ্কিম-উৎসবের জন্য দান
- ১২। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য দান
- ১৩। কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি-উৎসবের জন্য দান
- ১৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান
- ১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্মাণের জন্য দান
- ১৬। পুথিশালার জন্য দান
- ১৭। আজীবন-সদস্যপদের জন্য দান

এই সকল আধিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্যালয়-সংক্রান্ত কার্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোং পক্ষে শ্রীশিখিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র্য বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই নিকট পরিষ্কৃত বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

## আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্ভূত-পত্র ( ব্যালান্স-শীট ) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সविশেষ জানা যায়। প্রতি বৎসরই পরিষদের নানা অভাবের বিষয় এই কার্যবিবরণে জ্ঞাপন করিয়া, তাহার প্রতিকারের জন্ত সদস্তগণের নিকট সনির্ভীক অনুরোধ জানান হইতেছে। কিন্তু পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এই আর্থিক অভাবের জন্যই পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্তির ফলে বর্ষশেষে পরিষৎ সকল বাজার-দেনা ও আভ্যন্তরীণ দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। এই দানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় রাজসরকারের দানে অতীব প্রয়োজনীয় পরিষদ মন্দির সংস্কারাদি কার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক খরচের জন্ত দান, চিত্রা বায়োকেপ কোম্পানী, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ-তহবিলে দান, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর স্থায়ী-তহবিলে দান, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের বহিমন্ত্রে বৈঠকখানা সংস্কারে দান, শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্রের মাইকেল-পত্নীর সমাধি নির্মাণের জন্ত দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশমত শ্রীবলাইচাঁদ কুন্ডু একাকী সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্ত তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

## উপসংহার

এই সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা দিক্ দিয়া পরিষদের আলোচ্য বর্ষটি পরিষদের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। বাহাদুরের সহায়ত্ব ও সাহায্য লাভে পরিষৎ নিজ কর্তব্যশালনে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল সহায় সদস্ত, অগ্রগাহক ও মজল-কার্যীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের নিকট সনির্ভীক অনুরোধ জানাইতেছি, বাহাতে পরিষৎ দিন দিন অধিকতর বল সঞ্চয় করিতে পারে তৎক্ষণাত তাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। যে সকল কর্মী ও কর্মাধ্যক্ষ পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই কার্যবিবরণের উপসংহার করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ  
বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৩১শে আষাঢ়

}

কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে  
শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু  
সম্পাদক

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

## ষট্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্যাবিবরণ

বর্তমান ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ষট্চত্বারিংশ বর্ষের কার্যাবিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

### বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্তর শ্রীযোশীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার জীনরসিংহ সন্ন্যাস বাহাদুর।

### সদস্য

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার ভ্রাম্যবৃদ্ধির তালিকা—

	বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৭
(খ) আত্মীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	২	...	২
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	২১৫	...	৮২৬
(চ) সহায়ক-সদস্য	১২	...	১৪
	<u>২৫৮</u>		<u>৮৭০</u>

(ক) আলোচ্য বর্ষে নতুন বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্ততম বিশিষ্ট-সদস্য ডক্টর নীলেশচন্দ্র সেনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্তর শ্রীপ্রভুনাথ রায়, ২। শ্রীবল্লভনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীকেশবনাথ দত্ত, ৪। স্তর সর্দার এ. প্রসাদসিংহ, ৫। শ্রীস্বাধীন চট্টোপাধ্যায়, ৬। স্তর শ্রীস্বননাথ সরকার এবং ৭। রায় শ্রীকেশবচন্দ্র রায় বাহাদুর।

( ৭ ) আলোচ্য বর্ষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই। বর্ষশেষে গীতারাজী আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল,—

১। রাজী শ্রীমোহনলাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীকিরণনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীকিরণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীদত্তাচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

( ৮ ) আলোচ্য বর্ষে ২ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন এবং বর্ষশেষে তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হয়। বর্ষমধ্যে অধ্যাপক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্তনের ফলে ইহার অধ্যাপক-সদস্যপদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে তিন বৎসরের জন্য পুনর্নির্ধারিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীপকানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরীচরণ সাংখ্যাতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকপিলভূষণ চর্কবংশী, ৪। শ্রীমোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাহূষণ, ৫। শ্রীকালীদাস তর্কচাৰ্য্য।

( ৯ ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ধারিত হন নাই।

( ১০ ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আবারম্বে ২১৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, একজন সহায়ক-সদস্য নির্ধারিত হইয়াছেন এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় মোট ১৮০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০০ জন নতুন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮২৬ হইয়াছে।

( ১১ ) সহায়ক-সদস্য—বঙ্গাব্দের ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য নির্ধারিত হইয়াছিলেন। বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্তিত হওয়ায় ইহাদের সকলের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে ৮ জনের পুনর্নির্ধারিতের জন্য কাযানিষ্ঠাহক-সমিতির প্রস্তাব প্রণয়িত করা হইলে।

## পরলোকগত সদস্য

নিশিষ্ঠ-সদস্য—ডক্টর দৌলেশচন্দ্র সেন।

সাধারণ-সদস্য—১। অম্বুনাচরণ বিদ্যাহূষণ, ২। W. Sutton Page, ৩। মহাশয় তাবকনাথ ঘোষ, ৪। নগেন্দ্রনাথ সোম, ৫। নলিনাক্ষ বসু, ৬। বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ৭। রায় রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ৮। শরৎচন্দ্র ঘোষ, ৯। শিশিরকুমার বসু, ১০। সত্যীশচন্দ্র বসু মল্লিক এবং ১১। ডাক্তার সত্যানন্দ রায়।

ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক অম্বুনাচরণ বিদ্যাহূষণের সহিত পরিষদের সম্পর্কের কথা এই কাব্যবিবরণের অন্ত পরিষদের মধ্যে লেখা সঙ্কল্পের নহে। পরিষদের বাল্যাবস্থা হইতে তিনি ইহার সহিত নানাবিধে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সহকারী সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহকারী সভাপতিরূপে এবং কাযানিষ্ঠাহক-সমিতির এবং বিবিধ শাখা-সমিতির সভ্য ও

সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া এবং কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া তিনি পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম পরিষদের সহকারী সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহক-সমিতির ও বহু শাখা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। মহাশয় তারকনাথ ঘোষ চিত্রশালার ক্ষুদ্র প্রাচীন মূর্তি দান করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র ঘোষ গ্রন্থাদি দান করিয়া এবং শিশিরকুমার বসু নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য সম্বন্ধীয় ত্রব্য বর্ষে বর্ষে দান করিয়া এবং ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায় কেশবচন্দ্র সেনের চিত্র দান করিয়া পরিষদের উপকার করিয়া গিয়াছেন।

**সহায়ক-সদস্য**—নারায়ণচন্দ্র মৈত্র। তি ১৮ টাকা মূল্যের পুস্তক ও স্বর্ণমুদ্রা পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

**বঙ্গীয়-শাহুডা-পরিষদ**

গ্রন্থঃ ১

## পত্রলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধু বহিঃগোপনীয় পরিষৎ-সমিতির কতি অঙ্কিত করিতেছেন—

১। অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। নবরত্ন ভট্টাচার্য্য ও ৩। রায় হেমকুমার মল্লিক বাহাদুর। ইহারা এক সময়ে সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

## অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি ইতিহাস—(ক) পঞ্চচছারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) পারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **পঞ্চচছারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৩১এ আশ্বিন, বুধবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। (ক) ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত প্রিয়নাথ সেনের এবং (খ) শ্রীমুখালকান্তি ঘোষের পুস্তক ও ৬নংগুজনাথ বসুর কল্পা শ্রীমুক্তা সরস্বালা ঘোষ-প্রদত্ত ৬নংগুজনাথ বসুর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চচছারিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ ও আন্তর্মানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয় এবং ষট্চছারিংশ বর্ষের কার্যধারার নির্বাচন ও কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্বাচন হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ৩১এ ভাদ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত-লিখিত “দুর্গাদেবী” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১২এ ফাল্গুন—(ক) ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মজুমদার-লিখিত “সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ”, (খ) ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সেন-লিখিত “সোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-



মুণের ভাষা" এবং (গ) শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধ প্রণীত হয়।

৩। ৩রা চৈত্র—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত "রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়" নামক প্রবন্ধ প্রণীত হয়।

৪। ২১এ চৈত্র—(ক) স্ত্রী শ্রীমতী সরকার-লিখিত "রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা" এবং (খ) শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" (২য় অংশ) প্রবন্ধ প্রণীত হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। ২৬এ চৈত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বার্ষিক স্মৃতিসভা—সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত। বন্দে মাতরম্ গানের পর শ্রীশান্তি পালের "বন্দে মাতরম্" ও শ্রীঅপরূপক ভট্টাচার্যের "বঙ্কিমচন্দ্র" কবিতা পাঠিত হয়, শ্রীসজনীকান্ত দাসের "শীতারাণ" ও শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ী কলেজে অধ্যয়ন" নামক প্রবন্ধ প্রণীত হয় এবং শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট "কমলাকান্ত"র অংশবিশেষ আবৃত্তি করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ এবং শ্রীমদ্রথমোহন বসু বক্তৃতা করেন।

২। বর্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর জিবদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা হয়। অধ্যাপক শ্রীরত্নী হালদার, রেভারেণ্ড ফাদার এ দৌতেন, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীমদ্রথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। সভায় রামেন্দ্রসুন্দরের সময় গ্রন্থ/পরিষৎ চঠিতে প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কার্যানির্বাহক-সমিতিতে অহরোধ করা হয়।

৩। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতিসভা—বর্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হয়। প্রাতে লোয়ার সাকুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিপাশে অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসুর নেতৃত্বে প্রার্থনাদি হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ এ আর সিঙ্কি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীসন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি প্রাথমিক যোগদান করেন। এই উপলক্ষে গান ও কবিতাদি পাঠিত হয়। ঐ দিন অপরাহ্নে স্ত্রী শ্রীমতী সরকারের সভাপতিত্বে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের গান হইলে পর অধ্যাপক শ্রীরত্নী হালদার, অধ্যাপক শ্রীমদ্রথমোহন বসু ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসজনীকান্ত দাস অধ্যাপক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার-রচিত "মধু-উদ্বোধন" কবিতা পাঠ করেন। শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "কালীপ্রসন্ন সিংহ কবুক বিভোৎসাহিনী সভায় পক্ষে মধুসূদনকে প্রদত্ত মানপত্রদান" সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস রচিত একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঘ) শোকসভা—১। ডক্টর জনেন্দ্রচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে শোকসভা—৩রা পৌষ। সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত। শোক প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর শ্রীঅপরূপক ভট্টাচার্য কবিতা পাঠ করেন, শ্রীসজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ

পাঠ করেন, এবং শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীযোগেশ-নাথ গুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। মহারাষ্ট্র সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীভি. ডি. পোন্ধার দীনেশবাবুর স্বত্তির প্রতি প্রকৃতিগত অর্পণ করেন।

২। অধ্যাপক অমলাচরণ বিদ্যাকৃষ্ণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বর্ধমান বর্ষের ১৮ই বৈশাখ শ্রীশ্রীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, রায় শ্রীযোগেশনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমদ্ব্যমোচন বসু, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীস্বকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বক্তৃতা করেন। সভায় শোক প্রস্তাব ও স্বত্তিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) বিশেষ অধিবেশন—২৪এ ভাদ্র। সভাপতি শ্রীশ্রীদুনাথ সরকার। ‘রামপ্রাণ গুপ্ত স্বত্তিপদক’ এবং ‘স্বর্ণকুমারী দেবী স্বত্তিপদক’ দান উপলক্ষে আহূত এই বিশেষ অধিবেশনে রামপ্রাণ গুপ্ত স্বত্তি-পুরস্কার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সর্ত্তাহুযায়ী ডক্টর শ্রীকালিকা-রঞ্জন কান্তনগো এই অধিবেশনে “আমীর খসক-কৃত ‘দেবলরাণী—খিজির খা’ কাব্যের ঐতিহাসিকতা” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে তাঁহাকে উক্ত পদক দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত সত্যী ঘোষকে স্বর্ণকুমারী দেবী স্ববর্ণপদক প্রদানের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়।

### (৪) শারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এ বিষয় গত বৎসরই জ্ঞান হইয়াছে। বিগত বর্ষে যে এপিভায়েম্পোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তার যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

- (১) ১লা ভাদ্র, “পাণ্ড সন্ধ্যা দু’ একটি কথা”, বক্তা—ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসু।
- (২) ১৫ই ভাদ্র, “বিজ্ঞানে কালের ধারণা”, ডক্টর—শ্রীপ্রফুল্লকুমাররঞ্জন দাশ।
- (৩) ২২এ ভাদ্র, “কয়লার উৎপত্তি ও স্বরূপ”, বক্তা—অধ্যাপক শ্রীনিখিলনাথ চট্টোপাধ্যায়।
- (৪) ৬ই পৌষ, “বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডের আবিষ্কার”, অধ্যাপক—শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

## শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে রমেশ-ভবনে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিভিন্ন বয়সের চিত্র, তাঁহার ছুই পত্নীর চিত্র, তাঁহার ব্যবহৃত ব্রহ্মাঙ্গি, তাঁহার হস্তলিপি এবং তাঁহার লিখিত

পুস্তকাদি সজ্জিত করা হইয়াছিল। কালীপ্রসরের আত্মীয়গণ এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার শৌর্য শ্রীসতীচন্দ্র সিংহ ও শোভাবাজার রাজবাটীর গ্রামাগারের কর্তৃপক্ষ এই সকল দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবনে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযত্ননাথ সরকার, রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক শ্রীমন্নথমোহন বসু, ডক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা সরসীবালা সিংহ-লিখিত এক প্রবন্ধ রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর পাঠ করেন। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্তা রাণী দেবী ও শ্রীযুক্তা শোভনা দাস গান করেন।

## সংবর্ধনা

গত ১৩১৪ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিষ্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের যে অধিবেশন হয়, তদুপলক্ষে সমাগত প্রতিনিধিবর্গকে ১৪ই ডিসেম্বর পরিষদ মন্দিরে সংবর্দ্ধিত করা হয়। পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযত্ননাথ সরকারের নেতৃত্বে উক্ত সভাগণ পরিষদে সমাগত হইলে কাথ্যানিক্সাহক-সমিতির সভ্য এবং কন্ধ্যাধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকে পরিষদের সকল বিভাগ প্রদর্শন করান।

## কার্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বৎসে পরিষদের কন্ধ্যাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযত্ননাথ সরকার, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচাকচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় শ্রীযোগেশ-চন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযত্ননাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীকবীভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক—শ্রীমন্নথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীত্রিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৎসরের শেষে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীধরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বৎসরের শেষভাগে তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

## কার্যনির্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীনিহাররঞ্জন রায়, ২। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিরোপী, ৩। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীহারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিকৃষ্ণ, ৭। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৮। শ্রীমাখনলাল সেন, ৯। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১০। রেভারেন্ড এ. দোতেন, ১১। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১২। শ্রীহরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৫। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৭। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৮। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ২০। শ্রীহরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্তৃক নির্বাচিত—

২১। শ্রীহরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যকৃষ্ণ সেন, ২৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীমনীষিনাথ বসু।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীহরীচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরে পুনর্নির্বাচনে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ২টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সাকুলার দ্বারা ৩ বার সভাগণের মত লইয়া কান্ড করা হইয়াছিল। সাধারণ কাণ্ডা বাতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কাণ্ডগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অর্চনা হইবে। এই সম্পর্কে পরিষদের প্রযুক্তি “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”র অন্তর্ভুক্ত ২য় পুস্তক ‘কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য’ শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে এই চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ লিখিবেন এবং বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ লিখিবেন।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সরোজিনী বসু পদক সমিতি’তে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস।

(গ) নিম্নোক্ত সদস্যগণ এই সকল অর্চনায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন,—১। শ্রীঅনঙ্গমোহন বসু—ফুলিয়ায় কৃতিবাস উৎসব সমিতিতে, ২। শ্রীহরীচন্দ্র রায়, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স-এর অধিবেশনে, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়—কলিকাতায় অর্চনিত হিষ্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে, শ্রীপ্রমথনাথ বর্মা বার্ষিক ‘আগমনী সাহিত্য-সন্মিলনে’।

(ঘ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা সমিতি, (ঝ) প্রাইমারী এডুকেশন বিল আলোচনা সমিতি, (ঞ) উদ্ভূত পরিষদগ্রন্থাবলীর ব্যবস্থা সমিতি, (ট) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্বাচন সমিতি এবং (ড) বার্ষিক কাৰ্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

(ঙ) (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪১৫ ডিসেম্বর '৩৯ তারিখে অমুষ্ঠিত হিষ্ট্রি কংগ্রেস প্রদর্শনীতে, (২) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অমুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৩) ৮ই ফাল্গুন হইতে ১৭ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত সিউড়ীতে অমুষ্ঠিত বীরভূম কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে, (৪) ২৮এ মাঘ ফুলিয়ায় কুন্তিবাস উৎসব উপলক্ষে অমুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (৫) বর্তমান বৎসর ৪৫১৩ই জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুরের শাখা-পরিষদের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অমুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দ্রুপাদ্য অব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

(৬) শিব হইয়াছে যে, ডক্টর শ্রীনিহাররঞ্জন রায় ‘অপরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক ‘অমূল্যদান’ বক্তৃতামালার ‘অন্তর্গত একটি বক্তৃতা করিবেন।

## রমেশ-ভবন

### চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির/সংস্কারাদি কাব্যের জগৎ চিত্রশালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। পরিষদের গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সুবিগতভাবে রাখিবার স্থানাভাব বহুদিন হইতেই অমুভূত হইতেছিল। এই অভাব দূরীকরণের জন্ত রমেশ-ভবনের ত্রিতলে একখানি ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি রাখিবার জন্ত আপাততঃ একটি শো-কেস খরিদ করা হইয়াছে। মন্দির/সংস্কার কাব্য সমাপ্ত হইলৈই চিত্রশালায় দ্রব্যগুলি সাজাইবার ও তৎক্ষণে আবশ্যকমত শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত দ্রব্য-গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি উল্লেখযোগ্য—৮নং বর্ষগণিত মৈত্র-প্রদত্ত একটি আকবরের স্বর্ণমুদ্রা, শ্রীযুক্তসদয় দত্ত-প্রদত্ত সাময়িকদিনের একটি মুদ্রা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়-প্রদত্ত দুইটি প্রস্তরমূর্তি—(ক) মহিষমর্দিনী চূর্ণামূর্তি এবং (খ) কংসের আবির্ভাব মূর্তি, শ্রীঅজিত বোম-প্রদত্ত সুবর্ণমূর্তি, শ্রীঅরুণজুমার গণেশোপাধ্যায়-প্রদত্ত একটি বুদ্ধমূর্তি।

রমেশ-ভবনের ত্রিতলেব হলে বক্তৃতামঞ্চের উপর যে পর্দা খাটান হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনা করিয়াছেন শ্রীশঙ্করলাল বসু। সাহিত্যিকগণের চিত্রগুলি ঘেরামত করিয়া এবং উপযুক্ত ক্রমে বাধাইবার পর হলের দেওয়ালে টাঙ্গান হইয়াছে।

## বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ায় বৈঠকখানা স্থাপন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। এ সম্বন্ধে পূর্ক ইতিহাসের পুনরুল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বর্ষে বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিবসে ২৬এ চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সজ্জ্ব অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া থাকেন। বিগত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ঐ স্মৃতিসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এড্‌ভোকেট শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা-বাটীর স্বীর্ণাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া পরিষৎকে উহার সংস্কারের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদন্তসারে কার্যনির্বাহক-সমিতি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় তাঁহার বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা সংস্কারের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে বৈঠকখানা-বাটীর একচতুর্থাংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রসূত হইয়া ঐ অংশ পরিষৎকে দান করেন এবং তৎপরে কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন ঐ বৈঠকখানার তাঁহাদের স্বত্বাধিকৃত ত্রিচতুর্থাংশ (যাহা তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন) পরিষৎকে দান করেন। উভয় দানপত্র যথারীতি রেজিস্টারী করা হইয়াছে। তৎপরে নৈহাটীস্থ কণ্ট্রাক্টর শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্যের উপর বঙ্কিম-ভবনের সংস্কারকার্যের ভার অশিত হয়। ইতিমধ্যে পরিষৎ সংবাদপত্রের সাহায্যে ও পত্রদ্বারা বঙ্কিমের গুণগ্রাহী ভক্তগণের নিকট এবং পরিষদের সদস্যগণের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। এতদ্বাতিত পরিষদের পক্ষে পরিষদের প্রবীণ বন্ধু শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ও সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু স্থানে ঘরে ঘরে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ঘুরিয়াছেন। এই ভাবে কিঞ্চিদধিক ৩০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংস্কার কার্যে কিঞ্চিদধিক ২০০০ বায় হইয়াছে। উহার বিল পরীক্ষান্তে বর্তমান বর্ষেই শোধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। গাঢ়ায়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও এই উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য যে সকল সংবাদ ও সাময়িকপত্র পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট পরিষৎ আনুগত্য কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে ২৫এ ফাল্গুন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কারকার্য সম্পন্ন হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষরকৃত ভক্তগণ এই তীর্থসঙ্গ ভবনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। একান্ত অন্ত ৫০০০ টাকার ভাণ্ডারের প্রয়োজন। প্রার্থনা, সকলে এই ভাণ্ডার স্থাপন বিষয়ে যত্নবন্ত হইবেন।

ভবন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক ঠাকুরদালানে ২৫এ ফাল্গুন পূর্ণিমা বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি শ্রীকীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহেমচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গীত/বিভাগলের ছাত্র-

চাক্রীগণ “বন্দে মাতরম্” গান করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। স্ত্রী শ্রীযত্ননাথ সরকার, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীমতী রাধারাণী দেব বক্তৃতা করেন। সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু এই বৈঠকখানা সংস্কার সম্বন্ধে কার্যবিবরণ পাঠ করেন এবং শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট “স্ববর্ণ গোলক” আবৃত্তি করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বৈঠকখানা বাটীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বহুমুখের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঐ ভবন সমর্পণ করেন। এই বৈঠকখানা সংস্কারের জন্ত যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু তাহাতে ১০০ দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং স্ত্রী শ্রীযত্ননাথ সরকার ১০০, শ্রীচূর্ণাচরণ কাব্যভৌষণ ৫০, শ্রীপ্রভাত সিংহ ১০ এবং শ্রীশচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ সভাস্থলেই এই উদ্দেশ্যে দান করেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। নৈহাট-নিবাসী শ্রীমতুল্যচরণ দে, শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতি এই অস্থানের জন্ত পরিষদকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

## পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে হইতে ৪৬ খানি পুথি বাচিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত পুথি ৩৮ খানি এবং বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি। এ পর্য্যন্ত পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত হয় নাই, একরূপ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য পুথি—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয় বিভাগেই পাওয়া গিয়াছে।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী ২৮ খানি, মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১০ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৫ খানি, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৩ খানি। উপরোক্ত পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি—৩২০৬	অসমীয়া পুথি—৩
সংস্কৃত “ — ২২৬৮	ওড়িয়া “ — ৪
তিব্বতী “ — ২৪৪	হিন্দী “ — ২
ফার্সী “ — ১৩	মোট ৫৭৪০

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ-মন্দির সংস্কারের জন্ত পুথিশালার সমগ্র পুথি একটি গৃহমধ্যে ছয় মাসেব অধিক কাল প্রলীকৃত করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। এই জন্ত বৎসরের শেষ ছয় মাসে পুথিশালার কোনও কাৰ্য্য আশঙ্করূপ সম্পাদিত হইতে পারে নাই। পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণের মুদ্রণও অধিক অগ্রসর হয় নাই। তবে এই অবসরে বিভাগাগর লাইব্রেরীর অন্তর্গত প্রাচীন পুথির একটি বিবরণক্রমিক বিবরণ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ২৪৮ খানি পুথিতে খেরো ও ১২০ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো উভয়ই লাগান হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া অধ্যাপক প্রিন্সিপাল জর্জ ডব্লিউ. মাহাশয় 'শ্রীলঙ্গাধিপতি প্রাচ্যবিবেকের টীকা'র ( ১৫২১ ) রচয়িতা হরিদাস তর্কচাণ্য বা রামচন্দ্র দ্বায়বাস্পতি'র মোটামুটি সময় নিরূপণ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার গ্রন্থে বাহুদেব সার্বভৌমের পিতা বিশারদের লুপ্ত স্মৃতিগ্রন্থের যে সকল উল্লেখ আছে, তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন (Indian Historical Quarterly, ১৬৬১-৬২)।

## গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে ৪২২২৩ খানি পুস্তক পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৭৭৮ খানি পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ২৬৭ খানি জন্ম করা হইয়াছে। বর্ণনামূলক গ্রন্থাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ৪০০৬৫ হইয়াছে।

উপহার প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য,—

প্রদাতা—শ্রীসরলকুমার নাগ চৌধুরী—১। বঙ্গদূত ১২৩৬ (সাময়িক পত্রিকা), ঐগণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। গীতানন্দ লহরী, ১৭৭০ শক, ২। বৈরাগ্যলতক, ১৭৭৭ শক, ৩। মুরশিদাবাদের ইতিহাস, ১৮৬৭, ৪। উনবিংশ পুরাণ, ১২৭৬, ৫। পত্রচিহ্নামণি গহ্ব: ১৭৬৭ শক, ৬। কৃষ্ণলীলা রসোদয়, ১২৬১, শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত রত্নাংক, ১৭৮৬ শক, শ্রীকৃষ্ণেশ্বর বহু—১। সিদ্ধান্ত কোমুদী, ২। The Prem Sagur, নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। দর্শনপুস্তক, ১৮৭৪, ২। দর্শনপুস্তকের আদি ভাগ অর্থাৎ পুরাতন দর্শন নিয়মেব গহ্বসমুহ, ১২৬৮, ৩। Thirtyfour Conferences between the Danish Missionaries and the Malabarian Bramans.

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publication, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। গীতা প্রেস, গোবিন্দপুর, ৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০। রজন পাবলিশিং হাউস, ১১। বিশ্বভারতী, ১২। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দৃষ্টব্য,—

১। বঙ্গদর্শন (মূল ও সম্পূর্ণ), ২। লব্ধপত্র, ১ম বর্ষ, ৩। দুর্জয়দমন মহানবমী, ১২৫৪, ১৭শ স. ৬। Calendar of Persian Correspondence, vol. II (1781-85), ৭। ইন্দিরা, ১ম স.।



পরিষদগ্ৰন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে পুরাতন পুস্তক ও পত্রিকা প্রদর্শনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল,—

- ১। Indian History Congress, কলিকাতা
- ২। Royal Asiatic Society of Bengal, কলিকাতা
- ৩। কুস্তিবাস-স্মৃতি-উৎসব, ফুলিয়া, শান্তিপুর
- ৪। সিউড়ি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, বীরভূম

এতদ্ব্যতীত কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে পরিষদ মন্দিরে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শনীতে কালীপ্রসন্ন সিংহের পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয়।

পূর্ণ পূর্ণ বৎসরের জায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থাদি ক্রয় করিবার জন্ত কলিকাতা করপোরেশন ৬৫০ টাকা দান করিয়াছিলেন। পরিষৎ কলিকাতা করপোরেশনের নিকট এই জন্ত কৃতজ্ঞ।

পরিষদগ্ৰন্থাগারের একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার অভাব সমস্তগণ বহুদিন হইতে বোধ করিতেছিলেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্ত কার্যনির্বাহক-সমিতির অহুরোধে শ্রীত্ৰৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পুস্তক-তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাৰ্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে 'বিজ্ঞানাগর', 'সত্যোক্তনাথ দত্ত', 'ঋতেজনাথ ঠাকুর' ও 'রমেশচন্দ্র দত্ত' এই চারিটি বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহের সমস্ত সংস্কৃত বাঙ্গালা পুস্তক ও সাধারণ গ্রন্থ-সংগ্রহের বহু পুস্তক তালিকাভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সর্বসমেত ৪০ ফর্দা ছাপা হইয়াছে। এই তালিকা প্রণয়ন কাৰ্য্যে শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহৃদীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিনা পারিশ্রমিকে পরিষৎকে সাহায্য করিতেছেন। তৎকৃত পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

## গ্রন্থ-প্রকাশ

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) গ্রন্থদর্শন—১ম খণ্ড ( দ্বিতীয় ও পরিবর্তিত সংস্করণ ), সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ, লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্তায়নভাষ্য, ভাগসেব বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ফুরাইয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ নূতন ভাবে এই খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভাষ্যার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্ত ও অনেক স্থলে জ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশের জন্ত প্রায় সর্বত্রই অম্ববাদ প্রভৃতি নূতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। ৪০৬+১১০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

(খ) আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ হইতে সাহিত্য-সাধক-চরিত্তমালা নামে এক জ্যেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশনের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই চরিত্তমালার পুস্তকের প্রত্যেকখানির নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে যাত্র চারি আনা। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল

স্বর্ণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্তিকথা প্রচারই এই চরিত্রমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত পুস্তক তিনখানি প্রকাশিত হইয়াছে :—

- ১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—ঐত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—ঐত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৩। যত্নাক্ষয় বিদ্যালঙ্কার—ঐত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরকে 'টেকচাঁদ ঠাকুর') প্রণীত। সম্পাদক—ঐত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাস। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষৎ-প্রকাশিত বর্তমান সংস্করণের পাঠ নিবীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুক্লহ শব্দের অর্থসমেত ৩+১০+১২২+২৮০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

(ঘ) ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে বহুমুদ্রকৃত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—১। লোকরহস্য (পৃ. ২৬), ২। গল্পগুচ্ছ বা কবিতা পুস্তক (পৃ. ১১৮), ৩। মুচিরাম গুপ্তের জীবনচরিত (পৃ. ২৮), ৪। সীতারাম (পৃ. ১২২), ৫। কৃষ্ণকান্তের উইল (পৃ. ১৩২) ৬। Rajmohan's Wife (পৃ. ১০০), ৭। Letters on Hinduism (পৃ. ৫৫)

এতদ্ব্যতীত ১। রাজসিংহ, ২। রজনী, ৩। রাধারানী, এই তিনখানি পুস্তকের মূল মুদ্রিত হইয়াছে, ভূমিকাদি মুদ্রিত হইলেই প্রকাশিত হইবে এবং বাকিমের ইংরেজী রচনা ও ইংরেজী পত্রাবলীর মুদ্রণ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, এক মাস মধ্যে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে। বহুমুদ্র-গ্রন্থ বিক্রয়াদির ব্যবস্থা করিবার ভার শ্রীঅনন্দেরাম সাহার উপর অপিত আছে। বিশেষ যত্নের সহিত তিনি এ কাৰ্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের আরও কাৰ্য্যগুলির মধ্যে (ক) 'বাংলা পুথির বিবরণ' মুদ্রণের কাৰ্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। (খ) রিকার্ডের 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কাৰ্য্য আলোচ্য বর্ষে বন্ধ ছিল, এবং (গ) 'বহুমুদ্রজীবনীর' পসড়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে কাৰ্য্যনির্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, রামেন্দ্রচন্দ্রের জীবনীর সমগ্র গ্রন্থের একটি সংস্করণ পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা হইবে।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ৪৬শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রেণীভেদে প্রবন্ধগুলির এবং লেখকগণের নাম নিয়ে দেওয়া হইল—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। 'কুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'—শ্রীহনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। গদ্যায় দত্তের রামায়ণ—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। চণ্ডীদাস ও বিভাপতির মিলন—শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৪। তত্ত্ব কৃষ্ণচরিত—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ৫। দীন

চণ্ডীমাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—ঈশ্বরেজ্ঞানাথ মিত্র, ৬। দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-যুগের ভাষা—ঈশ্বরেজ্ঞানাথ সেন, ৭। পাচু ঠাকুরের পাচালি—ত্ৰিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ৮। মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান—অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ।

(খ) ইতিহাস—১। 'আমীর খুসরু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খা' কাব্য—ঈকালিকারঞ্জন কাছুনগো, ২। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমস্যা—ঈশ্বরেজ্ঞানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। খোদাট-চিত্রে বাঙালী—ঐ, ৪। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ—ঐ, ৫। গুপ্ত যুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি—ঈবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—ঈশ্বরেজ্ঞানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস—ঈশ্বরনাথ সরকার, ৮। বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রারম্ভ—ঈপ্রাবোচন্দ্র বাগচী, ৯। বাংলা-গণের প্রথম যুগ ( ৫-৮ )—ঈসজনীকান্ত দাস, ১০। বৈদিক কষ্টির কাল নির্ণয়—ঈষোণেশচন্দ্র রায়, ১১। মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার—ঈশ্বরীন্দ্রনাথ দে, ১২। মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ—ঈশ্বরনাথ সরকার, ১৩। শাহজাহান দারা শিকোর পাণ্ডিত্য ও স্তবজ্ঞান—ঈকালিকারঞ্জন কাছুনগো, ১৫। সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ—ঈরমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ ১২—ঈশ্বরেজ্ঞানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। হরিহরানন্দ জীর্থামাী কুলাবধূত—ঐ।

(গ) দর্শন—১। দুর্গাদেবী—ঈশ্বরেজ্ঞানাথ দত্ত, ২। ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ—ঈশ্বরেজ্ঞানাথ ঘোষ, ৩। বিজ্ঞানবাদ—ঈবিধুশেখর শাস্ত্রী।

(ঘ) বিজ্ঞান—১। গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক—ঈপঞ্চানন নিয়োগী, ২। দশাঙ্গম-প্যাপ্রবালীর উদ্ভাবন—ঈবিভূতিভূষণ দত্ত, ৩। মন্দিরের অন্তর—ঈনির্মলকুমার বসু।

## বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বৎসে পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০ এককালীন দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সমুদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই দানের ব্রজ পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

## কলিকাতা করপোরেশন

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বৎসে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের অন্ত পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই কৃত্ত বিশেষ কণী।

কৰপোৰেশনের দানের ও টাক্স বেহাই দিবার অন্ততম সৰ্ত্তাহসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পৰিষদের কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্ৰশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

## পদক ও পুৰস্কাৰ

(ক) আলোচ্য বৰ্ষে ২৪এ ভাদ্ৰ বিশেষ অধিবেশনে 'ৰামপ্ৰাণ গুপ্ত স্মৃতি/পুৰস্কাৰ' শাখা-সমিতির প্ৰস্তাব অনুসারে এবং কাৰ্য্যনিৰ্বাহক-সমিতির অনুমোদনে অধ্যাপক শ্ৰীকালিকারঞ্জন কাহ্ননগোকে বহুভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্ত "ৰামপ্ৰাণ গুপ্ত স্মৃতিপদক (স্বৰ্ণ)" দেওয়া হইয়াছে। এই পুৰস্কাৰের সৰ্ত্তাহসারে কালিকারঞ্জন বাবু এই বিশেষ অধিবেশনে "আমীর পসক-কৃত 'দেবলরাণা-বিচিত্ৰ থা' কাব্য" নামক প্ৰবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) স্বৰ্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুৰস্কাৰের জন্ত বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বৰ্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্ৰবন্ধ রচনার জন্ত শ্ৰীমতী সত্যী ঘোষকে স্বৰ্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পদক (স্বৰ্ণ) উক্ত বিশেষ অধিবেশনে প্ৰদৰ্শনাতে দেওয়া হইয়াছে। এই প্ৰবন্ধের পৰীক্ষক ছিলেন শ্ৰীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্ৰীৰূপনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্ৰীত্ৰৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার জন্ত স্বৰ্ণত নারায়ণচন্দ্ৰ মৈত্ৰ তাঁহাকে একটি পদক দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

(স)

## দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বৰ্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্ৰবধূকে মাসিক এবং একজন গ্ৰন্থকৰ্ত্তাকে প্ৰতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের পত্নীকে এক মাসের জন্ত কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্ৰধানতঃ ৬পুদিনবিধারী দত্ত মহাশয়ের প্ৰদত্ত টাকার স্বত্ব হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টিৰ জন্ত অনেক কিছু কিছু অৰ্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্ত প্ৰদত্ত পুস্তক বিক্ৰয় দ্বারাও কিছু অৰ্থ পাওয়া গিয়াছে।

## স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বৰ্ষে (ক) শ্ৰীযুক্তা লেডী অবলা বহু-প্ৰদত্ত আচাৰ্য্য স্ত্ৰ জগদীশচন্দ্ৰ বহুৰ মূৰ্ত্তি (Bas-relief), (খ) ডক্টৰ শ্ৰীমত্ৰৈলোক্যনাথ লাঙ্গ-প্ৰদত্ত শ্ৰীমত্ৰৈলোক্যনাথ সেনের এবং (গ) শ্ৰীযুক্তা সৰস্বালা দোব-প্ৰদত্ত তাঁহাৰ পিতা ৰায় সাহেব নগেন্দ্ৰনাথ বহুৰ তৈলচিত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং (ক) অধ্যাপক অম্বাচাৰ্য্যৰ বিজ্ঞানভূষণ এবং (খ) ডক্টৰ

দীনেশচন্দ্র সেনের চিত্র প্রতিষ্ঠার সক্ষম গৃহীত হইয়াছে। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ডক্টর দীনেশচন্দ্রের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরি-উক্ত চিত্র দানের ক্ষম প্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্ মন্দিরে এ বাবৎ সাহিত্যিকগণের চিত্র এত অধিক সংগৃহীত হইয়াছে যে, সেগুলি যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার স্থানভাব ঘটিতেছে। এই হেতু কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির দ্বারা ~~হটয়াছে~~ <sup>১৭" x ২০"</sup> (বিনা ফ্রেম) অপেক্ষা বড় মাপের চিত্র গ্রহণ করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত সমস্ত চিত্র মেরামত করা হইয়াছে এবং রমেশ-ভবন ও পরিষদ্ মন্দিরে সেগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই দাসদ প্রায় এক সতস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে।

## পরিষদ্ মন্দির

গত বর্ষের সক্ষম অহুসারে আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের সংস্কারাদি কার্ধ্য প্রায় শেষ হইয়াছে। বাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, আশা করা যায়, তাহা এক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে। নিম্নোক্ত কাণ্ডগুলি প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়াছে—

রমেশ-ভবনে—(ক) ছাদ মেরামত, (খ) ত্রিতলের ছাদে দুম্পায়া গ্রন্থাদি রাখিবার ঘর নির্মাণ, (গ) পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ত্রিতলের ছাদে সংযোজক সিঁড়ি, (ঘ) ত্রিতলের হলে মঞ্চ ও তত্বপরি পর্দা প্রভৃতি, (ঙ) রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের মূর্তি দেওয়াল-পায়ে সংযোজন, (চ) পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত সাহিত্যিকগণের চিত্রের অধিকাংশ ত্রিতলের হলে সাজাইয়া রাখা এবং (ছ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও ক্ষতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থসংগ্রহ ত্রিতলের হলে স্থানান্তরিত করা, প্রভৃতি।

পরিষদ্ মন্দির—(ক) সমগ্র মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের খিলান প্রভৃতি মেরামত করিয়া বালির কাজ ও রং করা, (খ) পুখির ঘরের মেঝে ফেলিয়া দিয়া নূতন মেঝে প্রস্তুত করা, (গ) ভিতলে উদ্ভিবার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থান বন্ধ করা, (ঘ) ঐ সিঁড়ি মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যস্থলে খাটাইয়া দেওয়া, (ঙ) সদর দরজা বদল করিয়া তৎস্থানে নূতন ও মজবুদ দরজা বসান, (চ) দরজার উপরের অংশ নূতন পরিকল্পনায় পুনর্নির্মাণ করা, (ছ) একটি ঘরের মাবেল পাথর বদল করা ও পালিশ করা, (জ) ভিতলের বক্তৃতামঞ্চ খুলিয়া ফেলিয়া উপরে একটি মঞ্চ প্রস্তুত করা, (ঝ) ত্রিতলের লোহার সিঁড়ি খুলিয়া তৎস্থলে কাঠের সিঁড়ি প্রস্তুত করা, (ঞ) সমস্ত জানালা দরজা মেরামত ও রং করা, (ট) উপরের পুখিখালার রাক খুলিয়া নূতন ও বড় রাক প্রস্তুত করা, (ঠ) সমস্ত আলমারী, টেনিল, চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র মেরামত ও রং পালিশ করা, (ড) নূতন শো-কেস ও কাউন্টার প্রভৃতি খরিদ করা, (ঢ) নূতন পাখা খরিদ করা এবং (ণ) ইলেকট্রিক আলো ও

পাখার তার বদল ও নূতন লাগান, (ত) উভয় ভবনের মধ্যস্থলে দ্বিতলে প্রাথ্যাবাগার নিৰ্মাণ, (খ) গ্রন্থাদি রাখিবার জন্ত গুদামঘর প্রস্তুত করা এবং (দ) সাময়িক-পত্রাদি রাখিবার জন্ত বৃহৎ রাক প্রস্তুত হইয়াছে। এবং বহু খুচরা কাজও হইয়াছে। এই সকল কার্যের অধিকাংশই কার্যনির্বাহক-সমিতির আদেশে ও ত্রিগণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে পরিষৎ কার্যালয় হইতেই করা হইয়াছে; কিছু কাজ মেসার্স জে. সি. ব্যানার্জি কোম্পানীও করিয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার ত্রিময়নাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত কোম্পানীর কার্য পরিদর্শন করিয়াছেন।

এই সকল কাজ ব্যতীত নিম্নোক্ত কাজগুলি এখনও করা দরকার,—১। পুণ্ডকালয়ের জন্ত রাক, ২। কতকগুলি চেয়ার, ৩। নূতন একটি গুদামঘর, এবং আরও কতকগুলি পাখা। এইগুলি না হইলে মন্দির সংস্কারাদির কাজ সম্পূর্ণ হইবে না।

## সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য-বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাষ্ট বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস-বিভাগে ১টি এবং দর্শন-বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নিরূপিত হইয়াছিল। বিজ্ঞান-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে ত্রিমণ্ডলকান্তি ঘোষ, স্তর ত্রিমুনাথ সরকার, মহামহোপাধ্যায় ত্রিবিজ্ঞান তর্কবাগীশ এবং ডক্টর ত্রিপ্রকানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং ত্রিগণেশনাথ লাহা, ত্রিমোরজন গুপ্ত, ত্রিজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং ত্রিগোপালচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য এই শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

## শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে শিল্প পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। সেখানকার উদ্যোগী কন্মিগণ নানা ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যভূক্ত কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাকুড়ায় লুপ শাখার পুনঃ প্রতিষ্ঠার এবং মালদহে ও রাজশাহী-নগরে নূতন শাখা স্থাপনের প্রস্তাব আসিয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর শাখার বাবিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরপাড়া, বর্ধমান, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম, মীরট ও গৌহাটী শাখা নানারূপ অধিবেশনাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ধমান-শাখার নবগৃহের ভিত্তি আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চুখের বিষয়, আশা-শাখাটি অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছে।

## আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্ভূত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সর্বেশেষ জানা যাইবে। পরিষদের প্রয়োজনানুসারে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই বলিয়া পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। তৎসত্ত্বেও পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম—বঙ্গীয় রাজ-সরকারের অর্থায়ত্বল্যে পরিষদ্ মন্দির সংস্কার এবং দ্বিতীয়—বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ দেশবাসীর সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ায় বৈঠকখানাবাটী সংস্কার।

পরিষদ্ মন্দির সংস্কারের জগ্গ নানারূপ অসুবিধাবশতঃ ঝাড়গ্রামরাজ্য তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের মজুত গ্রন্থগুলির হিসাব আলোচ্য বর্ষের উদ্ভূত-পত্রে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায় নাই। উহা প্রস্তুত হইতেছে এবং পরে দেখান হইবে স্থির হইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ হুগু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জগ্গ তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন।

## বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট টাকা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ-পত্রিকা গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ বাতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যের হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

- ১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
- ২। ঐ বাষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্ত)
- ৩। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
- ৪। কলিকাতা করপোরেশনের বাষিক দান
- ৫। সাধারণ তহবিলে দান
- ৬। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
- ৭। প্রেসিডেন্সি-উৎসবের জন্ত দান
- ৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের এবং সংরক্ষণের জন্ত দান
- ৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাষিক শ্রুতি-উৎসবে দান

১০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্মাণের জন্য দান

১১। পদকের জন্য ৮নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্যালয়-সংক্রান্ত কার্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোং পক্ষে স্বর্গত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং স্বর্গত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র নগুর সুরক্ষামীর বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই নিকট পরিষদ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

## নিয়মাবলী পরিবর্তন

আলোচ্য বর্ষের ৩১এ ভাদ্র পরিষদের মাসিক অধিবেশনে কাছানির্দাহক-সমিতির প্রস্তাবমত পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্তন হইয়াছে,—

১। নূতন নিয়ম—১০ (খ) অধ্যাপক সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

১২ (খ) মৌলবী সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন।

২। পরিবর্তন—২০ (গ) নিয়মের 'পাচ' স্থলে 'তিন' হইবে।

৩। পরিবর্তন—৪২ (ঙ) সংখ্যক নিয়ম উঠিয়া যাইবে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে এই সকল পরিবর্তিত নিয়ম কার্যকরী হইবে।

## উপসংহার

পরিশেষে আমি পরিষদের চিত্তেবী বদ্ধবর্গকে এবং আমার সহযোগী কাছাধ্যক্ষগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রধানতঃ তাঁহাদের সাহায্যেই পরিষদ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছে। ভগবৎকৃপায় পরিষদ গৃহটি আমূল সংস্কৃত হইয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছে, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের সকল আবর্তন পরিষ্কৃত হইয়া গ্রন্থাদি রক্ষণের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং রমেশভবনটি চতুর্দিক হওয়াতে সভাধিবেশনাদি কার্যের সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে। এতদ্বির পরিষদ অনেকগুলি নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যথা;—(১) বঙ্গিমচন্দ্রের বৈঠকখানার স্বত্বাধিকারিত্ব লাভ করিয়া তাহার আমূল সংস্কার সাধন; (২) বঙ্গিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর রাজসংস্করণ প্রকাশ; (৩) বঙ্গভাষার প্রাচীন সাহিত্য সাধকগণের জীবনী প্রকাশ; (৪) 'আলালের ঘরের দুলালে'র শ্রাব্য বঙ্গভাষার প্রাচীন গদ্যগ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ; (৫) পরিষদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকগুলির একটি বিজ্ঞানসম্মত তালিকা প্রস্তুত করণ; (৬) এপিডায়-স্কোপের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা; (৭) পরিষদ কর্তৃক সংগৃহীত হুন্সাপ্য গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য শতদ্রব্য গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি।



কিন্তু চুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, পরিষদের দৈনন্দন উন্নতি বিশেষ আশা প্রদ হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ এখনও সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কাজনক বলা যায় না। পরিষদের সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদার উপরেই পরিষদের সাধারণ ব্যয়নির্বাহী নির্ভর করে। সুতরাং সে চাঁদা রীতিমত আদায় না হইলে, পরিষদের অণুগ্রস্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে অনেকে এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য মনে করেন না। ফলে অনেক টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য পরিষদ একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার একটি ভিত্তিও সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী বন্ধুকে এই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য আমি সাজনয় প্রার্থনা জানাইতেছি। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্ববান হইলে অচিরে লক্ষাধিক টাকা সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব হইবে না। বঙ্গদেশে সঙ্কল্প সমর্থ দাতার অভাব নাই। আশা করি, তাঁহারা দেশের এই শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করিতে মুক্তহস্ত হইবেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭, ৭ই জ্যৈষ্ঠ



কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে

শ্রীমদ্ব্যমোহন বসু

সম্পাদক

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

## সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্যাবিবরণ

বর্তমান ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কার্যাবিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে লিখিবদ্ধ হইল।

### বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে উহার বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ শ্রীবিহারীচাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীমরসিংহ মল্লিক বাহাদুর।

### সদস্য

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

	বর্ধারভে		বর্ধশেষে
( ক ) বিশিষ্ট-সদস্য	৭	...	৬
( খ ) আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৬
( গ ) অধ্যাপক-সদস্য	২	...	৭
( ঘ ) মৌলভী-সদস্য	০	...	০
( ঙ ) সাধারণ-সদস্য	৮২৬	...	৮০২
( চ ) সহায়ক-সদস্য	১৪	...	৮
	৮৭০		৮৪৬

( ক ) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচন হয় নাই। বর্ধমধ্যে অন্ততম বিশিষ্ট-সদস্য শ্রী জর্জ এ. গ্রীয়াসনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ার বর্ধশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৬ হইয়াছে। বর্ধশেষে ইহার বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। শ্রীপ্রমুদলাল রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীবিবেকানন্দ বসু, ৪। শ্রীসত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫। শ্রীঅক্ষয় সরকার, এবং ৬। শ্রীবিবেকানন্দ রায় বাহাদুর।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীমেষনাদ সাহা এবং শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৪ স্থলে ১৬ হইয়াছে। আজীবন-সদস্যপদের নাম নিয়ে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীপোলালাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজীবীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেননাথ মুখোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেষনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন পরলোকগমন করিয়াছেন এবং নিয়োক্ত তালিকার শেষ তিন জন অধ্যাপক-সদস্যপদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র হুটতে তিন বৎসরের জন্ত নির্ধারিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে।—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহুগাচরণ সাংখ্যাতীর্থ, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণিষ্ঠূষণ তর্কবাগীশ, ৩। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিহারীকৃষ্ণ, ৪। শ্রীকালীপদ তর্কচাণ্ডী, ৫। শ্রীঅমলাচরণ ব্যাকরণতীর্থ, ৬। শ্রীনিশিকান্ত বিদ্যায়র, এবং ৭। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ধারিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৬ ছিল। বর্ষমধ্যে ১২ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটয়াছে এবং বহুদিন হুটতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় ১৫৪ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভাতিত ১৪১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্বে সদস্য ছিলেন কিন্তু চাঁদা দিতে অক্ষমতাবশতঃ পদত্যাগ করিয়াছিলেন এইরূপ ৮ জন ব্যক্তি পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮০২ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৪ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্তিত হওয়ার ইহাদের সকলের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হয় এবং ইহাদের মধ্যে ৮ জন বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য নির্ধারিত হইয়াছেন। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ৮ ছিল।

### পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—শ্রর ভর্তৃ এ. গ্রীয়াসর্ন।

অধ্যাপক-সদস্য—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

সাধারণ-সদস্য—১। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ২। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩। রাজা প্রমথনাথ থালায়া, ৪। বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, ৫। ডাক্তার বারিহরবরণ মুখোপাধ্যায়, ৬। রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, ৭। ভবভারণ সরকার, ৮। রাধানন্দন ঘোষ সঙ্কুসদার,

২। শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১০। সমরেন্দ্রমোহন বসু, ১১। স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এবং ১৩। গুরুসদয় দত্ত।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের মধ্যে বিশিষ্ট সদস্য স্তর জ্ঞাত এ. গ্রীয়াসর্নের এবং অধ্যাপক-সদস্য পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এত দূর বিস্তৃত যে, সে সত্ত্বে এই সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণে উল্লেখ করা নিম্নয়োজন। সাধারণ-সদস্যগণের মধ্যে নলিনীরকন পণ্ডিত পরিষদের ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ও সহকারী-সম্পাদক রূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। শেষ-জীবনে পরিষদের কর্মক্ষেত্রের বাহিরে থাকিলেও পরিষদের প্রতি মমতাবোধ ও প্রীতি কিছুমাত্র যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার পরিচয়রূপ তাহার বহুদিনের সজ্জিত গ্রন্থগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পুত্রগণ পিতার সেই অভিপ্রায় পূরণ করিয়াছেন। পরিষৎ এট অকপট ও হিতৈষী বন্ধুর সেবা তুলিতে পারিবে না। পরলোকগত সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, রাজা প্রমথনাথ মালিয়া ও ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় নানা ভাবে পরিষদের কাষে সহায়তা করিয়াছিলেন। স্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমধিক সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল এবং তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কাষা-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

## পরলোকগত সাহিত্যসেবী

( ক ) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ইনি পরিষদের বালাবস্থায় একজন উৎসাহী সদস্য, ও কাষা-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও বিজ্ঞাপতির ‘পদাবলী’র ( পরিষদ-গ্রন্থাবলী ) সম্পাদক ছিলেন।

( খ ) কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী—এক সময়ে ইনিও পরিষদের সদস্য ছিলেন।

## অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—( ক ) ষট্চক্রাংশ বার্ষিক অধিবেশন, ( খ ) মাসিক অধিবেশন, ( গ ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, ( ঘ ) শোকসভা, ( ঙ ) বিশেষ অধিবেশন, ( চ ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

( ক ) ষট্চক্রাংশ বার্ষিক অধিবেশন—১৫ জ্বাণ। সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত। লেডী অবলা বহু-প্রদত্ত আচার্য্য ভগবীশচন্দ্র বহুর মূর্তি ( in bas relief ) এবং ৮নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত ৮বাগীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠার পর, ষট্চক্রাংশ বার্ষিক কার্য-বিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ এবং সপ্তচক্রাংশ বর্ষের আত্মমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে সপ্তচক্রাংশ বর্ষের কক্ষাধ্যক্ষ নির্বাচন হইলে পর নির্বাচিত

সভাপতি শ্রীমহনাথ সরকার সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর কার্যানিষ্ঠাতক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্বাচন হয়।

(খ) দ্বাদশিক অধিবেশন—১। ১ ভাদ্র—(ক) স্বামী বিজ্ঞানরাম-লিখিত “তত্ত্বাবৈতবাদ” এবং (খ) শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “সেকালের সংস্কৃত কলেজ” নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১ আশ্বিন—(ক) ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া-লিখিত “শিবচরণের গীতপদ” এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত “প্রগল্ভাচার্য্য” নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২৯ অগ্রহায়ণ—(ক) শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত “শব্দ ও অর্থ” এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত “পুণ্ডরীকাক বিজ্ঞানাগর” নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৪। ২৭ পৌষ—শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “সেকালের সংস্কৃত কলেজ” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৫। ২৩ চৈত্র—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত “মহাদেব অনাথ সিংহ” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৬। ২১ বৈশাখ (১৩৪৮)—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত “সর্বজ্ঞ” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। বর্তমান বর্ষে ২৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শ্রীমহনাথ সরকারের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমদ্রথমোহন বসু, শ্রীগগনপতি সরকার, শ্রীঅনাথবল্লভ দত্ত, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন এবং ত্রিবেদী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার তিনটি পৌত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার বায়, শ্রীমান্ মোহময় রায়, ও শ্রীমান্ অশোককুমার রায় এক একটি কুস্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। বর্তমান বর্ষের ১৩ আষাঢ় শুক্রবার বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যাদিকশততম জন্মদিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীমহনাথ সরকার সভাপতির আসনে গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীমহনাথ শেঠ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী “বঙ্কিম-বন্দনা” পাঠ করেন এবং শ্রীজিহবিনাথ রায় ‘কমলাকান্থ’ হইতে “আমার দুর্গোৎসব” পাঠ করেন। সভা ভাঙের পূর্বে শ্রীকান্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহরদয়রঞ্জন মণ্ডল ‘বন্দে মাতরম্’ গান করেন।

বর্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যাদিকশততম জন্মদিন উপলক্ষে কাটালপাড়ার বঙ্কিম-ভবনে পরিষদের আয়োজনে উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব-সভার নেতৃত্ব করেন শ্রীমহনাথ সরকার। এই উৎসবের সাক্ষ্যকল্পে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দে ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহায়তায় কথা বিশেষভাবে শ্রবণযোগ্য। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্য-সেবী এবং পরিষদের সভ্য কাটালপাড়ায় ভীর্ণবাক্সে করিয়াছিলেন। সভারান্তে শ্রীদেবদাস কুখোপাধ্যায় ‘বন্দে মাতরম্’ গান করেন। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচৌচরণ বিদ্য,

শ্রীমদ্বজ্রকুমার সর্গাধিকারী কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীনেত্রনাথ শেঠ, শ্রীশ্রীজীব স্মারতীর্থ, শ্রীমদগদীশ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন এবং শ্রীঅতুলচরণ দে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভা ভয়ের পূর্বে শ্রীকান্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীমদয়রজন মণ্ডল 'বক্ষে মাতরম্' গান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্তর্গত স্থান হইতে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রচুর জলযোগে সযত্নে করা হয়। ড. বি. রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গাড়ীর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এষ্ট বন্ধিম-উৎসবের সমুদায় ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজ শ্রীশ্রীচন্দ্র নন্দী পরিষদের হস্তে ১০০০ দান করিয়াছিলেন। তৎক্ষণ্ণ পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

৩। মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-পূজা—বর্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীমদ্বজ্রমোহন বসুর নেতৃত্বে লোয়ার সাকুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে সাহিত্যসেবিগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বকীয়া মুসলমান সাহিত্য-পরিষৎ, হেমচন্দ্র পাঠশালা, ওয়াই. এম. সি. এ. বিতর্ক-সভা, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, বকীয়া নাট্য-পরিষৎ, বাগবাজার সন্ধ্যা, শ্রোব নার্সারী, দিনাজপুর সন্মিলনী প্রভৃতি সভা সমিতির সভাপতি ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্রগণ সমবেত হন। শ্রীমদ্বজ্রনাথ ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, মৌলভী হাতেম আলী নৌরজী, শ্রীসন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্বরচিত একটি স্মরণীয় কবিতা পাঠ করিয়া সভাপতি কবির প্রতি প্রকটজ্ঞানি অর্পণ করেন এবং পরিষদের সত্ত্বপ্রকাশিত মধুসূদনের সমগ্র বাংলা গ্রন্থাবলী প্রদর্শন করেন। শ্রী জে. কে. বিশ্বাস, শ্রীবিমান বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। সভাপতি কবির 'মেঘনাদবধ-কাব্য' হইতে কিছু আগৃহীত করেন।

(ঘ) শোক-সভা—৫ মাঘ শনিবার ১। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ও ২। নলিনীরজন পণ্ডিতের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। স্ত্রী শ্রীমদ্বজ্রনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীদীপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমদ্বজ্রমোহন বসু, শ্রীযোগেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত বক্তৃতা করেন এবং শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। ৫ঠা আশ্বিন শুক্রবার দুপষাটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস "আফ্রিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ছায়াচিত্র দ্বারা তৎদেশের নানা প্রভা বিষয় প্রদর্শন করেন।

২-৪।—৪ঠা, ৫ই ও ৬ই অগ্রহায়ণ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার তিন দিন ডক্টর শ্রীনীহাররজন রায় "বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো" বিষয়ে তিনটি 'অধরচন্দ্র সুখোপাধ্যায় বক্তৃতা' করেন।

৫। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বর্তমান বর্ষের ২৫এ বৈশাখ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্ত্রী শ্রীমদ্বজ্রনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কবির 'তপোধন' ও শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কবির 'সামান্ত ক্ষতি' আবৃত্তি করেন, এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় একটি স্বরাচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীপ্রহ্লাদকুমার সরকার ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে পরিষদে তিন দিন ব্যাপী একটি রবীন্দ্র-প্রদর্শনী হয়। ইহাতে কবির দৃষ্টোপা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণগুলি, তাঁহার ব্যবহৃত ব্রহ্মাদি, লিখিত পত্র ও পাণ্ডুলিপি এবং অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শিত হয়।

(৮) পারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা—পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বক্তৃতাকালে এপিভায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আঙ্গানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

- ১। ৩১এ জ্যৈষ্ঠ, "যমজের জন্মরহস্য"—ডক্টর শ্রীশশীকণেশ্বর সরকার।
- ২। ১৫ই ভাদ্র, "সম্ভাবনাবাদ"—ডক্টর শ্রীহরকুমাররঞ্জন দাশ।
- ৩। ২৬এ ভাদ্র, "উষ্ণ"—ডক্টর শ্রীকৃষ্ণলনাথ চট্টোপাধ্যায়।
- ৪। ১১ই আশ্বিন, "মহুঘোর শরীরতত্ত্ব, মহুঘোরেহে রক্তসঞ্চালন এবং পরিণাকক্রিয়া"—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভট্ট।
- ৫। ২৩এ বৈশাখ ১৩৪৮, "ছোটনাগপুরের পার্শ্বত্যা জাতির লৌহশিল্প"—শ্রীশৈলেন্দ্র-বিজয় দাসগুপ্ত।

## প্রীতি-সম্মেলন ও সম্বর্ধনা

১। আলোচ্য বর্ষের ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আয়োজনে এক পারদীয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রথম সভাপতি আচার্য্য শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র রায় পারীৱিক অনুহতা উপেক্ষা করিয়া নবীন বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া উপদেশস্থলে সংক্ষেপে কিছু বলেন। পরিষদের সভাপতি ত্তর শ্রীবহুনাথ সরকার পরিষদের সহিত আচার্য্য রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লেখপূর্বক নবীন বৈজ্ঞানিকগণকে সযোজন করিয়া বক্তৃতায়র মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণার উপযোগিতার বিষয়ে কিছু বলেন। এই উৎসব-সভায় 'বহু-বিজ্ঞান-বন্ধিরে'র গবেষকগণ জীবতত্ত্ব এবং শরীরতত্ত্ব বিষয়ক লেজিত প্রদর্শন করেন ও তাহা ব্যাখ্যা করেন। সুবারী রেবা বহু উদোধন-সঙ্গীত করেন এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত সেতার ও শ্রীধরুণ দাস

দোতারা বাস্ত্র দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন। উৎসবান্তে সমবেত সকলকে জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। বিজ্ঞান-সাধার সভাগণ এই উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয় নিরীক্ষার্থ নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

২। গত ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্নে পরিষদের প্রাণস্বরূপ শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্তকে সঞ্চর্চনা করা হয়। শ্রীভারপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আশীর্বাদ পাঠ করেন। শ্রীকালীপদ পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলে পর পরিষদের সভাপতি শ্রীহরেন্দ্রনাথ সরকার হীরেন্দ্রাবুকে মালা অর্পণ করেন। সম্পাদক কড়ক মানপত্র পঠিত হইলে পর মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গরদের জোড় হীরেন্দ্রাবুকে উপহার দেওয়া হয়। কুমার শ্রীশরদ্বিন্দুনারায়ণ রায় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া হীরেন্দ্রাবুর বন্দনা করেন এবং শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস স্বরচিত “কবিশ্রুতি” পাঠ করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী পঠিত হইলে সভাপতি হীরেন্দ্রাবুর সঙ্ক্ষেপে কিছু বলেন। হীরেন্দ্রাবু মানপত্র ও সভাপতির উক্তির সংক্ষেপে উত্তর দিয়া বলিলেন, “যে দিন আমি শেষ লক্ষ্য গ্রহণ করিব, সেদিন একথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিব যে, পরিষদের সেবকরূপে দীর্ঘকাল বহুভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আমি পরমধামে যাত্রা করিতেছি।”

সভার শেষে শ্রীকালীপদ পাঠকের টগা সঙ্গীত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীদুর্গাপদ দাসের ম্যাজিক সকলকে বিশেষভাবে তৃপ্ত করে। সন্ধ্যাবেলা জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। এই সঞ্চর্চনার ব্যয়নিরীক্ষার্থ দ্বিবার্ষিক অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সঞ্চর্চনার বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

## প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠচর্চারিংগ প্রতিষ্ঠা-উৎসব দিবস উপলক্ষে শ্রীতি-সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি, তন্ত্রাপাণ্ডা ও আধুনিক পুস্তক, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি ও দপ্তর-সরঞ্জামের দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হয় এবং শ্রীহরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত ‘মৃত্যুঞ্জয় বিভ্যালঙ্কার’ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তীর ছাত্র শ্রীধরলাল চক্রবর্তী ও শ্রীবীরেশ্বর রায়, এবং শ্রীঅসিতকুমার ঘোষাল, কুমারী প্রতিমা ও কুমারী সাবিত্রী রায় চৌধুরীর গান, শ্রীনাথের আনীর সানাই বাদন, শ্রীমুদ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি এবং শ্রীরাজা বহুর ম্যাজিক সমবেত ভ্রমণমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করে। এই শ্রীতি-সম্মেলনের অন্তর্গত টাঙ্গা-দাতৃগণকে, বিভিন্ন দ্রব্য উপহার-দাতৃগণকে এবং গায়ক ও বাদকগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।



## রমেশ-ভবন

### চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারকার্যের জন্য গ্রন্থালয়ের পুস্তকাদি ও পরিষদ-গ্রন্থাবলী রমেশ-ভবনে সুসীকৃত অবস্থায় রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত কিছু শৌ-কেস ও অস্বাস্থ্য আধার সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত দ্রব্য স্বেচ্ছা প্রদর্শনযোগ্য করা সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

( ক ) চুটটি প্রাচীন বোপা মুদ্রা—শ্রীভারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত এবং শ্রীবিজয়কুমার দত্তগুপ্ত প্রদত্ত শিবসিংহের বোপা মুদ্রা।  
( খ ) শ্রীমহেশনাথ বসু-প্রদত্ত ৩ জন সেনার ডায়েরি ও পত্র, ( গ ) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রসন্নময়ী দেবীর ডায়েরি ও ব্যবহৃত ঝাণ্ডা এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর হস্তাক্ষর,  
( ঘ ) শ্রীযুক্তা চেমলতা দেবী-প্রদত্ত দ্বিজেননাথ ঠাকুরের জন্মপত্রিকা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, ( ঙ ) শ্রীপুলিনবিহারী সেন-প্রদত্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের, কিশোরীচাঁদ মিত্রের, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র।

### কার্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্যধাক ছিলেন,—

সভাপতি—শ্রী বিজয়নাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—শ্রীমহেশনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহারাজ শ্রীশ্রীচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, শ্রীমহেশনাথ বসু, মহারহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীকনিষ্করণ ভট্টবাসী, শ্রীমতীজ্ঞানাপ বসু, রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর শ্রীপকানন নিরোগী; সম্পাদক—শ্রীমহেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীমূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এবং শ্রীমহেশনাথ গুপ্ত; পত্রিকাধাক—শ্রীসত্যনাথ দাস; চিত্রশালাধাক—শ্রীমহেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধাক—শ্রীঅনন্তমোহন দত্ত; কোষাধাক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুস্তিকাধাক—শ্রীচিন্তামোহন চক্রবর্তী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রাচীন কর্মচারী শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্যকে ( শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্যকে ) অস্থায়ী ভাবে উক্ত পুস্তকালয়ের কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে শ্রীমূলচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ৩ শ্রীমহেশনাথ বসুর হলে লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাবলী অপহরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহক্রমে প্রাচীন দায়বান পুস্তক কার্য হস্ত হস্তান্তর হলে একজন এবং রমেশ-ভবনের জন্য একজন দায়বান নিযুক্ত করা হইয়াছে।

## কার্যনির্বাহক-সমিতি

নিম্নোক্ত সমস্তগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত—১। ডক্টর শ্রীহীহাররঞ্জন রায়, ২। শ্রীদ্বারকানাথ ঘোষাপাধ্যায়, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। শ্রীকীর্ত্তিবর্ষ ঘোষাপাধ্যায়, ৫। ডক্টর শ্রীবেদীনাথ বসু, ৬। শ্রীশূন্যলাভি ঘোষ, ৭। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। হেভার্ডি শ্রী এ বোভেন, ১০। শ্রীপুর্নিবিহারী সেন, ১১। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীঅগ্নিরাধ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীবিতাস রায় চৌধুরী, ১৫। শ্রীশূন্যচন্দ্র রায়, ১৬। শ্রীত্রিবিদ্যনাথ রায়, ১৭। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল, ১৮। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলোকগমন করায়) শ্রীবতীন্দ্রকুমার বিদ্যাস, ১৯। শ্রীশান্তি পাল, ২০। শ্রীহেবগ্রসাদ ঘোষ।

(খ) সাধা-পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত—১। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীসত্যকৃষ্ণ সেন, ৩। শ্রীচিন্তরঞ্জন রায়, ৪। শ্রীললিতমোহন ঘোষাপাধ্যায়, ৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ৬। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—শ্রীহরীচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্ল।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং সাহুলার দ্বারা চারি বার সভাগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কাৰ্য্য বাস্তবীকৃত নিম্ন-লিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১) কমলা লেকচারার নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীত্রিবিদ্যনাথ রায়কে, (২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে, (৩) জগদ্বারিণী পদক সমিতিতে শ্রীসত্যনীকান্ত দাসকে, (৪) ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতিতে শ্রীঅগ্নিরাধ গঙ্গোপাধ্যায়কে, ও (৫) সরোজিনী বসু পদক-সমিতিতে শ্রীচিন্তারঞ্জন চক্রবর্তীকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ধারিত করা হয়।

(খ) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-তহবিলের সর্ব অঙ্গসারে “নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক ঐতিহাস” বিষয়ে রচনার জন্য শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্তকে ‘রামপ্রাণ গুপ্ত পদক’ দেওয়া হইবে। তিনি উক্ত তহবিলের সর্বোঙ্গসারে “ঐতিহাস ও ঐতিহ্য” বিষয়ে পরিষদে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

(গ) ১৯৪০-১২৭এ হইতে ২০এ ডিসেম্বর ধারওয়ারে অনুষ্ঠিত বিভাবর্ধক সম্মেলন স্তব্ধ জুবিলি ও কথন সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পরিষদের সমস্ত শ্রীনারায়ণ-স্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়।

(ঘ) কতকগুলি পরিষদ-গ্রন্থ অপছন্দ হওয়ায় তাহার অঙ্গসম্মেলনের ভার কলিকাতা পুলিশের উপর অর্পণ করা হয়।

(ঙ) যে সকল পরিষদ-গ্রন্থ বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই বা যেগুলি কীটদষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে, সেগুলি ওজন দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দান করা হয়।

(৫) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয়-সমিতি, ৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র নির্মাচন সমিতি, ১০। কাটালপাড়া বঙ্কিমভবনে সভাসমিতির স্থানদান সমিতি, ১১। গ্রামপ্রাপ্ত গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার নির্মাচন-সমিতি, ১২। বার্ষিক কার্যাবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১৩। পুস্তক-অভ্যুদয়-সমিতি, ১৪। বঙ্কিম-জন্মোৎসব-সমিতি, ১৫। হীরেন্দ্র-সম্বন্ধনা-সমিতি।

(৬) Indian Historical Records Commission-এর নতুন নিয়ম গঠন সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য দিবার জন্য যে প্রস্তাব আসিয়াছিল, তদ্বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

(৭) বেঙ্গল পেন্সিলেটিভ এসেমরি হইতে কতকগুলি বিল সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য চাওয়া হইয়াছে। এগুলি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(৮) পবিত্র-মন্দির ও রমেশ-ভবন অগ্নীয় মহারাজা স্মরণ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ভূমিগণের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই মর্মে উক্ত দুই ভবনে দুইখানি প্রস্তর-ফলক দেওয়া হইবে। এই দুইটি ফলক প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার মহারাজা শ্রীশীলচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

## পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে হইতে ৬৫ খানি পুথি বাড়িয়া উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ক্রীত পুথির মধ্য হইতেও ১১ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। সাকল্যে এই ৭৬ খানি পুথির মধ্যে বাঙ্গালা ২১ এবং সংস্কৃত পুথি ৫৫ খানি।

যে সকল ত্রিভৈরবী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ( ২০ খানি ), ডাঃ এস. গুপ্তের মাতা ( ১০ খানি ), শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী ( ১১ খানি ), ৩ বোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ( ১১ খানি ), শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র রায় ( ৫ খানি ), শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজামাপদ ভট্টাচার্য্য ( ৩ খানি ), শ্রীমৃগাকনাথ রায় ( ১ খানি ), শ্রীধারেন্দ্রচন্দ্র শর্মাচার্য্য ( ১ খানি ), শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ( ১ খানি )। উপহারপ্রাপ্ত ৬৫ এবং ক্রীত ১১, সাকল্যে ৭৬ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি—৩২২৭	অসমীয়া পুথি—৩
সংস্কৃত " —২৩২৩	ওড়িয়া " —৪
তিব্বতী " — ২৪৪	হিন্দী " —২
কাসী " — ১৩	

আলোচ্য বর্ষে ৩০৩ খানি পুথিতে পাটা এবং ১৪২ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে। খ্রীসজনীকান্ত দাস এবং খ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পুথি-মাতৃগণকে ও সংগ্রাহকগণকে পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

অস্ত্রান্ত বৎসরের জায় এ বৎসরও অনেক পরিষদে আসিয়া পরিষদের নানা পুথি আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের শেষ দিক্ হইতে এই সমস্ত আলোচিত পুথির হিসাব রাখা হইতেছে। এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ মাসে ৮৭ খানি পুথি পরিষদে বসিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুইখানি পুথি বাহিরে ধার দেওয়া হইয়াছে। যাহারা পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক খ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিদাস তর্কচাৰ্য্য-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিবেক টীকা, কামদেব ঘোষকৃত ভট্টটীকা ও মহাদেব আচাৰ্য্যামিশ্র দেববাচস্পতি-মাদব টীকার যে পুথি পরিষদে আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

## গ্রন্থাগার

গত বৎসর পরিষদ-মন্দিরের সংস্কারকালে গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া ছিল এবং সাময়িক পত্রিকাগুলিও স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রেব ঘরের ব্যাক সম্পূর্ণ হওয়ায় সাময়িক পত্রিকাগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বহু নূতন সাময়িক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে ও ক্রীত হইয়াছে, সেইজন্য সাময়িক পত্রিকার অন্ত যে নূতন ব্যাক তৈয়ার হইয়াছে, তাহাতেও স্থান সঙ্কলান হইতেছে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি তালিকাভুক্ত হইলেও স্থানাভাবে দ্বিতলের হলের মেঝেতে পড়িয়া ছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষদ-মন্দিরের নিম্নতলের হলের উত্তর-পশ্চিম দিকে (যেখানে পূর্বে সিঁড়ি ছিল) নূতন আলমারী তৈয়ার হওয়ায় কিছু পুস্তক সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও ব্যাক অথবা আলমারীর অভাবে বহু বাংলা পুস্তক, সমস্ত ইংরেজী পুস্তক ও ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা সাজাইয়া তালিকাভুক্ত করিতে পারা যাইতেছে না। এ বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদস্য ও অন্তরঙ্গ ভ্রূগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহারা যেন এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত হন। কারণ, যে অমূল্য ও তুষ্ণাশা গ্রন্থাঙ্গি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা কেবল অর্থাভাবে তালিকাভুক্ত করিতে না পারায় সাধারণের গোচরীকৃত করিতে পারা যাইতেছে না।

স্থানাভাবে কিছু অপ্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্রিকা কেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া বাংলা পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করা হইতেছে। মোট ১৩২২৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভুক্ত

হইয়াছে। পুস্তকগুলির নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে ; আলোচ্য বর্ষে উক্তার অ হইতে ন পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত, শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং শ্রীচরিত্র মল্লিকের পুস্তকদান উল্লেখযোগ্য। ২৭/১/৪৭ শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত তাঁহার শিতা পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্থতির উদ্দেশ্যে পূর্বে যে “রমেশচন্দ্র দত্ত-গ্রন্থ” পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন, তাহাতে পুনরায় ৩৪১ খানি পুস্তক উপহার দাছেন। (২) শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ শিতার শেষ ইচ্ছানুযায়ী ৭টি আলমারী সমেত প্রায় ১৮০০ পুস্তক ও পত্রিকা দান করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রদিগের ইচ্ছানুযায়ী পুস্তকগুলি “মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পুস্তক-সংগ্রহ” ছাপযুক্ত হইয়া তালিকাত্ত্বক হইলে সাধারণকে পাঠের অঙ্গ দেওয়া হইবে। আলমারীগুলির অবস্থা জীর্ণ হওয়ায় প্রদাতৃগণ সেগুলি ক্ষুদ্রত লইয়া গিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে নূতন আলমারী দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ৩) শ্রীচরিত্র মল্লিক মহাশয় ১২৪ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান ও চিঠিযোগী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা: Keeper, Imperial Records—Bengal in 1756, Vols. I—III ; Old Fort William in Bengal, Vols. I—II ; Diaries of Streynsham Master, Vols. I—II ; শ্রীসজনীকান্ত দাস—Johnson's Dictionary, Vol. II by J. Mendies, 1828 ; শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী—Government Gazette, 1862 ; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—Report of the Calcutta School Book Society, 1818 (1st year) ; Calcutta School Society Manuscript Proceedings (1818—1832) ; উড়িয়াপ্রবাসী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পাল বাজিনিয়া, ১৮৫২, ২য় সং ; বৃহৎসংহার কাব্য, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১২৮৬ ; ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং, ১২৮৪ ; হরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক, ২য় সং, ১২৮৭ ; ফুলড পত্রিকা, ১২৬০, ১ম খণ্ড ( ১ম—২য় সংখ্যা ), শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত—The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company, 1812 ; Do, First Report, 1808 ; Considerations on India Affairs by W. Bolt, 1772 ; Historical Account of Discoveries and Travels in Asia by W. Murray, Vols. I—III, 1820 ; History of Hindostan by A. Dow, Vols. I & II, 1770 ; Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, Vols. I—III by H. Hebers, 1828 ; Selections from Several Books of the Vaidanta by Rajah Rammohun Roy, 1844 ; শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও ভ্রাতৃগণ—জীবন-চরিত, ঐযরচন্দ্র শর্মা-কৃত, ১৮৪২ ; বীরবাহু কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১২৭১ ; অন্নদাবদল, ২য় খণ্ড, কুকনগর সং, ১৭৩৩ পক ; নীতিবোধক ইতিহাস by Rev. W. Adams & N.

Edgeworth, ১৮৪২ ; সংশ্লিষ্ট মাদুরী, রাম চক্রবর্তী ইত্যাদি প্রণীত, ১২২৮ ; পাচালী, ২য় খণ্ড, দ্বাপরধি রায়-কৃত, ১২৬২ ; Grammar of the Bengalee Language by A Native, 1850 ।

কীৰ্ত্ত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিয়োক্তগুলি চুপ্পাশা—

দিগ্‌দর্শন or A Magazine for Indian Youth, No. 1 of 1818 to No. 16 of 1820 ; কল্পলতা ও প্রকৃতি, ১২৮২ ; সুবোধিনী, ২য় বর্ষ, ১২২৮ ; ধর্মসাধন ( সাপ্তাহিক ) ১ম সংখ্যা হইতে ৩য় ভাগ ; বামারচনাবলী, ১২৭৮ ; কবিতাবলী, ১ম সং, ১২৭৭, চেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত ; জ্ঞানাজন, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য-কৃত ১৮৩৮ ; রত্নমতী, ২য় সং ; চন্দ্রশেখর, ১ম সং ; শীতা—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১৮৩৩ ; পদ্মাবতী নাটক, ১২৮৩ ; বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, সংবৎ ১২২২ ; এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাভাষ, শক ১৮০০ ; রাজনারায়ণ বহুর বক্তৃতা, ১ম ভাগ, শক ১০২৩ ; রক্তগিরি, ১৩১০ ; বিজ্ঞানভিত্তিকা, বঙ্গাব্দ ১৩১০ ।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগারে পুস্তক বা পত্রিকা উপহার দিয়াছেন ।—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। Government Printing, Bengal, ৯। Curator, Dacca Museum, ১০। Central Publicity Office, E. I. Ry, ১১। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১২। Government Museum, Madras, ১৩। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১৪। শীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬। রজন পাবলিশিং হাউস, ১৭। বিশ্বভারতী ।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-গ্রন্থাগার হইতে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রদর্শনীতে ও রবীন্দ্র-অযন্তী উপলক্ষে বালী সাধারণ পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকৃতি প্রেরিত হইয়াছিল এবং কবিশঙ্কর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে পরিষদের রমেশ-ভবনের স্তম্ভে যে তিন দিন প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কবির নানা সময়ে লিখিত বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তক প্রদর্শিত হইয়াছিল ।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্বে পূর্বে বৎসরের জায় এ বৎসরও পুস্তক-ক্রয়ের অল্প ৬৫০০ টাকা দান করিয়াছেন । এই দানের অল্প পরিষৎ করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ ।

## গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সাম্পদ-চরিত্রসম্মেলার নিম্নোক্ত পাঁচ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৩। রামরায় বসু, ৪। গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য্য, এবং ৫। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য চারি আনা মাত্র। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক শ্রীত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় ও ৪র্থ গ্রন্থ দুইখানি কলিকাতা 'স্ববর্ণবণিক সমাজের' সম্মতি অনুসারে পরিষদের অক্ষয়কুমার দত্ত-তত্ত্ববিলেয় অর্থে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্তগ্রন্থ এই সমাজের ও ইহার সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের নিকট পরিষৎ রুতজ্ঞ।

ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তত্ত্ববিল হইতে আলোচ্য বর্ষে শ্রীত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র রচিত—১। দেবী চৌধুরাণী, ২। বিমলক, ৩। ইন্দিরা, ৪। যুগলজুরীষ, ৫। চন্দ্রশেখর, ৬। বাদারানী, ৭। বজ্রনৌ, ৮। রাজসিংহ, ৯। Essays and Letters, ১০। কৃষ্ণচরিত্র, ১১। দর্শনতত্ত্ব, এবং ১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(খ) মধুসূদন দত্তের সমগ্র বাংলা রচনা। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১। কাব্য—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, অজ্ঞানকাব্য, বীরাক্ষরী কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী এবং বিবিধ কাব্য। ২। নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা—শমিতা নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড় সালিকের আড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, মাখাকানন ও হেক্টর বধ। এই সকল গ্রন্থ দুই খণ্ডে বাধানো এবং পৃথক পৃথক কাগজের মলাটেও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর যেরূপ চাহিদা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, অন্তর্ভুক্তিতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে।

শ্রীমদমোহন সাহা ঝাড়গ্রাম তত্ত্ববিল হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরিদর্শক হিসাবে এগুলি বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগ্রহীত করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্থ। ঝাড়গ্রামরাজ্যের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন মহাশয় এই তত্ত্ববিলের গ্রন্থপ্রকাশ-কাষ্যে পরিষৎকে বিশেষরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন। পরিষৎ উক্তগ্রন্থসমূহের নিকট রুতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত যিহ হইয়াছে যে (ক) উক্ত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', এবং শ্রীসত্যনীকান্ত দাস-লিখিত 'বাংলা গল্পের প্রথম যুগ' লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তত্ত্ববিল হইতে প্রকাশ করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে ( ক ) 'বাংলা পুথির তালিকা' মুদ্রণের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।  
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এই গ্রন্থ সম্পাদক এবং ( খ ) শ্রীহৃদ্যাকান্ত দে-লিখিত রিকার্ডের  
ধনবিজ্ঞানের মুদ্রণকার্য কিছুটা অগ্রসর হয় নাই, ( গ ) 'বঙ্কিম জীবনীর খসড়া' বর্তমান  
বর্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

পরিশিষ্টে বর্ষশেষে উদ্ভূত গ্রন্থাবলীর ও গ্রন্থাবলীর আবিধা কক্ষাগুলির হিসাবে প্রদত্ত  
হইল।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সপ্তচত্বারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত  
হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণিভেদে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল—

( ক ) প্রাচীন সাহিত্য—১। দেলপুত্রার ছড়া—শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,  
২। শিবচরণের গীতপদ—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া।

( খ ) ইতিহাস—১। কদলী রাজা—শ্রীরাজমোহন নাথ, ২। কাম্বোজি জাতি  
কি আদিত: ইহদি ৭—শ্রীবিমলাচরণ দেব, ৩। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র  
বাগল, ৪। পুণ্ডরীকাক্ষ বিজ্ঞানাগর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, ৫। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীদীনেশ-  
চন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, ৬। প্রাচীন বাঙালার ধন-সম্পদ—ডক্টর শ্রীমোহররঞ্জন রায়, ৭। প্রাচীন  
বাঙালার শ্রেণিবিভাগ—ডক্টর শ্রীমোহররঞ্জন রায়, ৮। প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চা—  
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, ৯-১১। বাংলা গজেন্দ্র প্রথম যুগ—শ্রীসত্যনাথ দাস, ১২। 'বাংলা  
সাময়িক-পত্র'—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। বৈদিক কৃষ্ণের কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র  
রায় বিজ্ঞানিধি, ১৪। ভোট-বীর কেসবু-এর কথা—শ্রীহৃদ্যাকান্তদেব চট্টোপাধ্যায়,  
১৫। মধ্যযুগের বাঙালার ইতিহাসের মশলা—শ্রীশ্রীযুনাথ সরকার, ১৬। মহাদেব  
আচাৰ্য্যসিংহ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, ১৭। রামমোহন রায়ের বিলাতি যাত্রা—শ্রী  
শ্রীযুনাথ সরকার, ১৮। সেকালের সংস্কৃত কলেজ (২-৫)—শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
১৯। হরিন্দাস তর্কচাৰ্য্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য।

( গ ) দর্শন—১। শব্দ ও অর্থ—শ্রীচরিত্রা তর্কচাৰ্য্য, ২। জ্ঞানবৈজ্ঞানিক—  
শ্রীবিজ্ঞানরত্ন স্বামী।

( ঘ ) বিজ্ঞান—টেলিফোনের আরও কয়েকটি উপায়—শ্রীনির্মলকুমার বসু।



## বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০/- বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

## কলিকাতা করপোরেশন

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ-গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০/- টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ-মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ কণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্ততম সর্তাহুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কাথ্যানিক্স-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

## দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের দৌচিক্তীকে এবং একজন বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিককে এক কালে কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ পুলিনবিহারী দত্ত মহোদয়ের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে'র টাকার স্তম্ব হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুস্তির জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

## সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-শাখার ২টি, ইতিহাস-শাখার ১টি, দর্শন-শাখার ৩টি, বিজ্ঞান-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকার প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীমতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রী বহুনাথ সরকার, শ্রী হরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং ভক্টর শ্রীপকানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য যথাক্রমে ঐ সকল শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

## স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রিয়বদা দেবীর এবং অনারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত বাণীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দের কর্তৃপক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুরের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। উহা অল্প প্রতিষ্ঠিত হইল। চিত্রপ্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

## পরিষদ-মন্দির

আলোচ্য বর্ষে, পরিষদ-মন্দিরের নিয়ন্ত্ৰণেব হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে রায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই রায়কে পুস্তকালয়ের গ্রন্থাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। পরিষদে বসন্তগুলি আসবাব-পত্র আছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পরিষদে প্রদত্ত হইল।

## বঙ্কিম-ভবন

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবন সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠা-সভায় ঐ ভবন সংস্কারের জন্য বঙ্গদেশ-বাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ হইতে ৫০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে। নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে রেহাই দিয়াছেন। এই জন্ত পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। সচকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-ভবন সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; তন্মত পরিষৎ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। বর্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

## বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট টাকা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাচায্য সদস্য ও সদস্যতর তিঠৈকিগণের

নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইতেছে ;—

- ১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান ( গ্রন্থপ্রকাশের জন্য )
- ২। ঐ ঐ ( পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ )
- ৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
- ৪। সাধারণ তহবিলে দান
- ৫। চৌরঙ্গ-সংবর্দ্ধনায় দান
- ৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান
- ৭। বিজ্ঞান-শাখার শারদীয়া সম্মিলনে দান
- ৮। বহুমন্ত্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান
- ৯। মাষ্টার্স মণ্ডল দলের বার্ষিক ন্মতি-উৎসবে দান

এট সকল আর্থিক দান বাতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের জন্য বহু গ্রাপ্থলিন, এবং কাপ্যালয়ের জন্য তিনটি কায়ার কিং দান করিয়াছেন। বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোং, দাস এণ্ড কোং, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও শ্রী এইচ. এন. মুখার্জি বহু দপ্তর-সরঞ্জামীর জন্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইত্যাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

## শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে যেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গোহাটা, চট্টগ্রাম, কালী ও ভাগলপুর-শাখায় নানাক্রম অব্যবস্থানাদি হইয়াছিল। সকল শাখার বার্ষিক কাৰ্য্যবিবরণ এ পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই বলিয়া এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

## আয়-ব্যয়

পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্ধৃতি-পত্র ( ব্যালান্স-সীট ) সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে কেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলগুলির পৃথক পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কাৰ্য্য বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীমদেবজ্ঞান গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিদর্শন-কাৰ্য্যে সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মত্ৰ তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুতু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই অল্প তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

## পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষের ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বিশেষ অধিবেশনে ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়কে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অমুসন্ধান তহবিল হইতে “বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো” বিষয়ে তিনটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য “অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরস্কার” দেওয়া হয়। পুরস্কারের অর্থ (১৫০) নীহারবাবু পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

(খ) গত ২২এ অগ্রহায়ণ ববিবার পরিষদের মাসিক অধিবেশনে শ্রীত্ৰৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐতিহাসিক অমুসন্ধানের পুরস্কারস্বরূপ “নারায়ণচন্দ্র মৈত্ৰ পদক” প্রদান করা হয়।

## উপসংহার

গত বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল কাৰ্য্য আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি দিলাম। পরিষদের যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বন্ধু আর্থিক ও অন্ত্রবিধ সাহায্য দিয়া কাৰ্য্যপরিচালনে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন, এষ্ট স্মরণে তাঁহাদিগকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সহযোগী কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষায় লিখিবার নহে। তাঁহাদের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে পরিষদের এক্ষণ সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হইত না। পরিষৎ বর্ত্তমানে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস অল্পকাল সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইলে অদূরভবিষ্যতে আরও উন্নতি সম্ভব। পূর্ক পূর্ক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবের সহিত এই বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অর্থের অপ্রতুলতা অনেকটা দূর হইয়াছে এবং বর্ষণেঘে ঘাটতি ক্ষিয়তি দিয়া আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হইতেছে না। পরিষদের শুভাশুভ সম্বন্ধে বাংলা দেশের জনসাধারণ এখন পূর্কোপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে ; তবে এখনও পরিষদের সদস্ত-সংখ্যা এমন আশাহরুপ হয় নাই, বাহাতে চান্দার টাকাতটে পরিষদের সকল বিভাগের কাজ স্বষ্টরূপে নির্বাহ হইতে পারে এবং আমাদেরকে বরাবরের মত পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়। এই জন্য সকল সদস্তের নিকট আমাদের আন্তরিক নিবেদন, তাঁহারা যেন নিয়মিত-টানাদানকারী সদস্ত-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন।

আলোচ্য বর্ষে আমাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর বর্ষ, সপ্তম ৮ অষ্টম পঞ্চ প্রকাশ, সম্পূর্ণ বাংলা মধুসূদন-গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় উল্লেখ করিতে পারি। পাঠাগার-বিভাগে একতাল আমরা একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার আভাবে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম। আলোচ্য বর্ষে উক্ত তালিকা প্রকাশের কাষা আরম্ভ হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, মাসেক কালের মধ্যে এই তালিকা এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। আর দুইটি বিষয়ের উল্লেখ পরিষদের শুভামুখ্যায়িগণ আনন্দিত হইবেন। একতাল অর্থাভাবে আমরা কর্মচারীগণের বেতন নিয়মিত দিতে পারি নাই। আলোচ্য বর্ষে আমরা দুইজন আজীবন-সদস্তের প্রদত্ত টানার সহায়তায় একটি সাধারণ গচ্ছিত তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর কর্মচারীদের বেতনের অভাব হইলে উক্ত তহবিল হইতে কর্তৃক করিয়া যথাসময়ে তাঁহাদিগকে বেতন দিতে পারিব। আমরা এই বৎসরে সমস্ত গচ্ছিত তহবিলের হিসাব স্বতন্ত্র রাশিবার ব্যবস্থা করিয়া বরাবরের অলুযোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

বিশেষ তৃপ্তির সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের সহকর্মীগণের মধ্যে দুই জনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিষৎ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পূর্বে আমরা কাথানির্বাহক-সমিতির সভা অবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিবৃতি লিখিবার কালেই আমাদের অগ্রতম সহকর্মী চিত্রশালাধক্ষ গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে মর্ষাহত হইলাম। তাঁহার যত ও চেষ্টায় পরিষৎ-সংগৃহীত চিত্রগুলি স্বচুভাবে সজ্জিত হইয়াছে। পরিষৎ-মন্দিরের বর্তমান সুদৃশ্য রূপসজ্জা তাঁহার শিরজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১০ শ্রাবণ



কাথানির্বাহক-সমিতির পক্ষে

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

# পরিশিষ্ট

## ( ক ) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা

### সাহিত্য-শাখা

ঐচ্ছিকচন্দ্র গুপ্ত ( সভাপতি ), ত্রিপুরনিবাহারী সেন, ত্রিপুরালকান্তি ঘোষ, ত্রিভাষাশতকর বন্দ্যোপাধ্যায়, হুয়েশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিমন্মথমোহন বসু, ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল, ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ত্রিবিভাস রায় চৌধুরী, ত্রিযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রিকীর্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, ত্রিসঙ্কনীকান্ত দাস, ত্রিকিরণচন্দ্র দত্ত, ত্রিনীহারবরুণ রায়, ত্রিঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি সম্পাদক, ও ত্রিশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ( আহ্বানকারী ) ।

### ইতিহাস-শাখা

পরিষদের সভাপতি ( সভাপতি ), ত্রিনীহারবরুণ রায়, ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ত্রিজগদ্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রিভিনবনাথ রায়, ত্রিবিভাস রায় চৌধুরী, গণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিকীর্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, ত্রিদেবপ্রসাদ ঘোষ, ত্রিসঙ্কনীকান্ত দাস, ত্রিমন্মথমোহন বসু, ত্রিসরসীকুমার সরস্বতী, ও সম্পাদক, ত্রিমনোরঞ্জন গুপ্ত ( আহ্বানকারী ) ।

### দর্শন-শাখা

ত্রিহরিসত্য ভট্টাচার্য্য ( সভাপতি ), ত্রীচীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ত্রিকর্ণকৃষ্ণ তর্কবাগীশ, ত্রিযোগেশনাথ মিত্র, ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ত্রিউপানচন্দ্র রায়, ত্রিহৃৎচন্দ্র মিত্র, ত্রিহারকানাথ মুখোপাধ্যায়, রেডা: ত্রি এ. দোতেন, ত্রিমন্মথমোহন বসু, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, ত্রিজিতেন্দ্রনাথ বসু ( আহ্বানকারী ) ।

### বিজ্ঞান-শাখা

ত্রিপকানন নিয়োগী ( সভাপতি ), ত্রিদেবপ্রসাদ ঘোষ, ত্রিহারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রিচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রিনিখলনাথ চট্টোপাধ্যায়, ত্রিনিখলকুমার বসু, ত্রিব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ত্রিঅনন্যমোহন সাহা, ত্রিআনুতোষ গুহ ঠাকুরতা, ত্রীচীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ত্রিবিনয়কৃষ্ণ পালিত, ত্রিআমাদাস চট্টোপাধ্যায়, ত্রিবনবিহারী ঘোষ, ত্রিশশাক্ষেশ্বর সরকার, ত্রিনলিনবন্ধু দাস, ত্রিঅচ্যুতচন্দ্র সরকার, ত্রিমনোরঞ্জন গুপ্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, ত্রিগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ( আহ্বানকারী ) ।

### আয়-ব্যয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, ত্রিকিরণচন্দ্র দত্ত, ত্রিঅনাথবন্ধু দত্ত, ত্রিমনোরঞ্জন গুপ্ত, ত্রিহুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিরমণীকান্ত বসু, ত্রিতিনকড়ি বসু, ত্রিকানাইলাল মিত্র, ত্রিরেন্দ্রনাথ বসু, ত্রিপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ত্রিঅনাথনাথ ঘোষ ( আহ্বানকারী ) ।

### ছাপাখানা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীকলীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনন্মোহন সাহা, শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামশঙ্কর দত্ত, শ্রীহরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আস্থানকারী)।

### চিত্রশালা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, গণেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীজিদিবনাথ রায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনিখিলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসি, শ্রীযোগেশচন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীঅরুণেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস (আস্থানকারী)।

### পুস্তকালয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীশান্তি পাল, শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীহিরণ্যকুমার সাক্তান, শ্রীহৃদীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনন্মোহন সাহা (আস্থানকারী)।

## (খ) বর্ষশেষে মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর হিসাব

অনাদিমঞ্চল	৫০	চণ্ডীদাস-পদ্মাবলী	৭৮
ইতিকথা	৫০	দুর্গামঞ্চল	১৪
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	৭৮	ধর্মপুরণ (ময়ূরভট্টের)	১০০
ঋতুসংহারম্	১০	ধর্মপুজাবিধান	১০০
কণারকের বিবরণ	৩২	নবীন ও প্রাচীন	১০০
কবি হেমচন্দ্র	১৫০	নবা রসায়নী বিজ্ঞা	২৭
কালিকামঞ্চল	১০০	নেপালে বাংলা নাটক	৩০
কৌলমার্গ-রহস্ত	১০০	পুন্নাবাণবিলাসম্	৮০
উদ্ভিদ জ্ঞান, ১ম	৫১	বিষ্ণুমুষ্টি পরিচয়	৫২
" ২য়	৫১	বৃন্দাবন কথা	১৫
গঙ্গামঞ্চল	৪০	ভারত ললনা	৪১
গৌরববিজয়	৪৪	বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড	৮
গৌরব-সম্মান	৭৭	" " ৪র্থ খণ্ড	৮৫
গ্রন্থপণ্ডিত	৫০	মঞ্চলচণ্ডী পাকালিকা	৫০
গৌরবপদতরকণী	২২৭	মনোবিজ্ঞান	৬০

মন্দিরা	৫০	রাধারাগী	১২৪
মহাতারত ( আদি )	৬২	লোকরহস্য	৩২৫
মাধুর কথা	১৬০	শ্রীমন্তগবদগীতা	২৫৩
মৃগলুভ	৩০	সাম্য	৭৮২
মৃগলুভ-সংবাদ	৩০	সীতারাম	১১২
রসকন্দ	৩২	রজনী	১৫৪
সখীত রাগকল্পক্রম, ১ম	১২	আলালের ঘরের দুলাল	৩০২
" ২য়	১২	কালীপ্রসন্ন সিংহ	২৫১
" ৩য়	১২	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য	৩৪২
লেখমালাভক্রমণী	১০১	গজাকিশোর ভট্টাচার্য	২৮০
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	২৬	চতুর্দশপদী কবিতাবলী	১৪২
শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৭০	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১২৭
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৪২	বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস	৫১
সংকীর্ণনামৃত	৫০	গ্রায়দর্শন, ১ম খণ্ড	২৫২
সঙ্গসঙ্গাদিনী	৪৮	" ২য় "	৭৩
সারদামঙ্গল	৫০	" ৩য় "	৭২
সৌন্দর্য্যতত্ত্ব	৪০	" ৪র্থ "	৭২
আনন্দমঠ	৭৭৭	" ৫ম "	৭৬
ইন্দিরা	১৮৬	শদকল্পতরু, ২য় ভাগ	১৮৪
কপালকুণ্ডলা	৭৪৬	" ৩য় "	১৪৮
কমলাকান্ত	৭৬৬	" ৪র্থ "	১৮০
কৃষ্ণকান্তের উইল	৮১	" ৫ম "	২২৬
গজপদ্ম বা কবিতা-পুস্তক	৩৪২	পরিষৎ-পরিচয়	২২০
চন্দ্রশেখর	২০২	প্যারীচাঁদ মিত্র	৫৩
দুর্গেশনন্দিনী	৭৬৪	বিবিধ—কাব্য	১৪৩
দেবী চৌধুরাণী	১১১	বীরভদ্রা কাব্য	১৮৬
বিজ্ঞান-রহস্য	৭২৩	ব্রজভদ্রা কাব্য	১২৪
বিবিধ প্রবন্ধ	৮২৫	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৪
বিষয়ক	১২৫	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	২০৬
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	৩০০	রামনারায়ণ তর্করত্ন	২১৮
মৃণালিনী	৮১৬	রামরাম বহু	২৫০
মৃগলাভুরীষ	১৮৭	শ্রীভাষ্য, ৩য় খণ্ড	২০
রাজসিংহ	১৬০	" ৪র্থ "	২০
		" ৫ম "	৩০



বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, ৩য় খণ্ড	৫০	Letters on Hinduism	১৮৭
	৫০	মধুসূদন গ্রন্থাবলী ( রাজ সং ) ১ম, কাব্য	১০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম	৩০৪	" সাধারণ সং	৪৯
" " ২য়	৫২	বঙ্কিম-গ্রন্থ, বিশিষ্ট ১ম	৮৩
" " ৩য়	১৬২	" ২য়	১১২
মেঘনাদবধ কাব্য	১৮৮	" ৩য়	১১৩
একেট কি বলে সভ্যতা ও বুদ্ধ সালিকের		" ৪র্থ	১৫
খাড়ে রোঁ	১৪৪	" ৫ম, Eng.	২২
পদ্মাবতী নাটক	১৪৫	" ৬ষ্ঠ	২৫
হেক্টর-বধ	১৪২	" ৭ম	৩৩
চরপ্রসাদ সংবন্ধন লেখমালা ১ম (কাগজে) ৮৬		রাজ সং ১ম	৭
" " কাগজে ২২		" ২য়	৩
" " ২য় " ৭০		" ৩য়	৩
Catalogue of Sans. Man.	১১৮	" ৪র্থ	৫
Museum Catalogue	৫০	" ৫ম, Eng.	৬
Rabindranath	৪১	" ৬ষ্ঠ	৬
Des. List of Sculptures & Coins	৫৫	" ৭ম	৮
Rajmohan's Wife	১৮৬	জানসাগর	৩৮
Essays and Letters	১২১	ভীষ্মকল	২০

## (গ) বর্ষশেষে উদ্ধৃত ফর্মার হিসাব

গ্রন্থের নাম	বাক সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
কপালকুণ্ডলা	১৪৫	৭৮৬	গজপদ্ম	৫০	৩০০
সাম্য	১৫০	৮০০	মুচিরাম গুড়	৫০	৩০০
বিজ্ঞান-রচন	১৫০	৭২৮	দেবী চৌধুরাণী	৫০	৪০০
আনন্দমঠ	১৫০	২০০	সীতারাম	৫০	৬৫০
তুর্গেশনন্দিনী	১৫০	৭২৫	কৃষ্ণকান্তের উইল	৪৭	৬৪২
কমলাকান্ত	১৫০	৭২২	Rajmohan's Wife	১৪২	৬০০
মৃণালিনী	১৪৮	৮০০	Letters on		
বিবিধ গ্রন্থ	১৫০	৭২২	Hinduism	৪২	৬০০
লোকরচন	৫০	৩০০	রজনী	৪২	৬০০

সপ্তচষারিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ

২৫

গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
রাধারাগী	৪২	৬০০	বিষবৃক্ষ	৫০	৬০০
রাজসিংহ	৪২	৫২৭	চন্দ্রশেখর	৫০	৬০০
Essays & Letters	৪২	৬০০	ঐমতগবদীভা	১০০	৭০০
ইন্দিরা	৫০	৬০০	বন্দী নটশালার		
যুগলাচরীয়	৫০	৬০০	ইতিহাস	—	৫৬৬

(ঘ) বর্ষশেষে আসবাব-পত্রাদির হিসাব

টেবিল	২৬	কাউন্টার	২
চেয়ার	৫২	ক্যাম্প চেয়ার	১
বেঞ্চ	৫৬	বাক্স	১৬
আলমারি—গ্রাসকেস	১০৪	মুদ্রাধার	২
কাঠের আলমারী	২	ইজেল	২
সিলিং আলমারী	১	বক্তৃতা-মঞ্চ	১
শো-কেস	৭	Letter Printing Machine	১
র‍্যাক	৩৬	মুদ্রিত পাদপীঠ	২৬
হোয়াটনট	১	ফায়ার কিং	৩
ষ্ট্যাণ্ড	৬	ঘড়ি	২
টুল	১০	সিলিং ফ্যান	১৬
সিঁড়ি	১০	টেবিল ফ্যান	৩
লোহার সিন্দুক	২		—
র‍্যাক-বোর্ড	৩		৫৮৫



# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

## অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক ক

বর্তমান ১৩৪২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উনপঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। গত অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কাৰ্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

### বাক্ষব

আলোচ্য বর্ষে কেত বাক্ষব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষমধ্যে মহারাজাধিরাজ শ্রাব বিজয়চন্দ্র মহতাপ বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদেব এই দুই জন বাক্ষব আছেন—

১। মহারাজ শ্রাব বিজয়চন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, এবং ২। কুমার জীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

### সদস্য

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

বর্গারম্ভে		বর্ষশেষে	
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৬	...	৫
(খ) আজীবন-সদস্য	১৩	...	১৭
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	৭	...	৫
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	৮০২	...	৮৩১
(চ) সহায়ক-সদস্য	১২	...	২০
৮৫০		৮৭৮	

(ক) আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নিৰ্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অত্যন্তম বিশিষ্ট-সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইয়াছে। বর্ষশেষে ঈদারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। শ্রাব বিজয়চন্দ্র রায়, ২। জিহেরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩। জিহাননন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪। শ্রাব জীবননাথ সরকার, এবং ৫। শ্রাব জিহোপেন্দ্র রায় বাহাদুর।

( প ) **আজীবন-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৬ স্থলে ১৭ হইয়াছে। আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীমোহনলাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেষনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

( গ ) **অধ্যাপক-সদস্য**—আলোচ্য বর্ষে ৭ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং নিশিকান্ত বিহারদত্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৫ হইয়াছে।—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবূষণ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য, ৪। শ্রীঅম্বলাচরণ ব্যাকরণতীর্থ, এবং ৫। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

( ঘ ) **মৌলভী-সদস্য**—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্ধারিত হন নাই।

( ঙ ) **সাধারণ-সদস্য**—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮০২ ছিল। বর্ষমধ্যে ২ জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ৯ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বহু দিন হইতে টাকা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় ৭০ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১২২ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ১৮ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮৩১ হইয়াছে।

( চ ) **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষারম্ভে ১২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ৩ জন নূতন সহায়ক-সদস্য এবং ৬ জন পুরাতন সদস্য পুনর্নির্ধারিত হন। অগ্ৰতম সহায়ক-সদস্য গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ২০ ছিল। ইহাদেব মধ্যে এই বার্ষিক অধিবেশনের দিনে পুরাতন ৪ জন সদস্যের স্থিতিকাল ফুটাইল।

### পত্রলোকেগত বাক্কন ও সদস্যগণ

**বাক্কন**—মহারাজাধিরাজ শ্রর বিজয়চন্দ্র মহতাপ বাহাদুর।

**বিশিষ্ট-সদস্য**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**অধ্যাপক-সদস্য**—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কণিভূষণ তর্কবাগীশ ও নিশিকান্ত বিহারদত্ত।

**সাধারণ সদস্য**—১। জহরলাল পোদ্দার, ২। বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ৩। নরুলেশ্বর বিদ্যাবূষণ, ৪। পূর্বাধিক মুখোপাধ্যায়, ৫। প্রবোধচন্দ্র বসু, ৬। বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। মঙ্গলনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮। যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এবং ৯। শ্রীশচন্দ্র বেদাস্তবূষণ।

এই বান্ধব এবং সদস্তগণের পরলোকগমনে পরিষদ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ঐহারা পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

১। বান্ধব—মহারাজাধিরাজ শ্রী বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর গত ১৩২১ বঙ্গাব্দে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদের বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন। বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক-রূপে বর্ধমান-রাজ্যগণের খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ। ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বর্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন একটি বিরাট সাহিত্য-যজ্ঞরূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে—এই সম্মিলনে বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবিগণের যে বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল, সে রূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। তিনি স্বয়ং এই সম্মিলনের সাফল্যের জন্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি ১৩২২-২৩-২৪-২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে নৈহাটীতে অস্থিতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি পরিষদের বহু অস্থানে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে পরিষদ মন্দিরে বিশেষভাবে সংবর্দ্ধনা করা হয়।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পরিষদের এই সংক্ষিপ্ত কাব্যবিবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ববিশ্রুত পুরুষের কৌটুকখা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। পরিষদের জন্মের ও বাংলা-জীবনের ইতিহাসের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৩০১ বঙ্গাব্দে পরিষদের জন্ম। সেই বৎসর হইতে আমরগ তিনি পরিষদের সদস্ত ছিলেন। প্রথম বৎসরের কন্মাদ্যক্ষগণের মধ্যে পরিষদের সভাপতি হন রমেশচন্দ্র দত্ত ও সহকারী সভাপতি হন নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ। তৎপরে ১৩০২-৩৮-১২-১৩-১৪-১৫-১৬ ও ১৩২৪ এই দশ বৎসর তিনি ঐ পদে নির্বাচিত হন। একাদিকবার পরিষদের সভাপতিপদ গ্রহণে অস্বীকার হইলেও তিনি নিজ স্বাধ্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐ পদের গুরুভার বহনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি বিশিষ্ট-সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথম কয় বৎসর তিনি পারিভাসিক-সমিতি, ভৌগোলিক পরিভাষা-সমিতি, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রণালীর সংশোধনার্থ শিক্ষা-সমিতি, ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতি, প্রাচীন শব্দ-সমিতি ও প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গলার প্রচলন বিষয়ে আলোচনা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে ২৫এ চৈত্র তিনি বাঙ্গলার জাতীয়-সাহিত্য বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ সাহিত্য, মেয়েলি চড়া, বাঙ্গলা শব্দ-বৈত, বাঙ্গলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত ও শব্দ-চয়ন নামক প্রবন্ধগুলি পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০২ বঙ্গাব্দে বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। কিন্তু সে সময় উক্ত পদাবলীর বিশুদ্ধ প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত না হওয়ায় এবং অন্তর্জ (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহারদের) ঐ পদাবলী প্রকাশিত হওয়ায় সাময়িকভাবে এই সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয়। ১৩১১-১৭ চৈত্র তিনি মিনার্ভা রক্ষককে ছাত্রগণকে সাহিত্য-

পরিষদের সম্পর্কে স্বদেশসেবার্থ আস্থান করিয়া “ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরিষৎ গ্রে স্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে স্থাপিত হয়, তদবধি ১৩০৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সেই ভবনেই উহা অবস্থিত ছিল। ঐ বৎসরের শেষে ওরা ফাক্তন শিশু-পরিষৎকে দাখীলফোড় হইতে বাহির করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণের স্বাধীনতা দিবার জন্য যে একাদশ জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁহাদের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয় এবং তৎপরদিবসই (৪ঠা ফাক্তন) ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিষৎ স্থানান্তরিত হয়। এই স্থান-পরিবর্তনের কাজে রবীন্দ্রনাথ অর্থ ব্যক্তিগতভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরে সভ্যগণের চেষ্টায় ও বহু সহৃদয় দাতার অর্থায়নক্রমে বর্তমান পরিষদ্ মন্দির নির্মিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ইহার অত্যন্তম গ্রাসয়ক্ষক হন। ১৩১৮।১৪ই মাঘ টাউন হলে তাঁহার একপঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষৎ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাকে পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রচন্দ্রের জিবেদী যে অপূর্ণ অভিনন্দন-পত্র দান করেন, তাহা আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সংবর্দ্ধনাই স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহার প্রথম সংবর্দ্ধনা। তিনি বিদেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে ১৩২৮।১২ ভাদ্র তাঁহাকে দ্বিতীয় বার সংবর্দ্ধনা করা হয় ও অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে ২ই পৌষ টাউন হলে যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী হয়, তাহাতেও পরিষৎ তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দান করেন এবং তদুপলক্ষে ১৩ই পৌষ পরিষদ্ মন্দিরে তাঁহাকে সাক্ষা সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। ১৩৪২।২২এ বৈশাখ তিনি পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে পরিষদ্ মন্দিরে সাক্ষা সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়। ১৩২১, ৫ ভাদ্র রামেন্দ্রচন্দ্রের জিবেদীকে পঞ্চাশ বর্ষ পুষ্টি উপলক্ষে পরিষৎ হইতে যে সংবর্দ্ধনা করা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন, তাহার ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্য অননুক্রমণীয়। এতদ্ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ পরিষদের বিশিষ্ট অস্থানগুলিতে বাণী প্রেরণ করিয়া সর্বদাই কন্মিগণকে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন।

৩। অধ্যাপক-সদস্য—মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নিরীকৃতি হন। তাহার বহু পূর্বে তিনি ১৩২৪ বঙ্গাব্দে পরিষদ-গ্রন্থ ‘জ্ঞানদর্শন’ মূল সূত্র, বাস্তবায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি দিয়া প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থ ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়, শেষ খণ্ড ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৩৩৭।৪।১৪—৪৮, এই ৭ বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও উল্লেখযোগ্য সকল বাংলা গ্রন্থের নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি পরিষদের অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

## পল্ললোকগত সাহিত্যসেবী

( ক ) রায় রমাশ্রীসাদ চন্দ্র বাহাদুর—ইনি এক সময়ে পরিষদের উৎসাহী সদস্য ও কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন ও এক সময়ে ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন।

( খ ) সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ—এক সময়ে ইনিও পরিষদের সদস্য ছিলেন।

## অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—( ক ) সম্প্রচারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, ( খ ) মাসিক অধিবেশন, ( গ ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, ( ঘ ) শোকসভা, ( ঙ ) বিশেষ অধিবেশন, ( চ ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

( ক ) সম্প্রচারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১০ই জুলাই। সভাপতি শ্রীযুক্তনাথ সরকারের অভিভাষণের পর, মেম্বার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর অগ্রতম কর্তৃপক্ষ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্বাচন, সম্প্রচারিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ, আয়-ব্যয়-বিবরণ এবং সম্প্রচারিংশ বর্ষের আভ্যুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কার্যনির্বাহক-সমিতির সভা-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও অষ্টচক্রারিংশ বর্ষের কার্যধাক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্বাচিত হয়।

( খ ) মাসিক অধিবেশন—১। ২৭ ডায়। ( ক ) শ্রীমেনশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত “গুণানন্দ বিজ্ঞানগীতা” এবং ( খ ) শ্রীমেনশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “কালীদাসী মহাভারতের একখানি নবাবিকৃত পুঁথি” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

২। ১৬ই কাষ্টিক—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুঁথি” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৩। ২১ অগ্রহায়ণ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত “কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৪। ২৩ ফাল্গুন—নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত ৩৬(ক) নিয়ম পরিবর্ত্তন হয় ও শ্রীশীলামোহন সিংহ রায় আজীবন-সদস্য নির্বাচিত হন। কোন প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই।

৫। ১৪ই চৈত্র—নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন হয়। কোন প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই।

( গ ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ডক্টর শ্রীপকানন



নিয়োগের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রচন্দ্রের জীবনীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, শ্রীমদনলাল সেন, শ্রীমদ্রথমোহন বসু, শ্রীগণপতি সরকার, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন।

২। বর্তমান বর্ষের ১৩ই আষাঢ় রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্দশকশততম জন্মদিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও অধ্যাপক শ্রীরত্নী হালদার বক্তৃতা করেন। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ‘কমলাকান্ত’ হইতে আবৃত্তি করেন। সভাভঙ্গের পূর্বে শ্রীকান্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল ‘বন্দে মাতরম্’ গান করেন।

৩। মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-পূজা—বর্তমান বর্ষের ১৪ আষাঢ় সোমবার প্রাতে মাননীয় শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে লোয়ার সাকুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে সাহিত্যসেবীগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বালী সাধারণ পাঠাগার, হেমচন্দ্র পাঠশালা, ওয়াই. এম. সি. এ. বিতর্ক-সভা, বঙ্গভাষা-প্রচার সমিতি, দিনাজপুর-সম্মিলনী প্রভৃতি সভা-সমিতির সভাগণ সমবেত হন। সভাপতি, পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীমদ্রথমোহন বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এবং শ্রীসন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে কবি শ্রীসজ্জনীকান্ত দাসের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীরত্নী হালদার, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও শ্রীজিদিবনাথ রায় কিছু আবৃত্তি করেন।

(খ) শোকসভা—২০এ ভাদ্র, শনিবার—রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্ত এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আচার্য্য সুর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলে পর সুর শ্রীভূতনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহুনীল রায় কবির রচিত গান করেন এবং শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ ও সভাপতি বক্তৃতা করেন, শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীঅমল হোম ও শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির রচনা আবৃত্তি করেন।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। ২০এ অগ্রহায়ণ, সোমবার রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার-বিতরণ-সভা—এই অধিবেশনে শ্রীশ্যামপ্রসাদ দত্ত “ইতিহাস ও ঐতিহ্য” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। ১৩ই চৈত্র, শনিবার। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী “ভক্ত ও বাংলা” বিষয়ে ‘অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা’ করেন।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা—পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতা এবং বক্তৃতাকালে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে ;

কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা স্বাধীন সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৭ই ভাদ্র রবিবার ডক্টর ত্রিপাকানন নিয়োগী “কয়লা হইতে পেট্রল ও কেরোসিন উৎপাদন” বিষয়ে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন। আহ্বানকারী ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীবিজ্ঞানেশ্বর ওহ এবং শাখার সভাপণের সহযোগিতায় গত পূজার পূর্বে বিজ্ঞান-শাখার একটি প্রীতি-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমান সপ্তক সময়ের জন্ত এই আয়োজন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে।

## প্রফুল্ল-জয়ন্তী ও প্রমথ-জয়ন্তী

আলোচ্য বর্ষে ১৭ই শ্রাবণ সিনেট হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়ন্তী-উৎসবে এবং ২০এ ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্ততঃ্য হলে অস্থিতি শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী-সভায় পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি স্ত্রী শ্রীমদ্রূনাথ সরকার মান-পত্র প্রদান করেন।

## উনপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব

১১ই শ্রাবণ ১৩৪৮, (২৭এ জুলাই ১৯৪১), রবিবার—অপরাহ্ন ৪৫০টায় পরিষদের রমেশ-ভবনের হলে উনপঞ্চাশৎ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সংক্রান্ত উৎসব অস্থিতি হয়। পরিষদের সভাপতি এই উৎসবে নেতৃত্ব করেন। এই উপলক্ষে ষাঠার সাহায্য করিয়াছেন, সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদের সহিত তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইলে পর গানের জলসা বসে। প্রথমেই রাওয়ালপিণ্ডীনিবাসী ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ তবলা-লহরী বাজান। পরে অনাথ বহুর ঠুংরী, শ্রীমতী গৌরী মিত্রের ডঙ্কন, ওস্তাদ মুহাম্মদ আলি খাঁর সেতার, কুমার শচীন দেববর্ধনের বাংলা গান, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট ও শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুরের) রসকথা এবং শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের কীর্তন সকলকে মুগ্ধ করে। ইহাদের সকলের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এই উৎসব সংক্রান্ত সঙ্গীতাদির আয়োজনের ভার শ্রীললিনাকান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাগত সভাবৃন্দের জলযোগের ব্যবস্থার ভার শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং তাঁহার কতিপয় উৎসাহী সহকারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষৎ ইহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে পরিষদের যে সকল সদস্য ও হিতৈষী বন্ধু গ্রন্থাদি বিভিন্ন ত্রয দান করিয়াছেন এবং ষাঠার অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাকল্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। অর্থ ও উপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্ত উপহারের বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের প্রথম সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা-উৎসব সংক্রান্ত কার্য পরিচালনায় অগ্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীহুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

## রমেশ-ভবন

### চিত্রশালা

গত বর্ষের সফল অঙ্গুসারে মহারাজ ক্রীশচন্দ্র নন্দী রমেশ-ভবনের পশ্চিম দিকের প্রাচীর-  
গাত্রে স্বর্ণগত মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের রমেশ-ভবনের ভূমিদানবিষয়ক উৎকীর্ণ  
মর্ম্মরফলক স্বনামে প্রস্থত করাইয়া স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাব-  
বশতঃ গ্রন্থালয়ের পুস্তকাদি ও পরিষদগ্রন্থাবলী রমেশ-ভবনে রাখিতে হইয়াছে। চিত্রশালার  
দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষেও সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা  
যায় নাই। এতদ্ব্যতীত রমেশ-ভবনের নীচের তলার পশ্চিম দিকের বারান্দাটি সরকার কর্তৃক  
বিমান-আক্রমণকালের আশ্রয়স্থলরূপে পরিণত হইয়াছে। এ জন্ম পরিষৎকে সাময়িক কিছু  
অস্থাবিধায় পড়িতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

(ক) প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্তা  
স্বধারায়ী দেবী, শ্রীবগলাচরণ গুপ্ত, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও  
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রদত্ত।

(খ) শ্রীকরজাৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত প্রাচীন মুংশিল্লের নমুনা। শ্রীসত্যব্রত সামন্তাল,  
শ্রীঅমল হোম ও শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়-প্রদত্ত সাহিত্যসেবিগণের প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ও হস্তাক্ষর।

## কার্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্যধ্যক্ষ ছিলেন,—

**সভাপতি**—শ্রী শ্রীবদ্রনাথ সরকার; **সহকারী সভাপতি**—শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহারাজ  
শ্রীকীশচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীঅমলমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কবিত্ববর্ণ তর্কবাগীশ  
(পরলোকগমন করিলে) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বমত, শ্রীবতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুগলকান্তি ঘোষ, ডক্টর শ্রীপকানন  
নিরোপী; **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ,  
শ্রীহরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত; **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীউষেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,  
**চিত্রশালাধ্যক্ষ**—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলোকগমন করিলে) শ্রীনির্মলকুমার বসু, **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—  
শ্রীঅনন্দেরমোহন সাহা; **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীঅবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর; **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্তী।

## কার্যনির্বাহক-সমিতি

১। শ্রীবেঙ্গপ্রসাদ বোব, ২। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৫। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৬। রেভারেন্ড শ্রী এ বোভেন, এন্ড-জে, ৭। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, ৮। শ্রীবোমেন্দ্রেন্দ্র বাগল, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১০। শ্রীপ্রকৃষ্ণকুমার সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ১৪। শ্রীঅনাথবল্লভ দত্ত, ১৫। শ্রীজগদ্রাধ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৬। শ্রীত্রিবিদ্যনাথ রায়, ১৭। শ্রীদিশানচন্দ্র রায়, ১৮। শ্রীশান্তি পাল, ১৯। শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ২০। শ্রীহনীল মুখোপাধ্যায়, ২১। শ্রীমনীবিদ্যনাথ বসু, সরস্বতী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৬। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্মভূষণ, ২৭। শ্রীহরীচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮। শ্রীবোমেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

গত বার্ষিক অধিবেশনে যে একজন কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচন স্থগিত ছিল, সেই স্থলে শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাসকে নির্বাচিত করা হয়।

কার্যনির্বাহক-সমিতির দশটি সাধারণ অধিবেশন হয় এবং একবার সাকুল্যর দ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হয়।

সাধারণ কার্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হয়।

( ১ ) পরিষদের দলিলগুলি লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের Safe Custody-তে রাখা হইয়াছে।

( ২ ) Historical Records Commission-এর গবেষণা ও প্রকাশ-বিভাগে স্তর শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকারকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছে।

( ৩ ) ২১এ—২৩এ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে হায়দ্রাবাদে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেসে যোগদানের জন্ত কুমার শ্রীশরদিন্দ্রনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক শ্রীজগদ্রাধ গঙ্গোপাধ্যায়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়।

( ৪ ) অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে মহাবোধি-সোসাইটির সুবর্ণ-জুবিলি উৎসবে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হইয়াছিল।

( ৫ ) ১৯৪২, ২রা ফেব্রুয়ারি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অহুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের প্রাচীন পুথি প্রদর্শনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছিল।

( ৬ ) বর্তমান সাময়িক অবস্থায় কার্যনির্বাহক-সমিতির আদেশ লইবার সময় না থাকিলে পরিষদের কার্যপরিচালন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্ত সম্পাদকের উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

( ৭ ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয় সমিতি, ৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। বার্ষিক কার্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসব সমিতি।

## পুঁথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের হঠৈতী বন্ধুগণের নিকট হইতে দশখানি পুঁথি উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং পূর্বসম্বন্ধিত পত্রাশির মধ্য হইতে দুইখানি পুঁথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় বর্ষশেষে এক মোড়ক পুঁথি উপহার দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে তাহা বাছাই করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। উপহারদাতার নাম ও উপস্থিত পুঁথির সংখ্যা এই,—৮বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ( ৫ খানি ), শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ ( ২ খানি ), শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য্য ( ১ খানি ), শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ( ১ খানি ), শ্রীলক্ষ্মীচরণ দাশগুপ্ত ( ১ খানি )। উপরোক্ত বাঙ্গলা পুঁথি ১০ খানি এবং পত্রাশির মধ্য হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত পুঁথি ২ খানি, সাকল্যে ১২ খানি পুঁথি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্বপ্রকার পুঁথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গলা পুঁথি—৩২৩৭	অসমীয়া পুঁথি—৩
সংস্কৃত " —২৩২৫	ওড়িয়া " —৪
তিব্বতী " — ২৪৪	হিন্দী " —২
ফার্সী " — ১৩	
	৫৮২৮

আলোচ্য বর্ষে ২১১ খানা পুঁথিতে খেরো লাগান হইয়াছে এবং ২৫১ খানা পুঁথি ফিতা দিয়া বাঁধা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় এ বৎসরেও অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এবং অগ্রান্ত অনেক সদস্য পরিষদের পুঁথিশালায় বসিয়া বহু দুস্প্রাপ্য পুঁথি পর্যালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ পর্যালোচিত পুঁথির সংখ্যা দুই শত আটখানা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গোড়ীয় মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেও নানা ভাবে পরিষদের পুঁথি আলোচনার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনার আংশিক ফল প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে যে, পরিষদের বাংলা পুঁথির মধ্যে ১৫ সংখ্যক আদিহীন খণ্ডিত পুঁথিখানিই বদনগঞ্জের হারাদান দত্তের সংগৃহীত পুঁথির প্রধান অংশ—ইহারই প্রারম্ভাংশে বহু সংশয়-বিজড়িত, সাহিত্যিক-সমাজে সুপরিচিত কীষ্টিবাসের আত্মবিবরণ বিद्यমান ছিল—মূল পুঁথি হইতে বিচ্ছিন্ন প্রারম্ভাংশ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে ( মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ৪২, পৃ: ৫৫০ প্রত্নতত্ত্ব )। আরও জানা গিয়াছে যে, পরিষৎ-সংগৃহীত 'ক্ষতবোধ' নামক ৮৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুঁথিখানি ভরত-প্রণীত গ্রন্থসমূহের উপলভ্যমান প্রতিলিপির মধ্যে প্রাচীনতম ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৮।১২৬, পাদটীকা ২ )। এতদ্ব্যতীত পুঁথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী আলোচ্য বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিষদের বাংলা পুঁথিসংগ্রহের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত বাংলা

প্রাচীন পুথির বিবরণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনে পরিষদের পুথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নবদ্বীপের 'হরিবোল-কুটীর' হইতে প্রকাশিত কবিকর্ণপুরের কৃষ্ণাঙ্কিকোমুদী উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান যুদ্ধে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কাবশতঃ কার্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশ অনুসারে আলোচ্য বর্ষের শেষে অতিশয় দৃশ্যাপ্য ১৫৭ খানি বাংলা ও ১০৭ খানি সংস্কৃত পুথি পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কাসিমবাজার-ভবনে সংরক্ষণের জন্ত প্রেরিত হইয়াছে।

## গ্রন্থাগার

গত বৎসর ১৩২২৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং পুস্তকগুলির নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা অ হইতে ন পর্যন্ত ছাপা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে প হইতে হ পর্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুস্তকতালিকার ১ম খণ্ড বাহির হইয়াছে এবং আরও নূতন ৫০০০ পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে। অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে না। এ বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদস্য ও অধ্যুক্ত ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে পরিসংকে সাহায্য কবিত্তে মুক্তহস্ত হন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে গাইকোয়াড় বাহাদুরের ৭৩ খানি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্নের ৩২ খানি ও রায় শ্রীগোপালচন্দ্র মিশ্র বাহাদুরের ১১৪ খানি পুস্তক দান ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বহু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা—শ্রীচিহ্নহরণ সান্তাল—(১) উদ্ভট চন্দ্রিক, ১৮২২; (২) গরের ধারা, ১৮৪৫; (৩) বজ্রিণ সিংহাসন, ১৮১৮; (৪) বহুদর্শন, ১৮২৬; (৫) হিতোপদেশ, ১৮২১; (৬) Introduction to Bengali Language; (৭) জামিতি (রায়কমল ভট্টাচার্য) ১৮৬২; (৮) সংবাদ প্রভাকর, ১৮৪০। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) সত্যনারায়ণ ব্রতকথা (ঈশ্বর গুপ্ত), ১ম সং। শ্রীসজনীকান্ত দাস (১) রজনী, ১২৮৪। শ্রীচিহ্নহরণ চন্দ্রবর্তী—(১) চাপকা সার সংগ্রহ, (২) চাপকা মোক ভাষা কখনং। শ্রীহরকৃষ্ণক বহু—বিবাদার্থবিস্তৃত। শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য—(১) প্রবেশচন্দ্রিকা, ১৮৬২; (২) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্র, ১৮১১, লণ্ডন সং।

ক্রীত পুস্তক-পত্রিকার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দৃশ্যাপ্য—

১। কামদ্বী (তারালঙ্কার) ১ম সং, ১৮৫৪, ২। বিসর্জন (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ১ম সং; ৩। পদ্মাবতী (বাইবেল অনুব্রন বহু) ১৯২৪ পৃষ্ঠা; ৪। বঙ্গোল (অনুব্রন বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৮৬০; ৫। Dictionary in English and Bengalee, Vol. II (Ram Comul Sen) ১৮৩৪; Papers relating to Peary Chand Mittra; উত্তরবাহুচরিত্র, ১৮৭২; The Asiatic Journal and Monthly Register, Jan.

to Dec. 1832 ; Jan. to Aug. 1833 ; Jan. to Aug. 1834 ; Jan., March, April, Sept. to Dec. 1840 ; Jan. to Dec. 1841 ; Jan. to Dec. 1842 ; Jan. to April 1843.

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। Government Printing, Bengal, ৯। Curator, Dacca Museum, ১০। Culture Publishers, ১১। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১২। Government Museum, Madras, ১৩। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১৪। শ্রীতা প্রেস, বোরকপুর, ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬। বিশ্বভারতী, ১৭। রজন পাবলিশিং হাউস, ১৮। ইউ. এন. থর এণ্ড কোং, ১৯। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, এবং ২০। মিত্র শোষ এণ্ড কোং।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ন পূর্ন বৎসরের ত্রায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ৬৫০০ দান করিয়াছেন। পরিষৎ এই দানেব জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ।

বর্তমান অবস্থার জন্য গ্রন্থাগারের বহু দুস্পাধ্য পুস্তক ও পত্রিকা কাসিমবাজার-রাজভবনে সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে।

## গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সাম্বন্ধ-চরিত্রমালার নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৩। তারানাথকর তর্করত্ন, ষারকানাথ বিদ্যাতৃষণ, ৪। অক্ষয়কুমার দত্ত, ৫। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৬। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ৭। উইলিয়ম কেরী এবং ৮। রামমোহন রায়।

ইহাদের মধ্যে 'উইলিয়ম কেরী' ত্রীমজুনীকান্ত দাস-প্রণীত এবং বাকিগুলি ত্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত। এই পঞ্চাশ এই গ্রন্থমালার ১৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই ১৬ খানি পুস্তকের জন্য লেখকস্বয় পরিষদের নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক লন নাই।

এই চরিত্রমালার চাহিদা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে এবং অগোণে সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করিতে হইবে।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় উহার পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণে যে ভাবে টীকা-টিপ্পনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এই দ্বিতীয় খণ্ডেও তদ্রূপ প্রচুর টীকা-টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক ত্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই খণ্ডের জন্য উহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক অন্যান্য চারি শত টীকা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তদ্বিবলের অর্থে প্রথম খণ্ড ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) প্রকাশিত হইয়াছে, এই খণ্ডও ঐ তদ্বিবল হইতেই মুদ্রিত হইয়াছে।

**শ্রীকৃষ্ণকীর্তন**—চতুর্দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ধারিত থাকায় উহার তৃতীয় সংস্করণ বর্তমান বর্ষে প্রকাশ করা হইল। সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিষ্ণুঘরভ এই সংস্করণে বহু নূতন টীকা দিয়াছেন এবং পাঠ সংশোধন করিয়াছেন।

**চর্য্যার্চর্য্যাবিনিষ্কর**—প্রকাশের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে সম্ভব হয় নাই।

**ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী**—ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ রচনা ‘বিবিধ’ নামে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী ও মধুসূদনের গ্রন্থাবলী দেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই দুই গ্রন্থাবলী বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিদধিক ৫০০০ পাওয়া গিয়াছে এবং দেনাপাওনা মিটাইয়া এক্ষণে এই তহবিলে ১২০০ উত্ত আছে। কাযানির্কাহক-সমিতির আদেশে এবং ঝাড়গ্রামরাজের পক্ষে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের অহুমোদনে শ্রীত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাসের সম্পাদনে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্যও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে।

**রামেন্দ্রসুন্দর-গ্রন্থাবলী**—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাস এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

**হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী**—পরিষদের হেমচন্দ্র স্মৃতি-তহবিলের অধে হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত শ্রীত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাস সম্পাদক নির্ধারিত হইয়াছেন।

বর্ষশেষে পরিষদের গ্রন্থাবলীর মদ্ধৃত সংখ্যা পবিশিষ্টে যুগ্মিত হইল। শ্রীতিনকড়ি বন্থ গ্রন্থাবলীর স্টক প্রস্তুত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। বিগত বর্ষে যে সকল গ্রন্থ অপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার সামান্য অংশগুলির চেষ্টায় উদ্ধার পাইয়াছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিষদের দ্বারবান অপরাধ স্বীকার করায় আদালত হইতে মুচলেকা দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অষ্টচ্যারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম নিয়ে দেওয়া হইল—

**প্রাচীন সাহিত্য**—১। বকীর-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুঁথি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, ২। বৌদ্ধ গান ও বোহার পাঠ আলোচনা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৩। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—শ্রীমেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। কুহু—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৫। রামকৃষ্ণের



শিবায়ন—শ্রীপাচুগোপাল রায়, ৬। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র কয়েকটি পাঠবিচার—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

ইতিহাস—১। কৃষ্ণিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২। গুণানন্দ বিজ্ঞাবাগীশ—ঐ, ৩। জগদীশ পঞ্চানন—ঐ, ৪। প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা—ডক্টর শ্রীনিহাররঞ্জন রায়, ৫। ভারতচন্দ্র ও হুরহুট-রাজবংশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ—শ্রীত্রেজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দর্শন—১। ইতিহাস ও ঐতিহ্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। সর্বজ্ঞ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য।

## বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০/- রঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ৭২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা খরিদ করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্ত পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

## কলিকাতা করপোরেশন

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদগৃহাগারেই অল্প পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০/- টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ মন্দির ও রমেশ-ডবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্ত বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অগ্রতম সর্তাছুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কাথানিকাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

## দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, এবং এক জন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে এককালে কিছু সাহায্য করা

হইয়াছে। প্ৰধানতঃ ৬পুলিনবিহাৰী দত্ত মহাশয়েৰ প্ৰদত্ত অৰ্থদ্বাৰা স্থাপিত ‘দুঃস্ব সাহিত্যিক ভাণ্ডাৰে’ৰ টাকাত হুদ হইতেই এই সাহায্য কৰা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডাৰ পুষ্টিৰ জন্তু প্ৰদত্ত পুস্তক বিক্ৰয় দ্বাৰাও কিছু অৰ্থ পাওয়া গিয়াছে।

## শাখা-সমিতি

আলোচ্য বৰ্ষে সাহিত্য-শাখাৰ ১টি, ইতিহাস-শাখাৰ ১টি, দৰ্শন-শাখাৰ ১টি, বিজ্ঞান-শাখাৰ ২টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্ৰিকাৰ প্ৰকাশোপযোগী প্ৰবন্ধ নিৰ্বাচিত হইয়াছিল। আয়-ব্যয়-সমিতিৰ ১২টি, ছাপাখানা-সমিতিৰ ৪টি এবং পুস্তকালয়-সমিতিৰ ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। চিত্ৰশালা-সমিতিৰ কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বৰ্ষে শ্ৰীমজনীকান্ত দাস, স্ত্ৰী শ্ৰীযদুনাথ সৰকাৰ, ডক্টৰ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টৰ শ্ৰীবিৰজাশঙ্কৰ গুহ যথাক্ৰমে সাহিত্য, ইতিহাস, দৰ্শন ও বিজ্ঞান-শাখাৰ সভাপতি এবং শ্ৰীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহা, শ্ৰীমনোৱঞ্জন গুপ্ত, শ্ৰীজিতেন্দ্ৰনাথ বসু এবং ডক্টৰ হীৰেন্দ্ৰকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্ৰমে ঐ সকল শাখাৰ আহ্বানকাৰী ছিলেন।

শ্ৰীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্ৰীহৰলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্ৰীঅনন্মোহন সাহা এবং শ্ৰীনিখিলকুমাৰ বসু যথাক্ৰমে আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, পুস্তকালয় এবং চিত্ৰশালা-সমিতিৰ আহ্বানকাৰী ছিলেন।

## নিয়ম পৰিবৰ্ত্তন

পৰিষদেৰ ৩৬(ক) সংখ্যক নিয়মেৰ “সদন্তগণেৰ নিকট নিৰ্বাচন-পত্ৰ পাঠাইবাৰ সময় ডাকঘৰ হইতে উক্ত নিৰ্বাচন-পত্ৰ পাঠাইয়া মাৰ্টিফিকেট অব পোষ্টিং লওয়া হইবে”—এই অংশ পৰিত্যক্ত হইয়াছে। ২৩।১।৪৮ তাং মাসিক অধিবেশন।

## স্মৃতি-ৰক্ষা

আলোচ্য বৰ্ষে শিল্পী শ্ৰীঅতুলচন্দ্ৰ বসু তাঁহাৰ অঙ্কিত ৱবীক্ষনাধেৰ এক ভৈলচিত্ৰ দান কৰিয়াছেন। শিল্পী আট দিন কবিতাৰ সম্মুখে বসিয়া এই চিত্ৰ আঁকিবাৰ স্থযোগ পাইয়া-ছিলেন। চিত্ৰপ্ৰদাতাৰ নিকট পৰিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় কণিকৃষ্ণ তৰ্কবাগীশ ও প্ৰকাশচন্দ্ৰ সিংহ ৱায় ষ্ঠায়বাগীশেৰ শ্ৰুতি-চিহ্ন প্ৰতিষ্ঠাৰ সন্মত পৃহীত হইয়াছে।

## পরিষদ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ মন্দিরের নিম্নতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি রাজসরকারের অন্তরোধে এ. আর. পি. বিভাগের এক শাখা-কার্যালয়রূপে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ঘরটির চতুর্দিকে সরকার কর্তৃক আবশ্যক মত প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। পরিষদের কতকগুলি আসবাবপত্রও এ. আর. পি.র ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে। পরিষদ যন্ত্রগুলি আসবাবপত্র আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আলোচ্য বর্ষে মহারাজ শ্রীশ্রীচন্দ্র নন্দী স্বায়ে পরিষদ্ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে স্বর্গত মহারাজ স্তর মণীশ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক পরিষদের জন্ত ভূমি দানের বিষয় মর্নব প্রস্তুতফলকে উৎকর্ণ করাঈয়া স্থাপিত করাঈয়া দিয়াছেন।

## বঙ্কিম-ভবন

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবন সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠা-সভায় ঐ ভবন সংরক্ষণের জন্য বঙ্গদেশ-বাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ হইতে এ পর্য্যন্ত ৬০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে রেহাই দিয়াছেন, এই অল্প পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীহরেশচন্দ্র মিত্র এই কাথ্য তত্ত্বাবধান করায় তাঁহার নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কারকাধ্য হইয়াছে। সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তজ্জন পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রস্তাবমত বঙ্কিম-ভবনের রক্ষণাবেক্ষণে ভার নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করিয়াছেন।

## বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট টাকা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিয়োক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদ্যভেদর হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ;—

- ১। বঙ্গীয় রাজস্বকারের বাহ্যিক দান (গ্রহণকাণ্ডের ক্ষত)  
২।           ঐ           ঐ           (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)

- ৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান।
- ৪। আজীবন-সদস্যের টাঙ্গা।
- ৫। সাধারণ তহবিলে দান।
- ৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জ্ঞান দান। (১৩৬৮।১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত)
- ৭। রবীন্দ্র স্মৃতি-সভার জ্ঞান দান।
- ৮। বিজ্ঞান-শাখার প্রীতি-সম্মিলনের জ্ঞান দান।
- ৯। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জ্ঞান দান।
- ১০। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জ্ঞান দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স দান করিয়াছেন। দাস এন্ড কোং এবং শ্রীনবজ্ঞান-নাথ শেঠ দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্বারা প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

## শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে রাঁচীর হিম্মতে এবং হাওড়া-শিবপুরে নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গোহাটা, চট্টগ্রাম, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায় নানারূপ অধিবেশনাদি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আরও তিন স্থানে শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আলোচনাদান রহিয়াছে।

## আয়-ব্যয়

পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্ধৃত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্ধৃত-পত্রে একটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। নৈহাটা কাটালপাড়ার বঙ্কিম-ভবন (বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা) পরিষদের সম্পত্তি। উদ্ধৃত-পত্রে ইহার উল্লেখ নাই; আগামী বর্ষে যথারীতি ইহার উল্লেখ থাকিবে। বর্তমান মহাযুদ্ধের কালে অনেক সদস্য স্থান ত্যাগ করিয়া পরিষদের সমস্তপদ ত্যাগ করিয়াছেন, এই জ্ঞান পরিষদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সম্পাদক বহু দূর সম্ভব, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে পঙ্কিত তহবিলগুলির পৃথক পৃথক হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কার্য বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীমোহন গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিশোধন-কার্যে

সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁচাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সযত্নে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জ্ঞাত্ত তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

## পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষের ২২এ অগ্রহায়ণ শনিবার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিতত্ত্ববিলের সঠক অনুসারে নীতি ও ধর্মবিষয়ক ইতিহাস বিষয়ে রচনার জন্ত রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতিপুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হন। তাঁহার প্রাপ্য রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কারের টাকা তিনি পরিসংকে দান করেন। সঠক অনুসারে পুরস্কারবিতরণী সভায় তিনি “ইতিহাস ও ঐতিহ্য” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(খ) গত ১৪ই চৈত্র শনিবার পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী “তত্ত্ব ও বাংলা” বিষয়ে প্রথম “অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা” করেন। এই বক্তৃতার জন্ত তাঁহার প্রাপ্য দেড় শত টাকা তিনি পরিসংকে দান করিয়াছেন।

এই সকল অর্থ দানের জন্ত পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

## উপসংহার

দেখিতে দেখিতে পরিষদের ইতিহাসে আর একটি বৎসর অতীত হইল। নানান অসুস্থল ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আগামী বৎসরের শেষে পরিষদের বয়স ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। ইংরেজী মতে তখন পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী-উৎসব অদ্বিতীয় হওয়ার কথা। বঙ্গদেশে কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পরিষদের কাহিনী একটি অন্বরণীয় অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু গত বর্ষের শেষার্দ্ধ হইতে বর্তমান বিশ্বব্যাপী মহামুছ বঙ্গদেশের উপর যে করাল চায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র সাধারণের চানার সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখা—বিশেষতঃ কার্য্যকরী অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, তাহা পরিষদের বর্তমান কর্ম্মকর্ত্তৃগণ বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছেন। আনন্দের সহিত এবং কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের সন্ধান সমস্ত এবং পৃষ্ঠপোষকগণ সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও টানা ও অস্তান্ত সাহায্য দান করিয়া পরিসংকে আজিও সজীবিত রাখিয়াছেন। পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং কর্ম্মচারিগণও বিশেষ উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত পরিষদের কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছেন।

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে বন্ধিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা প্রকাশের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’র ২য় খণ্ডের পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণ, ‘ত্রিফলকীর্তনে’র তৃতীয় সংস্করণ এবং সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৮ খানি পুস্তকও এই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের পুস্তকতালিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা আলোচ্য বর্ষে সাড়ে ছয় হাজার টাকার উপর পরিষদের প্রাপ্তি হইয়াছে—পরিষদের জন্মাবধি এক বৎসরে এত টাকার গ্রন্থ বিক্রয় কখনও হয় নাই। বর্ষশেষে পরিষদের বাজার-দেনা ছিল না বলিলে অত্যাশ্চর্য্য হইবে না। এই সকল বিবরণ যদিও উৎসাহবাজক, তথাপি সম্মুখে যে ঘোরতর দুর্দিন আসিতেছে, তাহার জগ্ন প্রাতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সেই দুর্দিনের সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে—নূতন সদস্য সংগ্রহের দ্বারা ইহার বল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই জগ্ন পরিষদের প্রত্যেক হিতৈষী সদস্যকে অন্ততঃ একজন করিয়া সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জগ্ন সনির্বন্ধ অহুরোধ জানাইতেছি।

এই স্থযোগে আগামী বৎসরে পরিষদের ত্রয়স্তী-উৎসব সাক্ষ্যামণ্ডিত করিবার জগ্ন যথাকর্তব্য পালনে বঙ্গবাসীমাত্রেই এখন হইতে অবহিত হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ

কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৪২, ৯ শ্রাবণ

কাধানীক্ষাহক-সমিতির পক্ষে

শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

## পরিশিষ্ট

### (ক) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা

#### সাহিত্য-শাখা

শ্রীজলীকান্ত দাস (সভাপতি), শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশূলিনবিহারী সেন, শ্রীমণিলাল ঘোষ, শ্রীতারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমদ্রথমোচন বসু, শ্রীবোধেন্দ্র বাবল, শ্রীচিৎতাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র বসু, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীবোধেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র লাহা (আজ্ঞাবাহী)।

#### ইতিহাস-শাখা

পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, শ্রীহরীহারচন্দ্র রায়, শ্রীচিৎতাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীজগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীত্রিবিম্বনাথ রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীকল্যাণকুমার বসু, শ্রীহরীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীজলীকান্ত দাস, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীবোধেন্দ্র বাবল, শ্রীঅনাথবন্ধু বসু, শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীমদোরচন্দ্র ভট্ট (আজ্ঞাবাহী)।

## দর্শন-শাখা

শ্রীমতকড়ি যুগোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কপিত্বরণ তর্কবাগীশ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্র রায়, শ্রীহৃৎগুপ্ত মিত্র, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্র রায়, শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅনন্দেরনাথ সাহা, শ্রীভারতনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীদ্বিতেন্দ্রনাথ বসু (আলোককারী)।

## বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীবিজ্ঞানচন্দ্র গুহ (সভাপতি), শ্রীশ্যামলাল নিয়োগী, শ্রীমেননাথ সাহা, শ্রীভারতনাথ যুগোপাধ্যায়, শ্রীমদনোজ্ঞন গুপ্ত, শ্রীমোহনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ যোষ, শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পালিত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীবনবিহারী যোষ, শ্রীদ্বীপকেশব বসু, শ্রীভ্রামরীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামকেশব সরকার, শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্তী, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (আলোককারী)।

## আয়-ব্যয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীমদনোজ্ঞন গুপ্ত, শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীরমণীকান্ত বসু, শ্রীতিনকড়ি বসু, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীঅনাথনাথ যোষ (আলোককারী)।

## ছাপাখানা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীমদনোজ্ঞন গুপ্ত, শ্রীবোমেন্দ্রচন্দ্র বাগল, শ্রীঅনন্দেরনাথ সাহা, শ্রীরাধকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীগঙ্গানারায়ণ পাল, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামশঙ্কর দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এবং শ্রীঅনুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আলোককারী)।

## পুস্তকালয়-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমদনোজ্ঞন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীশান্তি পাল, শ্রীভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীহিরণ্যকুমার সাত্তাল, শ্রীহরীচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীঅনন্দেরনাথ সাহা (আলোককারী)।

## চিত্রশালা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীঅজিত যোষ, শ্রীনির্মলকুমার বসু, শ্রীপূরীদাস যোষ, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীবোমেন্দ্রনাথ বাগল, শ্রীঅর্জুনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস (আলোককারী)।

## (খ) বর্ষশেষে উদ্ভূত গ্রন্থাবলী

অনাবিষয়ক	৪১	কবি হেমচন্দ্র	১৫১
আলালের ঘরের দুলাল	২৩৬	কালিকামঙ্গল	৯১
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	৪৪	কোলমার্শ রহস্ত	১১১
উদ্বিগ্নজন, ১ম	৫১	গঙ্গামঙ্গল	৩৬
ঐ ২য়	৫১	মোরকবিজয়	৪০

মৌর্যপত্তরস্বিনী	২২৬	শ্রীভাষা, ৩য় খণ্ড	২০
মৌর্য-সম্রাট	৭৭	ঐ ৪র্থ "	২০
গ্রহগণিত	৪৭	ঐ ৫ম "	৩০
চতুর্দশ পদাবলী	৭০	সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম	২৮১
জানসামর	৩৬	ঐ ২য়	২৭৪
তীর্থসঙ্গল	২০	সংকীর্ণদাসুত	৪৫
ধর্মপুস্তক	২৭	সর্বসম্বাদিনী	৪৪
ধর্মপুস্তাবিধান	১০০	সঙ্গীত-রাসকল্প, ১ম	১১
নব্যরসায়নী বিজ্ঞা	২৫	ঐ ২য়	১১
নেপালে বাংলা নাটক	২৬	ঐ ৩য়	১১
জায়বর্ণন, ১ম ভাগ	১৫২	সারবাসঙ্গল	৪৭
ঐ ২য় "	৬২	হরপ্রসাদ সংবর্ধন লেখনীমালা, ১ম (কাগড়)	২২
ঐ ৩য় "	৭৭	ঐ ১ম (কাগড়)	৮৪
জায়বর্ণন, ৪র্থ ভাগ	৭০	ঐ ২য় "	৬৭
ঐ ৫ম "	৭৩	Catalogue of Sanskrit Mss,	১১৭
পদকল্পতরু, ২য়	১৭৮	„ Museum	৪৭
ঐ ৩য়	১৮৭	Des. List of Coins & Sculptures	৫৫
ঐ ৪র্থ	১৬৬		
ঐ ৫ম	২০২	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের অন্তর্গত—	
পরিবৎ-পরিচয়	১২৪	ইতিকথা	৫০
প্যারীচাঁক মিত্র	৫৩	নতুনতোরন	১০
পুস্তক-তালিকা (পরিবৎ গ্রন্থাগারের)	৬২	কণারেকের বিবরণ	৩৯
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	৭১	নবীন ও প্রাচীন	১০০
বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড	৮	পুস্তকবিলাসন	৮০
ঐ ২য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড	৮৫	বৃন্দাবন কথা	১৫
বিকৃষ্টি পরিচয়	৫৮	ভারত ললনা	৪১
বোবিসদ্যাবধানকল্পতরু, ৩য় খণ্ড	৪২	সৌন্দর্যতত্ত্ব	৪০
ঐ ৪র্থ খণ্ড	৫০	Rabindranath	৪১
সঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা	৫০	হিন্দী	৫০
সর্বোবিজ্ঞান	৫২		
সহ্যায়ত (আদি)	৬৭		
মাধুর কথা	১০০	সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা	
স্বর্গলুভ	২৯	কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৩৭
স্বর্গলুভ-সংবাদ	২৭	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য	১৪১
রসকল্প	৪৭	ব্রজব্রজ বিদ্যালয়	২০
লেখমালাপুস্তক	২২	ভবানীচরণ কল্যাণাধ্যায়	৮৭
শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৬৭	রামনারায়ণ তর্করত্ন	২২
শ্রীকৃষ্ণসঙ্গল	৪৬	রামরায় বসু	১২১



নন্দাকলাস ভট্টাচার্য	১৪২	বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী	
মৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	১১৮		
রায়চন্দ্র বিদ্যবাসীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থবাসী	১৬৩	রাজ-সংস্করণ	
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৪	১ম খণ্ড	৯
তারাপঙ্কর তর্করত্ন ও দ্বারকানাথ বিদ্যাবূষণ	২১১	২য় „	৪
অক্ষয়কুমার দত্ত	২১৬	৩য় „	৪
জরগোপাল তর্কালঙ্কার ও যদনমোহন তর্কালঙ্কার	২৪২	৪র্থ „	৪
		৫ম „	৪
বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী		৬ষ্ঠ „	৪
সাধারণ সংস্করণ		৭ম „	৪
কপালকুণ্ডলা	৬৫৫	৮ম „	৪
সাম্য	৭৪৬	৯ম „	৮
বিজ্ঞান-রহস্য	৭৫৫		
আনন্দমঠ	৭১২	বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী	
কমলাকান্ত	৬২৭		
জুর্নেশনামিনী	৭১৪	বিশিষ্ট সংস্করণ	
জুগালিনী	৭৭০	১ম খণ্ড	৪১
দেবী চৌধুরাণী	১৬০	২য় „	৭১
বিবিধ শ্রবণ ( ১১২ ভাগ )	৭৭৪	৩য় „	৭৪
লোকরহস্য	২৫২	৪র্থ „	১৪
পদ্ম পদ্ম বা কথিতাপুস্তক	২২২	৫ম „	১২
সুতিরাম গুড়ের জীবনচরিত	২৫৫	৬ষ্ঠ „	১১
সীতারাম	৬২	৭ম „	১৪
কৃষ্ণকান্তের উইল	৯১	৮ম „	১৪
রাজসিংহ	১০৬	৯ম „	১৫
বঙ্গবী	১০৫		
রাধাভাগী	৭৫	মধুসূদন-গ্রন্থাবলী	
Essays and Letters	১৪০		
Rajmohan's Wife	১৩০	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১১১
Letters on Hinduism	১২২	শেখনাঈবদ কাব্য	১৪৬
বিষয়ক	১২১	ব্রজানন্দ কাব্য	২৬
মুগলাসুন্দরী	১৩২	বীরানন্দ কাব্য	১৫৬
ইন্দিরা	১২৭	চতুর্দশপদী কবিতাবলী	৭২
চন্দ্রশেখর	১৩৩	বিবিধ—কাব্য	১১৪
জীবন্তবদনগীতা	১৬৬	শশিষ্ঠা নাটক	১১২
ধর্মভব	১৬২	একেই কি বলে সত্যতা	
কৃষ্ণচরিত্র	১৬২	ও বৃদ্ধ শালিকের বাড়ি রে!	১১০
বিবিধ	১৬৩	পদ্মাবতী নাটক	১১১
		কৃষ্ণকুমারী নাটক	১০৮

মাগাকানন	১১১	মধুসূদন গ্রন্থাবলী, কাব্যখণ্ড (বাঁধাই)	২২
হেক্টর বধ	১০৯	ঐ বিবিধ	২৪

(গ) বর্ষশেষে উদ্ধৃত ফর্মার হিসাব

গ্রন্থের নাম	রাজ-সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ-সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
কপালকুণ্ডলা	১৪০	৭৪৫	গুণপদ্ম	৪১	২৭৫
সাম্য	১৪১	৭৭৫	মুচিরাম গুড়	৪১	২৭৫
বিজ্ঞান-রহস্য	১৪১	৭৫৫	দেবী চৌধুরাণী	৪৩	১০০
আনন্দমঠ	১৪৩	৮৩৬	সীতারাম	৪৩	৫৮৫
দুর্গেশনন্দিনী	১৩৫	৭৭০	কৃষ্ণকান্তের উইল	৪০	৭৯৫
কমলাকান্ত	১৪১	৭৭৫	Essays and Letters	৪২	৫৪২
দুর্গালিনী	১৩৫	৭৮৫	Rajmohan's Wife	১২৮	৫৩৬
বিবিধ প্রবন্ধ	১৪১	৭৭৫	Letters on		
লোকরহস্য	৪১	২৭৫	Hinduism	৪২	৫৪২
রাধারাগী	৪২	৫৪৫	রজনী	৪২	৫৪৫
রাজসিংহ	৪৩	৫৪৩	ধর্মতত্ত্ব	৪৩	৫৪৫
ইন্দিরা	৪৩	৫৪২	শ্রীকৃষ্ণচরিত	৪৩	৫৪৫
মুগ্ধলাভুরী	৪৩	৫৪৪	বিবিধ	৪০	৫৫০
বিষবৃক্ষ	৪৩	৫৪৫	বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস		২৭৫
চন্দ্রশেখর	৪৩	৫৪৫	পুণ্ডক-তালিকা ( পরিষদ গ্রন্থাগারের )		২১৩
শ্রীমন্তশিবলীলা	৪৩	৫৪৫			

(ঘ) বর্ষশেষে আসবাব-পত্রাদির হিসাব

টেবিল	২৬	নোটস বোর্ড	১
চেয়ার	৩৮	কাউন্টার	২
বেঞ্চ	৫৬	ক্যাম্প চেয়ার	১
আলমারি—গ্রাসকেস	১০৪	বাগ	১৩
কাঠের আলমারি	৯	মুদ্রাধার	২
সিলিং আলমারি	১	ইজেল	২
শে-কেস	৭	বকুতা-বক	১
রাক	৩৬	মুদ্রিত পানপীঠ	২৬
হোয়াটনট	১	প্রেসিং মেশিন	১
ট্যাণ্ড	৬	কায়ার কিং	৩
ইল	১০	খড়ি	২
সিঁড়ি	১০	সিলিং ফ্যান	১৩
লোহার সিন্দুক	২	টেবিল ফ্যান	৩
রাক-বোর্ড	২		

## (ঙ) বিশেষ দান

১।	বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের ক্ষত) —	১২০০১
২।	ঐ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মূল্য বাবদ)	২৩৬।০
৩।	কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান	৬৫০১
৪।	আত্মীবন-সদস্যের টাঙ্গা	৫৫০১
	ডক্টর শ্রীবেদনাথ সাহা ২৫০১, শ্রীলীলামোহন সিংহ রায় ১০০১	
৫।	সাধারণ তহবিলে দান	৩১৩১
	জনৈক বঙ্কু ১১১১, শ্রীহরিন্দু আলী ২১	
	শ্রীচিন্তামণি চক্রবর্তী ১৫০১, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৫০১	
৬।	শ্রুতিষ্ঠা-উৎসবের ক্ষত দান। (১৩৪৮।১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত)	
৭।	রবীন্দ্র স্মৃতি-সভার ক্ষত দান	১২১
	শ্রীশ্রীমদ্রাধ সরকার ৫১, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১১	
	কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫১, শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১১	
	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ২১, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য ১১	
	শ্রীসত্যবীকৃত দাস ২১, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু ১১	
	শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ১১	
৮।	বিজ্ঞান-সাধারণ শ্রুতি-সম্মিলনের ক্ষত দান	৩৭১
	কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১, শ্রীমৃণালকান্তি বোষ ১১	
	কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫১, শ্রীপকানন নিজেগী ১১	
	শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ ৫১, শ্রীঅমল হোস ১১	
	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২১, শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী ১১	
	শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১১, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ১১	
	শ্রীরাভিশেখর বসু ১১, শ্রীমদ্রাধমোহন বসু ১১	
	শ্রীঅনাথবঙ্কু দত্ত ১১, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ১১	
	শ্রীশশীন্দ্রনাথ রায় ১১, শ্রীবলাইচাঁদ কুহু ১১	
	রেকা: এ. ধোতেন ১১, শ্রীনির্মলকুমার বসু ১১	
	শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার ১১	
৯।	বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের ক্ষত দান	১২৭।০
	শ্রীমদ্রাধকুমার বসু ১০০১, শ্রীধামিনীকান্ত সোম ২১	
	রাজা শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ২৫১, জনৈক বঙ্কু ১০	
১০।	বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের ক্ষত দান	১১২৭।০
	রায় শ্রীহরেন্দ্র চৌধুরী ৫১, মহারাজ শ্রী শ্রীচন্দ্র নন্দী ১০০১	
	হৃদয় বণিক সমাজ ১০১, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২১	
	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী ৩১, জনৈক বঙ্কু ৬০	

## অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২ই জুলাই ১৩৪২, ২৫এ জুলাই ১৯৪২, শনিবার, অপরাহ্ন ৫।০ট।

### শ্রীমন্নথমোহন বসু—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। সভাপতির বক্তব্য, ২। (ক) অধ্যাপক-সদস্য, (খ) সাধারণ-সদস্য এবং (গ) সহায়ক-সদস্য নির্বাচন, ৩। অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কাণ্ডাবিবরণ পাঠ, ৪। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়বিবরণ, ৫। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভানির্বাহক-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কার্যনির্বাহক নির্বাচন সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ও ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি শ্রীযত্ননাথ সরকার কলিকাতার বাহিরে দেওয়ানে অবস্থান করায় অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীমন্নথমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের ক্রমোন্নতির বিষয় বিবৃত করিয়া, পরিষদের শুভাঙ্কনায়া সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকগণকে এই দুঃসময়ে সর্বপ্রকারে সাহায্য দান করিয়া এই বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতির পথে অগ্রগামী রাখিতে আবেদন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিলেন, প্রথম হইতে গবর্ণমেন্টের বিনা সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বহু সঙ্গ্রহ প্রকাশ দ্বারা পরিষদের খ্যাতি দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ পশ্চিম প্রাচীন বাঙালা সাহিত্য সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে কত দূর সহায়তা করিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। প্রচুর অর্থসাহায্য পাইলে পরিষদের সংকল্পিত ও আরও অতি প্রয়োজনীয় কার্যগুলি সম্পাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

(মূল সভাপতি শ্রীযত্ননাথ সরকার যে অভিভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই পাওয়া গিয়াছে; এই কাণ্ডাবিবরণের শেষে তাহা মুদ্রিত হইল।)

২। (ক) কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীমন্নথমোহন তর্কতীর্থ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

(খ) যথারীতি প্রস্তাবিত ও সম্মত হইলে পর ২১ জন সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত হইলেন।

(গ) কার্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদস্য নির্বাচিত হইলেন,—১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন,

২। শ্রীঅনন্মোহন সাহা, ৩। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ৪। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ও ৬। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ। শেযোক্ত চারি জন পুনর্নির্বাচিত হইলেন।

৩। সম্পাদকের পক্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সম্পাদক শ্রীজগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার উপসংহার অংশ পাঠ করিলেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নৈহাটীর কাটালপাড়ার বন্ধিম-ভবন পরিষদের অগ্রতম সম্পত্তি; ব্যালাঙ্গ-শীটে উহার মূল্য নির্ধারণ হয় নাই। আগামী বর্ষের ব্যালাঙ্গ-শীটে উহার উল্লেখ করা হইবে—এই বিষয় উক্ত বার্ষিক কার্যবিবরণে লিখিত করা হইবে। গত বর্ষের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়-বিবরণ (যাহা ইতঃপূর্বেই সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে) গৃহীত হইল।

৪। সর্বসম্মতিক্রমে উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ গৃহীত হইল।

৫। অগ্রতম ভোট-পরীক্ষক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যনির্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপিত করিয়া জানাইলেন, নিম্নলিখিত ২০ জন সদস্য-পরিষদের উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন,—

(ক) সদস্যগণ কঙ্ক নির্বাচিত—১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৩। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৪। রেভারেন্ড ফাদার এ. দোভেন, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাঠা, ৬। শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। শ্রীহৃগাশরণ চক্রবর্তী, ৮। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৬। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৭। শ্রীজগেন্দ্রলাল ভাট্টা, ১৮। শ্রীলীমোহন সিংহ রায়, ১৯। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২০। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ হইতে নির্বাচিত—১। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী (ভাগলপুর-শাখা), ২। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া-শাখা), ৩। শ্রীভারাপদ ভট্টাচার্য্য (শিলং-শাখা), ৪। রায় শ্রীহরেন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর (ত্রিপুরা-শাখা), ৫। শ্রীললিত-মোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া-শাখা) এবং ৬। শ্রীসত্যভূষণ সেন (গোহাটী-শাখা)।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—১। শ্রীহৃদীরচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্ল।

সভাপতি মহাশয় এই সকল নির্বাচন গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

৬। কার্যনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবানুসারে নিয়োক্ত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে উন-পঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্যনির্বাহক নির্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—শ্রী বহুনাথ সরকার।

সহকারী সভাপতিগণ—১। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। শ্রী মনমোহন বসু, ৩। শ্রী যুগল-  
কান্তি ঘোষ, ৪। শ্রী কানন নিয়োগী, ৫। মহারাজ শ্রী শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ৬। শ্রী হরিহর  
শেঠ, ৭। শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় এবং ৮। রায় শ্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সম্পাদক—শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রী হুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত,  
৩। শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল, এবং ৪। শ্রী তিনকড়ি বসু।

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রী অনন্মোহন সাহা।

কোষাধ্যক্ষ—কুমার শ্রী প্রবোধেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রী জিদিবনাথ রায়।

পুঁথিশালাধ্যক্ষ—শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

সভাপতি মহাশয় এই সকল কর্মধ্যক্ষকে যথারীতি নির্ধাচিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ধাচিত হইলেন—

১। শ্রী বলাইচাঁদ কুণ্ডু, এবং ২। শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেন।

সভার কার্য শেষের পূর্বে সভাপতি মহাশয়, যে সকল কর্মধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলেন,  
তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আগামী কল্যাকার প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সকলকে যোগদানের  
জন্ত আহ্বান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

## সভাপতির অভিভাষণ অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে

শ্রীযত্ননাথ সরকারের বক্তব্য

সমস্ত মহোদয়গণ ও ভদ্রমণ্ডলী, এবার বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না পারায়, আমি যে কর্তব্যবিচ্যুত হইয়াছি, তজ্জন্ত আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। পারিবারিক কারণে এক অভাবনীয় বিপদ আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার আঘাত সহ্য করিবার জন্য এই দূরদেশে, দেৱাদুন শহরে, আমি চারি মাস হইল, থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার প্রবাসকাল ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং পরিষদের সেবা আমার দ্বারা সশরীরে কয়েক মাস হইল হয় নাই, এবং আরও কিছু কাল হইতে পারিবে না। সভাপতির পক্ষে এটি বিষয় ক্রটি। কিন্তু নিয়মের প্যাঁচে এখন আমি এই কাণ্ডাতার হইতে অব্যাহতি ভিক্ষা করিতেও পারিতেছি না। বঙ্গদেশে সকলেই অল্পবিস্তর বিপদে, দুষ্টিভায়ে অথবা কষ্টে আছেন, সুতরাং আমি আপনাদের সকলেরই সহায়ত্ব পাইব বলিয়া আশা পোষণ করি।

এই যে দুর্ভিক্ষের ১৩৪৮ সাল শেষ হইল এবং তাহার পর আরও তিন মাস অতীত হইয়াছে, তাহাতে পরিষৎ যে কত দুঃখকষ্ট, দুর্ভাবনা ও বিপদসম্ভাবনার ভিতর দিয়া গিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কারণ, আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত জীবনে ইহার অল্পভূতি হইয়াছে ও হইতেছে। এই দুঃসময়ে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম সহ্য ও নানাবিধ পষা উদ্ভাবন করিয়া পরিষদের নিয়মিত কাজ চালাইয়াছেন—আমাদের সম্পাদক ব্রজেনবাবু, তাঁহার সহকারী কার্যাব্যাহকগণ এবং স্থানীয় সহকারী সভাপতি ও অন্যান্য বহুগণ। তাঁহাদের সেবার কলে এই দুর্ভিক্ষেরও পরিষৎ ক্ষণগ্রস্ত হয় নাই এবং সমস্ত কর্মচারীদের বেতন সময়মত দেওয়া হইতেছে। এই অভাবনীয় সফলতার জন্য কলিকাতার উপস্থিত পরিষদের সেবকদের কি বলিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা ভাবিয়া পাই না। তবে নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, সমস্ত ঘটনা জানিয়া দেশবাসীরাও আমার মতই এই সব পরিষৎ-সেবকদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

কালের কয়াল প্রকোপে গত বর্ষে বঙ্গদেশ সাহিত্যসুখী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হারাইয়াছে, ইনি আমাদের সহিত বিশিষ্ট-সদস্য ও তৃত্বপূর্ণ সহকারী সভাপতিরূপে সম্বন্ধবদ্ধ ছিলেন। আর

বর্ধমানাধিপ স্ত্রর বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর আমাদের বান্ধব-সদস্য এবং মহামহোপাধ্যায় ফণিকৃষ্ণ তর্কবাগীশ অধ্যাপক-সদস্য, এবং উভয়েই পূর্বতন সহকারী সভাপতি—অকালে মর্ত্যলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদের তিন জনের তিরোধানে বন্ধের—বিশেষতঃ এই পরিষদের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। আমরা নানা সভায় সম্মিলিত হইয়া ইহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়াছি।

সাধারণ-সদস্যদের প্রেরণিতে অনেক নূতন ভ্রমলোক যোগদান করায় গত বৎসরে সদস্য-সংখ্যায় নীট ২০ জন বেশী হইয়াছে।

এই সংশ্বেবে কৃতী শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু তাঁহার অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের অতি মূল্যবান তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিয়া পরিষদ মন্দিরের গৌরব এবং পরিষদের কৃতজ্ঞতার অণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ষাহারা এই চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারাই প্রতিকৃতিকারের নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

আমাদের গত বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার আট খণ্ড, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড ( ২য় সংস্করণ ) ও চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ৫য় সংস্করণ বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আদরনীয় বস্তু। প্রফেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে "রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার" স্বর্ণপদক দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি আভাবিক বদান্তভাবে ঐ পদকের মূল্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন। অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী ৮অধর যুগোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডার হইতে "তত্ত্ব ও বাংলা" বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের পুস্তকালয়ের অমূল্য ভাণ্ডারের বৃহৎ পুস্তকতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যে শত শত বিজ্ঞানী এই পরিষদপাঠাগারে গবেষণা অথবা চিন্তাবিনোদের জন্য প্রত্যহ সমবেত হইয়া জ্ঞানচর্চা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকতালিকা হইতে বিশেষ সুবিধা ও সময় সংক্ষেপ হইবে। মঞ্চস্থলের সদস্যগণও এই তালিকা পাইয়া পরিষদগ্রন্থাগার হইতে সম্পূর্ণ উপকার লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

কাড়গ্রামের বরাক্ত কুমার নরসিং মল্লদেবের প্রদত্ত তহবিল হইতে বহিম ও মাইকেল-গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের ফলে প্রায় ছয় হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। বঙ্গদেশ এই পরিষদের প্রমকল গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এই তহবিলের অর্থে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, শ্রীশ্রী ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধভীতিতে আমাদের পরিষদের অতীব দুস্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তকগুলি মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের অজুগ্রহে কাসিমবাজার রাজবাড়ীতে হানাস্থরিত করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ স্ত্রর মণীন্দ্রচন্দ্রের অজুগ্রহ তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের নিকট পাইতে থাকিয়া এই পরিষদের কমিগণ উৎসাহাধিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন।

গত বৎসর আমাদের দুটি শাখা স্থাপন হইয়াছে,—একটি রাঁচী হিঙ্গুতে, অপরটি হাওড়া শিবপুরে।

আজ, এই পরিষদের প্রধান কর্মচারিরূপে আমি আমাদের সমস্ত বান্ধব, সদস্য ও



দাতাদের চরণে আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি, যেন বর্ষে বর্ষে বাঙ্গালীর এই নিজস্ব জাতীয় পরিষৎ তাঁহাদের অল্পগ্রহ, সহৃদয়তা ও সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত না হয়, এবং আমাদের সাহিত্যসেবকগণ, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কন্মিষ্ম যেন সেই অল্পগ্রহের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ভগবানের কৃপায় পূর্ব্বাকাশের বজ্রনাদী যন যেন কিছু দিন পরে উড়িয়া যাইবে, বজ্র আবার শাস্তির সূর্য্য দেখা দিবে এবং সাহিত্য ও কলা-কুসুম আবার বিকশিত হইয়া জাতীয় দেহে নব জীবনরস ঢালিয়া দিবে।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

## উনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্যবিবরণ

বৰ্ত্তমান ১৩৫০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। গত উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্যবিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে লিখিবদ্ধ হইল।

### বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে পরিষদের এই দুই জন বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ শ্রী যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, ২। কুমার শ্রী নরসিংহ রমণেশ বাহাদুর।

### সদস্য

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

	বর্ধারহে		বর্ধশেষে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৫	...	৪
(খ) আজীবন-সদস্য	১৭	...	১৭
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	৫	...	১২
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	৮০১	...	৮০১
(চ) সহায়ক-সদস্য	২০	...	৭
	<u>৮৭৮</u>		<u>৮২১</u>

(ক) আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য-নির্বাচন হয় নাই। বর্ধমধ্যে অল্পতম বিশিষ্ট-সদস্য হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ধশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৪ হইয়াছে। বর্ধশেষে ইহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রী বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, ৩। শ্রী বিপ্লবনাথ সরকার, এবং ৪। শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে কেহ আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ধশেষে আজীবন-সদস্যগণের নাম নিয়ে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীমোহনলাল রায়, ২। কুমার শ্রী পরমহুয়ার রায়, ৩। শ্রী কীরণচন্দ্র বসু, ৪। শ্রী রূপপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রী নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রী বিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রী সত্যচরণ লাহা,

৮। ঈশ্বরনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি বোষ, ১১। ঈশতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরির শেঠ, ১৩। ঈশানবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেষদাস দাশ, ১৬। শ্রীনিমিটান পাণ্ডে, এবং ১৭। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়।

(গ) **অধ্যাপক-সদস্য**—নূতন নিয়মালুসারে অধ্যাপক-সদস্যের স্থিতিকাল দুই বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের স্থিতিকাল পূর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে চারি জন পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ৮ জন নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১২ হইয়াছে।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমূর্ত্যচরণ সাংখ্যাতীর্থ, ২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাকৃষ্ণ, ৩। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, ৪। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ, ৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিন্দাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৬। শ্রীদ্বৈপ্যচন্দ্র শাস্ত্রী, ৭। শ্রীরাধাচরণ ব্যাকরণকাব্যশাস্ত্রীতীর্থ, ৮। শ্রীহরেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণশাস্ত্রীতীর্থ, ৯। শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিদ্যাকৃষ্ণ, ১০। শ্রীহরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, ১১। শ্রীভববিনোদ বিদ্যাকৃষ্ণ, এবং ১২। শ্রীঅরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

(ঘ) **মৌলভী-সদস্য**—কেহই এই শ্রেণীর সদস্য নির্বাচিত হন নাই।

(ঙ) **সাধারণ-সদস্য**—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮৩১ ছিল। বর্ষমধ্যে ১০ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটয়াছে এবং ৮৪ জন পদত্যাগ করায় তাঁহাদের নাম সদস্য-তালিকা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১২৬ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৩ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে ২ জন সহায়ক-সদস্য এই শ্রেণীর সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯৩১ হইয়াছে।

(চ) **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষারম্ভে ২০ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন নূতন সদস্য নির্বাচিত এবং ৪ জন পুরাতন সদস্য পুনর্নির্বাচিত হন। পুনর্নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে ২ জন সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন নিয়ম অনুসারে ১৭ জন সদস্যের স্থিতিকাল ২ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের নাম বাদ গিয়াছে। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ৭ ছিল।

## পরলোকগত সদস্যগণ

**বিশিষ্ট-সদস্য**—শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত।

**সাধারণ সদস্য**—১। আওতোব বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ, ৩। রণেশচন্দ্র মীল, ৪। রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র, ৫। তারকনাথ রায়, ৬। পুলিনবিহারী দাস, ৭। ভূতনাথ দে, ৮। ভদ্র বসুনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ৯। বাসন্তীচরণ সিংহ এম-এ, বি-এল, ১০। হুগ্রকাশ বোষ, এবং ১১। হরেন্দ্রনাথ রায় এম-এ।

এই সকল সদস্যের পরলোকসময়ে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে পরিষদের সৃষ্টিত একান্ত অনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন মনসী হরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার সহিত পরিষদের সম্পর্কের বিষয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মের স্মৃতি হইতে ইহার দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসের সহিত হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হয়, উহা ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদরূপে পরিণত হয়। তদবধি হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনান্তকাল ( ১৩৪২।৩০ ভাদ্র ) পর্য্যন্ত পরিষদের সহিত নানা বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতে সদস্য ছিলেন এবং ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৩৩১।৩৭।৪৪।৪৫।৪৬—এই পাঁচ বৎসর সভাপতি, ১৩২২।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪—এই ১২ বৎসর সহকারী সভাপতি, ১৩০৪।০৫ বঙ্গাব্দে সম্পাদক এবং ১৩০৬—১০ ও ১৩১৪—২২ এই চৌদ্দ বৎসর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কুন্তিবাসী রামায়ণের আদি ও ১৩১০ বঙ্গাব্দে উহার উত্তর কাণ্ড সম্পাদন করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'গীতাঙ্গ দ্বৈতবাদ' গ্রন্থ পরিষদগ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করেন। পরিষদের অধিবেশনে তিনি বহু প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধের কয়েকটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১১শ অধিবেশনে ( ঢাকায় ) এবং ২০শ অধিবেশনে ( চম্পননগরে ) মূল সভাপতি এবং বর্ত্তমানে ৮ম অধিবেশনে দর্শন-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রমেশ-ভবনের স্তাস-রক্ষক ছিলেন। এই দুইদিকে হীরেন্দ্রনাথের স্বেচ্ছা আত্মসম্মত হারাইয়া পরিষৎ অপরিসীম ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

## পত্রলোকগত সাহিত্যসেবী

১। লেকটেন্যান্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২। চাকচন্দ্র মিত্র, ৩। ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। স্ত্রী নীলরতন সরকার, ৫। হরদয়াল নাগ, ৬। স্বতীন্দ্রনাথ দত্ত, ৭। বোম্বেনচন্দ্র চৌধুরী, ৮। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ৯। ডক্টর হীরলাল হালদার।

ইহাদের মধ্যে আলিপুর কোর্টের উকীল চাকচন্দ্র মিত্র সহকারী সম্পাদক এবং স্বতীন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ এবং অধিবেশনে বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। হরদয়াল নাগ ব্যতীত ইহারা সকলেই পূর্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

## অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—( ক ) অষ্টচম্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, ( খ ) মাসিক অধিবেশন, ( গ ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, ( ঘ ) শোকসভা, ( ঙ ) বিশেষ অধিবেশন ও ( চ ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

( ক ) অষ্টচম্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন।—২ই প্রাবণ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক,

সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্বাচন, অষ্টচত্বারিংশ বার্ষিক কার্যবিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ এবং উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কর্তব্যাক্ষ এবং আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্বাচিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১৩৪২।২২এ আশ্বিন প্রথম, ২৩এ অগ্রহায়ণ দ্বিতীয়, ২৫এ পৌষ তৃতীয়, ২৫এ মাঘ চতুর্থ, ২৬এ ফাল্গুন পঞ্চম, ২৪এ চৈত্র বর্ষ, ১৩৫০।২৪এ বৈশাখ সপ্তম, ৮ই আষাঢ় অষ্টম, এবং ২৮এ শ্রাবণ নবম মাসিক অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে নির্দিষ্ট কার্য (সাধারণ ও অধ্যাপক-সদস্য নির্বাচন, ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন, প্রবন্ধাদি পাঠ ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ) ব্যতীত ৩য় অধিবেশনে পরিষদ-মন্দির ও রমেশ-ভবনের গ্রাস-রক্ষক নির্বাচন, ৫ম অধিবেশনে নিয়মাবলী সংশোধন এবং পরলোকগত সদস্য জে. সি. ব্যানার্জির চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত সপ্তম মাসিক অধিবেশনে লালমোহন বিজ্ঞানিদি মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিক স্মৃতি-সভা ও তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। ১৪ই কার্তিক রবীন্দ্রনাথের, ২। ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের, ৩। বর্তমান বর্ষের ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদীর, এবং ৪। ১৪ই আষাঢ় মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়।

(ঘ) শোক-সভা—১৫ই কার্তিক। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ এই দিন পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। বর্তমান বর্ষের ২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনে পরিষদের নামের বানানে যে বৈষম্য ছিল, তাহা সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত হয়, এবং ২। ২৩এ আষাঢ়ের বিশেষ অধিবেশনে উক্ত ২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ অধিবেশনের কার্যবিবরণ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা—২৮এ কার্তিক বিশেষ অধিবেশনে ডাক্তার এন. এন. দাস 'ব্যাাক্টেরিয়া ও ভাইরাস' সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন।

## সংবর্দ্ধনা

(ক) বর্তমান বর্ষের ২রা জ্যৈষ্ঠ ডক্টর ত্রীকালিদাস নাগের বালীগঞ্জ ভবনে পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য, জুতপূরক সহকারী সভাপতি ও প্রবীণ সাংবাদিক ত্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের সভাপতির নেতৃত্বে কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ সংবর্দ্ধনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে এক মানপত্র (চন্দনকাঠের পেনটিকা সমেত) দেওয়া হয়।

## পঞ্চাশত্তম এবং একপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব

(ক) আলোচ্য বর্ষের ১০ই শ্রাবণ পরিষদের পঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে পরিষদের হিতৈষিণ বহু গ্রন্থ, প্রাচীন পুঁথি, নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি, প্রাচীন মুদ্রা, সাঁওতালগণের ব্যবহৃত দ্রব্য দান করেন।

(খ) বর্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ পরিষদের একপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব হয়। এই উপলক্ষেও প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি, পুস্তকাদি পরিষদের হিতৈষিণ উপহার দেন। ত্রিবেণীমোহন ঠাকুর তাঁহার স্বর্গগত কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চায় উৎসাহদানার্থ 'লীলাদেবী স্মৃতিভাণ্ডার' স্থাপনের জন্য যে ৩০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন, তাহা বিজ্ঞাপিত হয়। তিনি ঐ সঙ্গে ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য লীলা দেবীর রচিত যে পুস্তকগুলি দান করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা হয়। এই দুইটি অস্থগ্ৰন্থ উপলক্ষে পরিষদের যে সকল সহায় ও হিতৈষী বহু বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই উৎসবে পরিষদের প্রথম বৎসরের সভ্য ডাক্তার ত্রিহৃদরীমোহন দাস প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। যে সকল শিল্পী আবৃত্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের দ্বারা সমাগত স্মারিকদের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

## কার্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্মধ্যক্ষ ছিলেন,—

**সভাপতি**—শ্রী ব্রজনাথ সরকার; **সহকারী সভাপতি**—শ্রী ব্রজনাথ দত্ত (বৈদ্যনাথের পর) শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মহারাজ শ্রী শ্রীচন্দ্র নন্দী, শ্রী ব্রজনাথ বসু, শ্রী ব্রজনাথ চৌধুরী, শ্রী হরিহর শেঠ, শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যাবর্ত, শ্রী বালকান্তি গোস্বামী এবং ডাক্তার শ্রী পদারবিন্দ নিয়োগী; **সম্পাদক**—শ্রী ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; **সহকারী সম্পাদক**—শ্রী বালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত; **অভিযুক্ত** বহু (পত্রাঙ্গন করায়) শ্রী ব্রজনাথ বোস, এবং শ্রী ব্রজনাথ বালগ; **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রী ব্রজনাথ বালগ; **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—শ্রী ব্রজনাথ রায়; **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রী ব্রজনাথ বালগ; **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রী ব্রজনাথ ঠাকুর; **পুঁথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রী ব্রজনাথ বালগ।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্তমান সময়ে সকল দ্রব্যের দুর্ভূলাভাবশতঃ কর্মচারিগণের বৈমন্দিন অভাব আংশিক লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের মাসিক বেতনের উপর কিছু কিছু ত্রুটি এই ভাবে দেওয়া হইয়াছিল,—(ক) পত্র পুঁথার সময় সমস্ত কর্মচারীকে তাঁহাদের

অর্ধ মাসের বেতন বোনাস, (খ) ত্রিশ টাকা বা তদ্বিশ বেতনভোগীদিগকে প্রতি মাসে ৪।৫ হিসাবে ভাতা এবং (গ) এই শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রত্যেককে পূজার সময় একপানি করিয়া ধুতি দেওয়া হয়। সময়ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বর্তমান বর্ষের জন্তও বজেটে কর্মচারীদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

## কার্যনির্বাহক-সমিতি

১। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৩। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৪। রেভারেন্ড কাথার এ থোমেন, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। শ্রীহর্নাশরণ চক্রবর্তী, ৮। শ্রীকিরণ-চন্দ্র দত্ত, ৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৬। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৭। শ্রীবিজেন্দ্রলাল ভাদ্রাচাঁ, ১৮। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৯। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ২০। শ্রীভাবিনীকুমার কর বার, ২১। শ্রীবাধনসাল রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, ২৪। রায় বাহাদুর শ্রীহরেন্দ্র সিংহ রায়, ২৫। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৬। শ্রীললিত-মোহন মুখোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীহৃদীরকুমার রায় চৌধুরী, এবং ২৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজল।

আলোচ্য বর্ষে কার্যনির্বাহক-সমিতির ১৭টি অধিবেশন হইয়াছিল। সাধারণ কার্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হয়—

১। পাঠ্য পুস্তকে চলতি ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে বেঙ্গল টেক্সট বুক কমিটির প্রস্তাবের উত্তরে জানান হয় যে, পরিষদের মতে পাঠ্য পুস্তকে চলতি ভাষা প্রচলন কর্তব্য নহে।

২। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কার্যকরী সমিতিতে রায় বাহাদুর শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়।

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেকচারার নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্বাচন-সমিতিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (গ) জগন্নারায়ণী হুবর্ণ-পদক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, এবং (ঘ) সরোজিনী বহু পদক-প্রদান-সমিতিতে শ্রীঈশানচন্দ্র রায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন।

৫। বর্তমান সাময়িক অবস্থায় কার্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিয়া আদেশ লইবার অপেক্ষা না করিয়া কার্যালয়ের সকল প্রকার কার্যের ব্যবস্থা করিবার তার সম্পাদকের উপর অপিত হইয়াছে।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। গুণতালয়-সমিতি,

৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-শ্রুতিসভা ও রবীন্দ্রনাথ শ্রুতিসভা-আহ্বান-সমিতি, ১০। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংবর্ধনা-সমিতি, ১১। বার্ষিক কার্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি, ১২। প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি।

## রমেশ-ভবন

### চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

প্রাচীন মুদ্রা—শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়—১

“ শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায়—২

প্রাচীন মুষ্টি—শ্রীমতী বেলাবাসিনী গুহ—২টি

সাঁওতালদিগের ব্যবহৃত কতকগুলি দ্রব্য এবং তন্মধ্যস্থ একটি লিপিযুক্ত লাঠি—ডক্টর শ্রীশশীকশেখর সরকার

প্রাচীন নকশাযুক্ত ইষ্টক—শ্রীহুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন চন্দ্রনগরের কতকগুলি ঐতিহাসিক স্থানের ফোটো—শ্রীহরিহর শেঠ

কবি নবীনচন্দ্র সেন-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থের হস্তলিপি—(ক) কুরুক্ষেত্র, (খ) বৈবতক, (গ) খৃষ্ট, (ঘ) আমার জীবন (২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম), (ঙ) অমৃতাত, (চ) ভাষ্কর্য, (ছ) প্রভাস, (জ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং (ঝ) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী। এইগুলি কবিবরের পৌত্রী শ্রীমুক্তা কবিতারাগী দাশগুপ্তা, শ্রীমুক্তা বীণারাগী সেনগুপ্তা এবং শ্রীমুক্তা অমৃতারাগী দেবী মহাশয়ার প্রদত্ত এবং রায় বাহাদুর শ্রীসরলকুমার বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার জন্ত চিত্রশালার দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষেও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

### পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পুথিশালার মোট ৪৬ খানি পুথি সংযোজিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উপহার-স্বরূপে প্রাপ্ত পুথি ৩৪ খানি এবং পূর্বসঞ্চিত পত্ৰরাশির মধ্য হইতে বাছিয়া উদ্ধার করা হয় ১২ খানি। মোট ৪৬ খানি পুথির মধ্যে সংযুক্ত পুথি ৪২ খানি এবং বাকী পুথি ৪ খানি। যে সকল হিষ্টেবী ব্যক্তি পুথি উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত ( ২৭ খানি ), ৮যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ( ৪ খানি ), শ্রীচিত্তম্ব সান্যাল ( ২ খানি ), শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক ( ১ খানি )। বর্ষশেষে সর্বস্বত্ব পুথি



## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—বাংলা ৩২৪১, সংস্কৃত ২৩৬৭, তিব্বতী ২৪৪, কানী ১৩, অসমীয়া ৩, ওড়িয়া ৪, হিন্দী ২; মোট ৫৮৭৪।

কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্তের প্রদত্ত পুথির মধ্যে চক্রবর্ত্ত গ্রন্থের 'রত্নপ্রভা' নামে একখানি প্রাচীন টীকা পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানি ঋণিত হইলেও বিশেষ মূল্যবান ও দুস্পাণ্য। শ্রীকীর্তনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত পুথি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ আলোচ্য বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান বর্ষে সংগৃহীত পুথির মধ্যে মনোহর কবির 'গোপালচরিত', টুটুকনাথের 'রমেন্দ্রচিন্তামণি' ও শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের র্ত্ত মহাভারত—আদি পর্কের বাংলা অম্ববাদ উল্লেখযোগ্য। পূর্ক-সংগৃহীত পুথির মধ্যে রূপগোস্বামীর 'স্বরগমকলৈকাদশ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বিষয় (১১১৬) ডক্টর শ্রীমূল-কুমার দে তাঁহার *Vaisnava Faith and Movement* গ্রন্থে (পৃ. ৫১৪-৫) মুদ্রিত করিয়াছেন এবং শিবরাম ঘোষের কালিকামন্ডলের বিস্তৃত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার আলোচ্য বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বজ্রিণ সিংহাসনের নবীন রূপ' নামক প্রবন্ধে পুথিশালাধ্যক্ষ কর্ত্তক প্রদত্ত হইয়াছে। *Indian Historical Quarterly* পত্রিকায় (১৯৩৫-৭) এ সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ক পূর্ক বর্ষের ত্রায় আলোচ্য বর্ষেও অধ্যাপক শ্রীকীর্তনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীহরকুমার সেন, অধ্যাপক শ্রীত্ৰিদিবনাথ রায়-প্রমুখ অনেক সদস্য পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া অনেক পুথি পর্যালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ পর্যালোচিত পুথির সংখ্যা—৫১। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে একখানি পুথি ধার লইয়াছিলেন।

## গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের ২০০০ পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকাও প্রস্তুত হইতেছে। অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে না।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে স্বর্গীয় জে. সি. ব্যানার্জির পত্নী শ্রীমুক্তা সরসীবালা দেবীর ২৮২ খানি ও ডক্টর শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর ১২৬ খানি পুস্তক দান বাতীত বহু প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রভাভা: শ্রীপুলিনবিহারী সেন—(১) রবীন্দ্রনাথ-লিখিত রামমোহন রায়, ১ম সং। (২) শ্রীকমল সরকার—(ক) নিশাকুন্ডম ১২৮৪, (খ) কবিতাকুন্ডম-মালা, ১ম ভাগ ১২৮০, (গ) দোললীলা, ১৮৭৮, (ঘ) গোপালতাপনী ১২৮০, (ঙ) নিবন্ধন তত্ত্ব ১২৮৪। শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিতাকুন্ডম—(ক) দীতিবর্ত্ত প্রবৃত্তি প্রসঙ্গ, ১২৭০, (খ) হাদরনাম্বত, ২য় সং ১২৬১, (গ) প্রবোধকুমার নাটিকা, ১৮৭০, (ঘ) শ্রীকমল দীতিবর্ত্ত, ১৮৭০, (ঙ) বনোয়প্রসঙ্গ ইতিহাস, ১৮৪৪, (চ) দীঘরহস্ত, ২য় ভাগ, ১৮০১, (ছ) হুতো বিনোদ, ১২০৪, (জ) গোপালকাবিনী, ১৮৫৬, (ঝ) সত্য চন্দ্রোদয়, ১৮১১ সংকং। শ্রীকীর্তনচন্দ্র

ভাটার্জি:—Hooghly College Register 1836—1936; ঐকিত্তিমোহন ব্ধোপাধ্যায়—(ক) বহুভাষ্য, ১২২০, (খ) ঐ ১২২০; (গ) বহুভাষ্য, ১২৮৮, বৈশাখ—আধুনিক; (ঘ) প্রচার, ৩য় বর্ষ, ১২৩০-৩১; (ঙ) কবিতা, ১২২০; (চ) আলোচনা, ১ম বর্ষ; (ছ) বিদ্যাবিবাধ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, ২য় বর্ষ, ১২১১ সংখ্যা।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দৃষ্টাপ্য—

১। Reis and Rayyat, 1882, 1898; ২। Account of the Writings, Religions and Manners of the Hindoos, in 4 vols. (W. Ward) 1811; ৩। বৃত্তসংহার ১২ বর্ষ, ৩য় সং, ১৮২১; ৪। Index to the Press Lists of the Department of Records. 1748-1800; ৫। Babar (Lane-Poole); ৬। দত্তকমীমাংসা (ভরতচন্দ্র শিরোমণি); ৭। দত্তকচন্দ্রিকা (ভরতচন্দ্র শিরোমণি) ১৮৫৭; ৮। জীবদ্ভাগবত (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৮৩০; ৯। Bengal Celebrities, vols. I and II; ১০। David Hare (Pearychand Mittra) 1877; ১১। History of the Bengali Literature in the 19th Century (S. K. De); ১২। বিবিধতন্ত্র (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়); ১৩। কলিত জ্যোতিষ ১ম-১০ সংখ্যা, (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়)।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তকাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Imperial Library, ৭। Government Printing, Bengal, ৮। Curator, Dacca Museum, ৯। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১০। Government Museum, Madras, ১১। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩। বিশ্বভারতী, ১৪। রক্তন পাবলিশিং হাউস, ১৫। এস. কে. মিত্র এন্ড কোম্পানী, ১৬। মাদ্রাস—দীপালী গ্রন্থালয়, ১৭। Government of India, ১৮। Keeper of the Records of the Govt. of India.

কলিকাতা কর্পোরেশন পূর্ন পূর্ন বৎসরের জায় আলোচ্য বর্ষেও গ্রন্থ ক্রয়ের অস্ত ৬৫০০ দান করিয়াছেন। পুস্তকালয়-সমিতির নির্দেশমত পুস্তকাদি পরিদ করা হইয়াছিল।

## গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সাধক-চরিত্রমালার নিম্নোক্ত-সংখ্যক গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, ১৮। জৈনচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। নীনবন্ধু মিত্র, ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ২৫। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৬। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৭। ভাষাচরণ শর্মা সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৮। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৯। স্বর্নকুমারী দেবী, এবং ৩০। মীর মশারুফ হোসেন। ঐজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের

সৌভাগ্যে পরিবর্তনের বর্ণকুমারী-স্মৃতি-তহবিলের উদ্ধৃত হৃদের টাকায় ‘বর্ণকুমারী দেবী’ মুদ্রণের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে। অত্যন্ত কালের মধ্যে এই চরিতমালার গ্রন্থগুলির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষমধ্যে ১ম সংখ্যা হইতে ২৩শ সংখ্যক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

এই চরিতমালার ‘বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’ শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস উভয়ের রচিত, ‘রাধাকান্ত দেব’ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের রচিত এবং অবশিষ্টগুলি শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। এই সকল গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য লেখকগণ কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

**ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী**—শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় আলোচ্য বর্ষে ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী ঢাকা-টিল্লনী সড় দুই ধণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকগণ এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

**দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী**—আলোচ্য বর্ষে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশে এবং ঝাড়-গ্রামরাজের পক্ষে শ্রী বি. আর. সেনের অন্ত্রমোদনে শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। বর্ষমধ্যে ‘নীলদর্পণ’ ও ‘সধবার একাদশী’ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ‘জামাই বারিক’ বস্ত্রস্থ রহিয়াছে। এই গ্রন্থ সম্পাদনে সম্পাদকদ্বয় কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

**বক্ষিমচন্দ্রের রচনাবলী**—আলোচ্য বর্ষে ১। দেবী চৌধুরাণী ও ২। কৃষ্ণকান্তের উইল নিঃশেষিত হওয়ায় উভাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

**মধুসূদন-গ্রন্থাবলী**—আলোচ্য বর্ষের শেষে মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ১২ খানি গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ষমধ্যে ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’ এবং ‘ত্ৰাজ্ঞানা কাব্য’ এবং ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ‘কৃষ্ণকুমারী নাটক’ বস্ত্রস্থ। অবশিষ্টগুলি ক্রমশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইবে। এই গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

**রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়**—‘সাহিত্য-নিকেতন’ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত রবীন্দ্রনাথের সকল বাঙালা গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য পঞ্জী ‘রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়’ নামে সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপঞ্জীতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলির পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। ইহাও নিঃশেষিত হইয়াছে, নীতাই পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে।

**কৃষ্ণজনাথ অমৃতদাস**—বছর করেক জন শক্তিশালী অথচ অধুনাবিস্তৃত কবির কাব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি ‘বাংলার কবি ও কাব্য’ নামে এক জ্যেষ্ঠ

গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনীকান্ত দাস এই গ্রন্থমালার সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ ‘ব্রজেননাথ মজুমদার’ প্রকাশিত হইয়াছে। “সাহিত্য-নিকেতন” হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশের বাবতীয় ব্যয়ভার তাঁহাদের।

চর্য্যাচর্য্যাবিনিস্চয়, রামেন্দ্রসুন্দর-গ্রন্থাবলী এবং হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে হইয়া উঠে নাই। রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাতুলিপি পরিষদের হস্তগত হয় নাই বলিয়া উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

(ক) বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনার উপকরণ হিসাবে ইং ১৮৬৭ হইতে ১৮৯৯ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। এই তালিকা কলিকাতা গেজেটের পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ হইতে সংকলন করিতে হইবে। তদুদ্দেশ্যে একজন লেখক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং কাজও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। (গ) আগামী বর্ষে পরিষদের স্তবর্ণ জুবিলি উপলক্ষে ‘পরিষৎ-পরিচয়’র এক সংক্ষিপ্ত ও শোভন সংস্করণ প্রকাশের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল হইতে প্রকাশিত বক্রিমচন্দ্রের সচনাবলী, মধুসূদন-গ্রন্থাবলী ও ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা কিকিদ্দমিক ৫৮০০ পাণ্ডা গিয়াছিল। বাজার-দেনা মিটাইয়া বর্ষশেষে এই তহবিলে উদ্বৃত্ত আছে কিকিদ্দমিক ৬৫০০।

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান ১২০০ পাণ্ডা গিয়াছে। সুদ ও গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা লালগোলা-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলে কিকিদ্দমিক ৭৩০ পাণ্ডা গিয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে মূলধন সমেত ১৬৮০০ টাকার উপর মজুদ আছে।

## সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

উনপঞ্চাশত্তম ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রবন্ধ-সংখ্যা নিয়ে দেওয়া হইল। এই সকল প্রবন্ধ সাহিত্যাদি শাখার অহুমোদিত। কাগজের দুপ্রাপ্যতা ও দুর্খ্যুলাতার জন্য পত্রিকার কলেবর স্বর্ধ করিতে হইয়াছে।

প্রাচীন-সাহিত্য—৬, ইতিহাস—৮, ভাষাতত্ত্ব—১, এবং বিবিধ—১।

## বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য যে ৭২খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা রাজসরকার

## বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

একাত্তর কাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সাময়িকভাবে বর্তমান বর্ষ হইতে পুনরাবেশ না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে, এইরূপ আদেশ আসিয়াছে।

## কলিকাতা করপোরেশন

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদগ্ৰন্থাগারের ভগ্ন পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০ টাকা দান করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে (বায় সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে) করপোরেশন এই দানের শতকরা ২২ কম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। করপোরেশন পরিষদ-মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই ক্ষত্র বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অগ্রতম শর্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্যানির্বাহক-সমিতির এবং পুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

## দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, এক জন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে ও এক জন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল এবং এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে ও এক জন সাহিত্যিককে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বর্তমান বর্ষে প্রবীণ সাহিত্যিক ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীকে এককালীন সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৮পুলিনবিহারী দত্তের প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের স্রদের টাকায় এই সকল সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই ভাণ্ডার পুষ্টির অস্ত্র যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়াও কিছু অর্থাগম হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে ত্রীমতাব্রত রায় ঙ্গাহার স্বর্গগত পিতা ডাক্তার বরদাকান্ত রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ভাণ্ডারে ৫০ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন।

## নিয়ম পরিবর্তন

আলোচ্য বর্ষে ২৩এ কানুন তারিখের মাসিক অধিবেশনে পরিষদের প্রচলিত নিয়মাবলীর নিম্নোক্ত ধারাবলির সংশোধন ও পরিবর্তন হইয়াছে,—

সংশোধিত নিয়ম-সংখ্যা—১২, ১০ (খ), ১১, ১২ (খ), ১৪, ১৬ ও ১৬ (ক), ১২, ২০,

২৭, ২৭ (ক), ৩৪, ৩৬, ৩৬ (ক), ৩৬ (খ), ৩৮ (ক), ৪২ (ক), ৪২ (গ), ৪২ (ঘ), ৪৩ (খ), ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৯০ এবং ১০১।

পরিবর্তিত নিয়ম-সংখ্যা—১৫ (ক), ২১, ২৪, ৩৮ (ঙ), ৫৮, ৬৩ নিয়মের 'ট্রষ্টব্য' অংশ, ৭৩, ৮৭, ৯৬, ৯৭ এবং ৯৮।

এই সকল সংশোধনাদির ফলে পুরাতন নিয়মাবলীর ক্রমিক সংখ্যার পরিবর্তন হইয়াছে। পরিষদের সমুদয় নিয়মাবলী উক্তরূপে পরিবর্তনাদির পর যে ভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহা মুদ্রিত হইয়াছে এবং এই সংশোধিত বাংলা নিয়মাবলী ২ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে এবং তাহার ইংরেজী অমূল্যবাদ ৩০ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে রেজিষ্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানির আপিসে ষথারীত দাখিল করা হইয়াছে।

## মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন ১৮৯৯/১৯৪৩ই এপ্রিল রেজিষ্টারী হয় এবং উহার নকল (certified copy) পরিষদের দপ্তর হইতে বিগত বর্ষে লয়েডস ব্যাঙ্কের জিফায় রাখা হয়। পরিষদের কোম্পানীর কাগজের হুদ বাহির করিবার সময় দিল্লীর পাবলিক ডেট অফিস উক্ত মেমোরেণ্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের সার্টিফিকেট কপিতে স্থানে স্থানে পরিষদের নামের ইংরেজী বানান-বৈষম্য প্রদর্শন করিয়াই উহা সংশোধনের জন্ত লয়েডস ব্যাঙ্কের মারফতে এখানে ফেরত দেন। তদনুসারে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ (ইং ১৬ মে ১৯৪৩) তারিখের বিশেষ অধিবেশনে পরিষদের সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া "Bangya" ও "Parishad" স্থলে "Bangiya" ও "Parishad" এই বানান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত যে মন্তব্য দ্বারা ঐ সকল বৈষম্য সংশোধন করা হয়, তাহার ইংরেজী অমূল্যবাদ গত ৩০ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে রেজিষ্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে দাখিল করা হয়। তাহা হইতে উক্ত মন্তব্যের সার্টিফিকেট কপি পরিষদের দপ্তর হইয়াছে এবং তাহা দিল্লীর পাবলিক ডেট আপিসে পাঠাইবার জন্ত লয়েডস ব্যাঙ্কে পাঠান হইয়াছে।

## স্মৃতি-রক্ষা

১। আলোচ্য বর্ষে বর্গসভা জে. সি. ব্যানার্জির একখানি তৈলচিত্র ওঁহার পত্নী শ্রীমতী সরসীবালা দেবী দান করিয়াছেন এবং তাহা ১৯৪৩-৪৪-বছর তাহার বিশেষ অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৯৪৩/৪৪

২। বঙ্গীয় লালমোহন বিজ্ঞানিদি মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তাঁহার পুত্রগণ দান করিয়াছেন এবং তাহা বর্তমান বর্ষের ২৪এ বৈশাখ মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩। দৌরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

## বঙ্কিম-ভবন

আলোচ্য বর্ষে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনের সংরক্ষণ তত্ববিলে প্রায় ১৫০০ দান পাওয়া গিয়াছে। এই তত্ববিলে আলোচ্য বর্ষের শেষে ৭৬৩৮৮/১ উদ্ধৃত আছে। নৈহাটিতে বঙ্কিম-সাহিত্য-পরিষদের যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কাৰ্যালয় বঙ্কিম-ভবনে স্থাপিত হইয়াছে। প্রদানতঃ এই সকল সর্বে শাখা-পরিষৎকে বঙ্কিম-ভবনে কাৰ্যালয় স্থাপন করিতে দেওয়া হইয়াছে—(ক) গত দিন শাখার তত্ত্বাবধানে বঙ্কিম-ভবন থাকিবে, তত দিন নৈহাটি শাখাকে বঙ্কিম-ভবনের মিউনিসিপাল ট্যাক্স ও অন্যান্য স্বেচ্ছা দিতে হইবে, ও (খ) মূল পরিষদের প্রয়োজন-মত কাৰ্য্যনির্দেশক-সমিতির নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল পরিষৎকে ভবন প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

## পরিষদ-মন্দির

গত বাষিক কাৰ্য্যবিবরণীতে জানান হইয়াছে যে, পরিষদ-মন্দিরের নিম্নতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি রাক্ষসরকারের অধুরোধে এ. আর. পি. বিভাগের এক শাখা-কাৰ্যালয়রূপে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্ত দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এ. আর. পি. বিভাগ ঐ ঘরটির ছাদ অতিরিক্ত দৃঢ় করিবার জন্ত কতকগুলি অতিরিক্ত কাজ সংযোজন করিয়াছেন। তাহার ফলে ঐ ঘরের উপরের তলে অতিরিক্ত চাপ পড়ায় দেওয়াল ও মেঝের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। এই বিষয় উক্ত বিভাগকে জ্ঞাপন করায় তাহার উহার সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, ইহা জানাইয়াছেন।

## শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে ৩০এ ফাল্গুন হুগলী জেলার জাদীপাড়া-কৃষ্ণনগরে এবং ৮ই আষাঢ় ১৩৫০ তারিখে ২৪-পরগণার নৈহাটিতে নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুৰাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গোহাটী, শিবপুর, রাঁচী, কান্দি ও ভাগলপুর-শাখা

স্থায়ী অধিবেশনাদি হইয়াছিল। বর্ধমান শাখা-পরিষৎ নবনির্মিত নিজ-ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তথায় গৃহপ্রবেশ-উৎসব বিশেষ সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

## বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট টাকা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নানা আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যের হিতৈষিগণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল; দাতাগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য), ২। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান, ৩। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান, এবং ৪। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান।

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত নিউ দিল্লীর অগিল-ভারতীয় আর্থিক সেবা-সঙ্ঘ একখানি ১৮'×১২' মাপের গালিচা দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেল দান করিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল এসোসিয়েশনের পক্ষে ইতিহাসজ্ঞানার্থী এবং বেঙ্গল মিসলেনী লিঃ পক্ষে শ্রীআদিনাথ ভাট্টা দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্বারা প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ঈদাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

## আয়-ব্যয়

পরিষদের ১৩৭২ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এবং উদ্ধৃত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) সদস্যগণের নিকট পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে টাকা, প্রবেশিকা ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা আয় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবিলাইচাঁদ কুঁহু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সত্ত্বে সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

## উপসংহার

বর্তমান বর্ষে পরিষৎ তাহার গৌরবময় জীবনের পকাশ বৎসর সম্পূর্ণ করিলেন। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা একটি স্বর্ণীয় বৎসর। একটি বৃহত্তর উৎসবকে আশ্রয় করিয়া আমরা এই উপলক্ষে আনন্দ করিব এবং সমগ্র দেশের নিকট পরিষদের গত পকাশ বৎসরের যাবতীয় কীর্তি একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাখিল করিব। তাহারই আয়োজন হইতেছে।



বঙ্গদেশের গত পকাশ বৎসরের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে পরিষদের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া আছে; সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাহারা প্রধান, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই পরিষদের সেবা করিয়া পরিষদের কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত ও অস্তিত্ব দৌরবময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের সহায়তায় আমরা এই দুর্দিনেও বাঙালী জাতির প্রধান প্রধান সাহিত্যকীর্তিগুলির অক্ষয় সটীক সংস্করণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছি। পরিষদের সন্তান সন্ত ও পৃষ্ঠপোষকগণ সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও টাকা ও অন্যান্য সাহায্য দান করিয়া দেশের বর্তমান অবস্থাতেও ইহাকে সম্বীর্ণ রাখিয়াছেন। পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও কর্মচারীগণও সকল অসুবিধার মধ্যে উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত আমার সহযোগিতা করিয়া আমার গুরু কর্তব্যকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আলোচ্য বর্ষে আমরা ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি এবং শিববন্ধু-গ্রন্থাবলী প্রকাশের কাজে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছি। সাহিত্য-সাধক-চরিত-মালার ২০খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, যশুদেব-গ্রন্থাবলী ও বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাবলী দ্রুত নিষ্কাশ হওয়াতে এই বৎসরে এগুলির পুনর্মুদ্রণ হইতেছে। গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা এই বৎসরে আট হাজার টাকার উপর পরিষদের প্রাপ্তি হইয়াছে, ইহা গত বৎসরের সংগ্রহ হইতেও অধিক। বর্ষশেষে পরিষদের বাজার-দেনা একেবারেই নাই। অধিকন্তু আমরা আমাদের কর্মচারীগণকে নানা ভাবে ভাতা ও বৃত্তাদি দিয়া এই দুর্দিনে সাহায্য করিতে পারিয়াছি। আরও দুর্দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, আমরা তাহার অগ্র প্রস্তুত থাকিলেও আপনাদের সকলের সাহায্য ব্যতিরেকে এই অবস্থার অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আজ এই সুযোগে আপনাদের সকলের নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইয়া রাখিতেছি।

বাঙ্গালী-সাহিত্য-পরিষৎ

কলিকাতা।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০, ২৩এ ভাদ্র

কাথানিসাঁহক-সমিতির পক্ষে

শ্রীঅজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক









